কঃ সবশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD NO. C 1080

# আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১৭৩ সংখ্যা

শুক্রবার, ১৭ ভদ্র ১৩৭৮ (১২ ভদ্র ১৮৯৩ শক) Friday, September 3, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

সুস্থ দাঁতের জন্য
সাধনা দশন অথবা সাধনা টুথপেস্ট
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

কেয়োকার্পিন
আয়ুর্বেদীয়
চুল উঠা বন্ধ করে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে

# পশ্চিমবঙ্গে এক কোটি বন্যা-দুর্গত

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃহস্পতিবার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে একটি রিপোরট চূড়ান্ত হয়। তাতে বলা হয়েছে, এবারের বন্যায় রাজ্যের দশটি জেলায় এক কোটি মানুষ দুর্গত হয়ে পড়েছেন।

এ ছাড়া ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও চাষবাস প্রভৃতির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, টাকার হিসাবে তার পরিমাণ দুই শ' কোটির কম নয়। এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষের মত ঘরবাড়ি হয় ভেঙে পড়েছে, না হয় বিধ্বস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস এবং রাজ্য সরকারের পদস্থ অফিসাররা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন; এই রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় সমীক্ষা দল মঙ্গলবার কলকাতা আসছেন। তিন দিন ধরে তাঁরা রাজ্যের বন্যাদুর্গত নানা অঞ্চল ঘুরে দেখবেন। মঙ্গলবার কলকাতা পৌঁছনোর কিছু পরেই তাঁরা মালদহ রওনা হয়ে যাবেন। ওই রিপোরট এই সমীক্ষা দলের কাছে পেশ করা হবে।

এদিনের বৈঠক কেবলমাত্র রিপোরট চূড়ান্ত করার জন্য ডাকা হয়নি। সেখানে বন্যাদুর্গত এলাকাগুলিতে কীভাবে তাড়াতাড়ি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে বিবেচনার পর স্থির হয়, নৌকো, স্টীমার, ট্রাক, ট্রেন—যেমন করেই হোক সব জায়গায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠানো হবে। বুধবার কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যপাল শ্রী ডায়াসকে এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে বলে যান। প্রধানমন্ত্রীর কাছে নানা তরফে দুর্গত হয়। প্রধানত রাজ্যপালের উদ্যোগে বৈঠকটি ডাকা হয়। বৈঠকের পর রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত পরিবহণ কমিশনার, ত্রাণ, সেচ, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভাগের সচিবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বন্যা সংক্রান্ত কাজকর্ম ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে নানা নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে মুখ্যসচিব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রায়ের সঙ্গেও মিলিত হন। এক কথায় এদিন রাইটারস বিলডিংয়ে অফিসার মহলে বন্যা নিয়ে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।

এই বৈঠক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রায় সাংবাদিকদের বলেন, সেখানে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবারের বন্যায় যে এক কোটি মানুষ দুর্গত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের অনেককে এ বছরের শেষ পর্যন্ত নানাভাবে সাহায্য করার প্রয়োজন হতে পারে। প্রসংগত তিনি বলেন, রাজ্যপাল শ্রী ডায়াস বন্যা ত্রাণের কাজকর্ম ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

### কান্দি মহকুমা প্লাবিত

এদিকে এদিন মুরশিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূম থেকে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির খবর পাওয়া যায়। ময়ূরাক্ষী দ্বারকা, ব্রাহ্মণী ও গম্ভীরা নদীর জলস্ফীতির ফলে মুরশিদাবাদের কান্দি মহকুমার বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। কান্দি শহরের নিম্নাঞ্চলগুলি জলে ডুবেছে। বন্যার জল হাসপাতালের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছেছে। কান্দি-রাণারগ্রাম বাঁধ ভাঙায় শহরের এই দুরবস্থা। শহরের কোথাও কোথাও আড়াই ফুট পর্যন্ত জল জমেছে। আর কান্দির কাছে জেমোতে এই জমা জল ছয়-সাত ফুট হবে। দাদপুরের কাছে সাদোল বাঁধেরও ভাঙ-ভাঙ

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

### কাটোয়া শহর জলের তলায়

**আসানসোল, ২ সেপটেম্বর—বর্ধমান জেলা ম্যাজিসট্রেট শ্রী আর কে মিরধা আজ এখানে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, সমগ্র কাটোয়া শহর জলের তলায়; এমন কি, কাটোয়া সাব-জেলের কয়েদীদের বর্ধমান জেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পি টি আই-এর।**

### সেনাবাহিনী তলব

**বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উদ্ধারকার্যের জন্য সেনাবাহিনীর লোকদের বৃহস্পতিবার তলব করা হয়েছে। প্রচণ্ড বর্ষণ চলতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের বেশির ভাগ স্থানে নদীগুলিতে জল বেড়ে চলেছে। ফলে, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলপ্লাবিত হওয়ার ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ আজ গৃহহারা হয়ে পড়েছে। ইউ এন আই এই সংবাদ দিয়েছেন।**

এলাকায় সরকারী ত্রাণের কাজ নৈরাশ্যজনক বলে অভিযোগ করা হয়। রাজ্য নব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের তরফেও তাঁকে একই কথা বলা হয়।

বৈঠকে বন্যাদুর্গতদের গবাদি পশু কেনার জন্য ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, গবাদি পশুর জন্য খাবার ইত্যাদি দেওয়া সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া

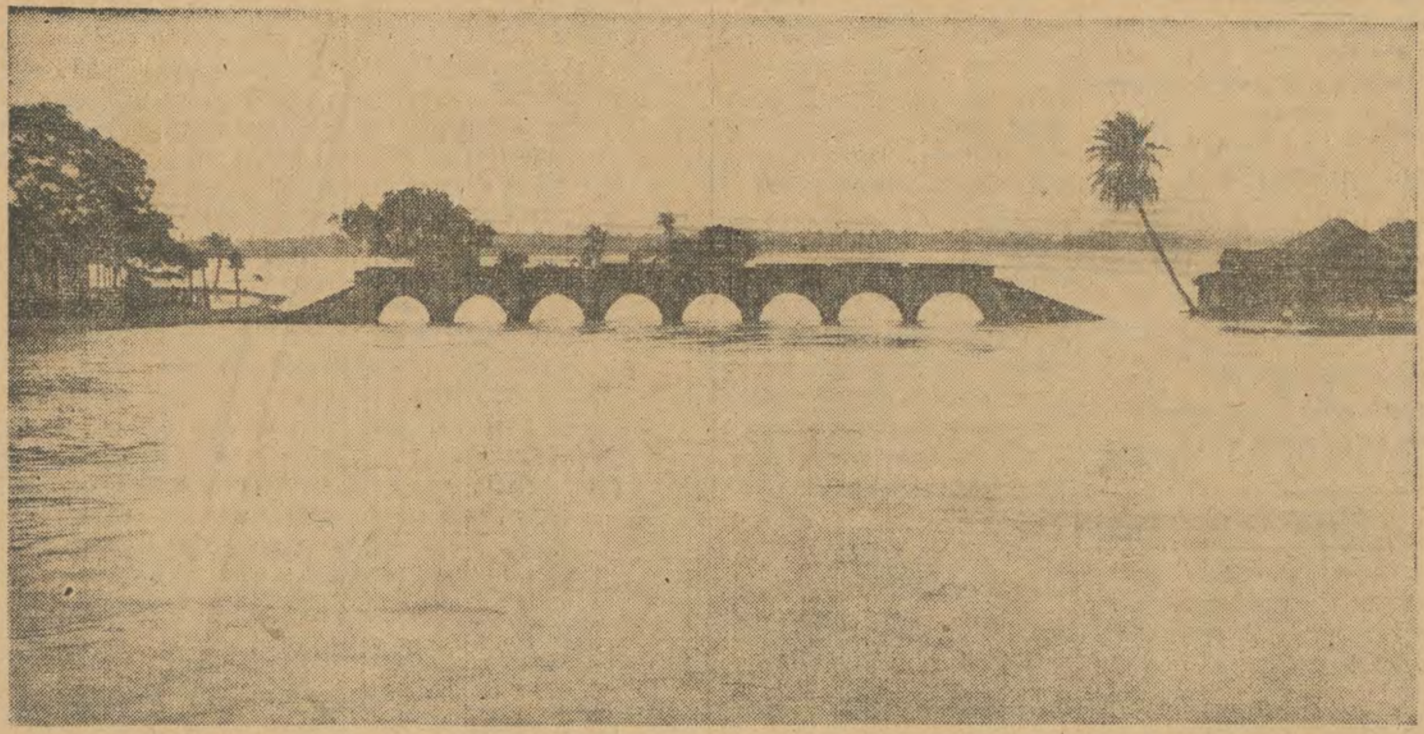

দুবদা বেসিন ও আশ-পাশের ১৭৭ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের একমাত্র নিকাশী পিছাবনী খালের মুখে বারো মাইল স্লুইস। চারদিকের অথৈ জলে কেবল মাথাটি জলের উপর ভেসে আছে। —নিজস্ব-চিত্র

## কাঁথি শহরে বন্যার জল কমছে

অনন্ত জানা

**কাঁথি, ২ সেপটেম্বর**—কাঁথি শহরে বন্যার জল কমছে। মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলেও ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করেছে। নদীগুলিও শান্ত হয়ে আসছে। কিন্তু জলের ওই ভাটার টানে সারা মহকুমা জুড়ে হাজার হাজার মাটির ঘরও ধসতে শুরু করেছে। এ পর্যন্ত বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে নিরাশ্রয় অসহায় মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে। স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ এই লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষের খাদ্য-বস্ত্র আশ্রয় ইত্যাদির সমস্যায় দিশেহারা।

মহকুমা কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী সাকুল্যে দশ হাজার টাকা, পনের শ' কুইনটাল গম আর দেড় হাজার হোগলা কাঁথি শহর ও মহকুমার সাতটি থানার দশ লক্ষ বন্যা-দুর্গতদের প্রয়োজনের তুলনায় ছিটেফোঁটাও নয়। তাও আবার যোগাযোগের অভাব, প্রশাসনিক অসুবিধা ও অন্যান্য কারণে শহর ও শহরের আশপাশ ছাড়িয়ে বেশি দূরে গিয়ে পড়তে পারেনি আজও।

এক আধ কিলো গম, কিছু পয়সা আর হোগলা দু'একটা সাহায্য করে ত্রাণ কাজ করতে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এত বিব্রত যে, এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তার ফুরসৎই তাঁদের নেই। তবে জেলা কর্তৃপক্ষ আশু ভবিষ্যতের চিন্তায় ভীষণ উদ্বিগ্ন। অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী কে এস মণ্ডল বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখার সময় বললেন, কাঁথি মহকুমায় এবার আমন ধানের চাষ খুব ভাল হয়েছিল।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

### ভারত পিকিংয়ে পিংপং দল পাঠাবে

**নয়াদিল্লি, ২ সেপটেম্বর**—আফরো-এশীয় টেবিল টেনিস মৈত্রী টুরনামেনটে যোগ দেওয়ার জন্য ভারত নবেম্বরে পিকিং-এ একটি টেবিল টেনিস দল পাঠাবে।

টেবিল টেনিস ফেডারেশন অব ইনডিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকার আজ রাতে ওই টুরনামেনটের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। নবেম্বর ৩ থেকে ১৩ অবধি এই খেলা হবে।

দক্ষিণ আফরিকা, ইজরায়েল ও জরডন বাদে এশিয়া ও আফরিকার সব দেশকে চীন সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।—পি টি আই

### আজও বজ্রবিদ্যুৎসহ ক'পশলা বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার

আজও বজ্রবিদ্যুৎসহ কয়েক পশলা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় যে বৃষ্টি হয় তার গড় পরিমাণ ৬·২ মিলিমিটার।

এছাড়া এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২·৬ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড (স্বাভাবিকের ১ ডি সে-বেশি); এবং সর্বনিম্ন — ২৪·৪ ডি. সে (স্বাভাবিকের ২ ডি. সে কম)।

আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯৯ ভাগ, সর্বশেষ ৬০ ভাগ।

# কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের কলকাতা অফিসের প্রধানের হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকছে

স্টাফ রিপোর্টার

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের কলকাতার শাখা অফিস আইন শৃংখলা ও সি এম ডি-এর কাজকর্ম দেখা ছাড়াও পশ্চিমবংগে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অফিসগুলির মধ্যে সমন্বয়-সাধন করবে। অর্থাৎ এই অফিসের প্রচুর ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগও শ্রী গুপ্তের সংগে যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন।

পশ্চিমবংগ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এবং শ্রী বি আর গুপ্তকে সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যে তিনজন ডেপুটি সেক্রেটারির পদ মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনজনই কেন্দ্র থেকে আসছেন। শ্রীসুরেশ মাথুর আই-এ-এস ইতিমধ্যে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে যোগ দিয়েছেন। কথা আছে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডিরেকটর পশ্চিমবংগ ক্যাডারের আই-এ-এস শ্রীসুশীল ভরমাকে কলকাতায় শ্রী গুপ্তের দফতরে ফেরত পাঠানো হবে।

শ্রী রায় এবং শ্রী গুপ্তের অফিস রাজভবনে যেতে আরও ১০।১২দিন সময় লাগবে। কারণ টেলিফোন পেতে বিলম্ব।

বৃহস্পতিবার শ্রী গুপ্ত এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, তাঁর সেক্রেটারিয়েট খুব ছোট হবে। কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি থেকে ডেপুটেশনে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করা হবে।

কেন্দ্রের এই সেল কলকাতার আইন শৃংখলা মোকাবিলার জন্য কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরীকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছেন। শ্রী চৌধুরীকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র চারজ দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে যাতে তিনি সরাসরি সরকারের সংগে সংযোগ করতে পারেন।

সি-এম-ডি-এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সেলের খুব ভাল ধারণা নেই। কেন্দ্রীয় সেল সি-এম-ডি-এ'কে ঢেলে সাজাতে চান। এ ব্যাপারে কয়েকজন দক্ষ অফিসারের নামও প্রায় ঠিক।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

# বিদ্যুৎ-সংকট নিয়ে কমিটি, নানা প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার

কলকারখানায় 'বিদ্যুৎ রেশন' এবং যে সব মিলে দু'শিফট চলছে তাদের দুপুরের বদলে রাতের শিফট চালু করার একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকার বিবেচনা করছেন। এজন্য শীঘ্রই তাঁরা শিল্প কর্তৃপক্ষের বৈঠক ডাকছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের এসব কাজের জন্য রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই একটি প্রচুর ক্ষমতার কমিটি নিয়োগ করেছেন।

বুধবার এই কমিটির প্রথম বৈঠক বসে। যখন-তখন বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে শহরবাসী যে দুর্ভোগ ভুগছেন এবং কলকারখানা যেভাবে মার খাচ্ছে কমিটি তা পর্যালোচনা করেন।

'বর্তমানের এই সরবরাহ ঘাটতি' থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাঁরা 'পিক আওয়ার লোড' কমিয়ে অন্য সময় তা ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁদের আরও প্রস্তাব, এখন যেসব কলকারখানায় (প্রধানত চটকল) সকাল ছ'টা থেকে বেলা দুটা এবং দুটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দু' শিফট চলছে তাদের দ্বিতীয় শিফটের সময় বদলে রাত দশটা থেকে সকাল ছ'টা করা হোক। তাঁরা বলছেন বেলা দুটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা থাকে খুব বেশি, রাত দশটার পর তা একেবারে কমে যায়। সুতরাং রাত দশটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট চালু করলে বিদ্যুৎ সরবরাহের অসুবিধা হবে না।

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

## গাড়ি থামিয়ে ২২ হাজার টাকা লুঠ

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবার বিকালে চিৎপুর থানার চিৎপুর রেল ব্রিজের কাছে একটি গাড়ি থামিয়ে সাড়ে ২২ হাজার টাকা ডাকাতি হয়।

পুলিশের কাছ থেকে জানা যায়, কোনও একটি বাণিজ্যিক সংস্থার কয়েকজন কর্মী একটি মোটরে করে ওই টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন। চিৎপুর রেল ব্রিজের কাছে অন্য একটি কালো অ্যামবেসডর গাড়ি এই গাড়ির পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং কয়েকজন যুবক রিভলবার দেখিয়ে ওই সাড়ে ২২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

### বাসন্তীতে ডাকাতের গুলিতে একজন নিহত

বুধবার রাত্রে চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থানার সাতকেওরা গ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাত দলের গুলিতে শ্রীপশুপতি দলুই নিহত হন। ডাকাত দল তাঁর বাড়ি থেকে গহনা ও টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

### জলপাইগুড়িতে প্রায় ৯ হাজার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

**জলপাইগুড়ি, ২ সেপটেম্বর**—একদল দুর্বৃত্ত গতকাল জলপাইগুড়ির জুনিয়র পলিটেকনিক ইনসটিটিউটের কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রায় ৯ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। প্রকাশ, কোষাধ্যক্ষ ইনসটিটিউটের কর্মচারীদের বেতনের টাকা নিয়ে আসছিলেন। কর্মচারীরা দুর্বৃত্তদের তাড়া করেন এবং তাদের মধ্যে দুজনকে ধরে ফেলেন। তবে তাদের কাছ থেকে টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি। এই দু ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

### জলপাইগুড়িতে বন্দুক ছিনতাই

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান: গত মঙ্গলবার একদল দুর্বৃত্ত নিউ টাউনের শ্রীসারদা বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে পাইপ গান ও ছুরি দেখিয়ে একটি বন্দুক ও ১০৯টি কারতুজ নিয়ে পালিয়ে যায়।

### বরানগর-কাশীপুরে

## পুলিশ ডাইরি সিল করার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার

বার ও তের আগস্ট বরানগর-কাশীপুরে ব্যাপক খুনোখুনি সম্পর্কে ওই সময় বরানগর ও কাশীপুর থানায় পুলিশ ডাইরিতে যে রিপোরট লেখা হয়েছিল তা 'সিল' করার জন্য রাজ্য সরকার আই জি এবং পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র ওই তথ্য জানান। তিনি বলেন, পুলিশ যাতে নিজেদের সুবিধামত ওই

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

# মুজিবর মারকিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে চাননি

স্টাফ রিপোর্টার

শেখ মুজিবর রহমন পাকিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৃহস্পতিবার কলকাতার কূটনৈতিক সূত্রে ওই সংবাদ পাওয়া যায়।

ওই সূত্র থেকে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু মুজিব এখনও বেঁচে আছেন এবং ইসলামাবাদে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত শ্রীফারল্যানডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া মুজিবের সংগে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছিলেন।

আরও জানা যায়, প্রেসিডেনট নিকসনের ব্যক্তিগত দূত শ্রীকিসিংগার যখন ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন, তখন প্রথমে ফারল্যানডস শেখ মুজিবের কাছে ওই প্রস্তাব পাঠান। দ্বিতীয় বার প্রস্তাব পাঠান তিনি আগসট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। শেখ মুজিব নাকি বলেছেন, যাদের অস্ত্রে বাঙালীদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের সংগে কথা বলতে চাই না।

এই প্রসঙ্গে আরও প্রকাশ, বাংলা দেশে নির্বাচনের পর শ্রীফারল্যানড শেখ মুজিবের সঙ্গে ঢাকায় দেখা করেন। ওই সাক্ষাৎকারে শ্রীফারল্যানড তাঁকে বলেছিলেন, চট্টগ্রামের কাছে সন্দীপে মারকিন নৌ-ঘাটি স্থাপনের জন্য পাকিস্তানের নতুন সরকার ব্যবস্থা করে দিলে ওয়াশিংটন শেখ মুজিবের সরকারকে সমর্থন করবে। কিন্তু শেখ

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

### বিভিন্ন দেশের ১৬ জন্য

## মিলিটারি অ্যাটাশে শরণার্থীদের দেখতে এলেন

স্টাফ রিপোর্টার

আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলন্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের ষোল জন মিলিটারি অ্যাটাশে আজ, শুক্রবার লবণ হ্রদে শরণার্থী শিবিরটি পরিদর্শন করবেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এঁরা দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছান। পরদিন শনিবার তাঁরা বারাসতের আমডাঙ্গা শরণার্থী শিবিরে যাবেন। প্রকাশ, পাকিস্তানের মিলিটারি বাংলা দেশের সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর কী অত্যাচার চালিয়েছে তা দেখবার জন্যই ওই সব বিদেশী মিলিটারি প্রেস অ্যাটাশেদের এখানে আসা।

কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণেই ওই ১৬টি দেশের মিলিটারি অ্যাটাশে বাংলা দেশের শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিবহাল হবার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছেন।

এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন দায়িত্বশীল অফিসার জানান, শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের আগে মিলিটারি অ্যাটাশেদের পক্ষে এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের পদস্থ অফিসারদের সংগে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। ওই বৈঠকের পরই বেলা আড়াইটে নাগাদ মিলিটারি অ্যাটাশেরা লবণ হ্রদ শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যাবেন। বর্তমান কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার সকালে তাঁদের দিল্লি ফিরে যাবার কথা।

অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে আছে: কানাডা, ফিলিপিন, লেবানন, মিশর, ইটালি, পঃ জারমান, ইরান, ঘানা প্রভৃতি।

বহরমপুরে ভাগীরথীর তীরে বহু বাড়ির মধ্যে এখনও জল জমে রয়েছে।

### চীন-মারকিন টেলিফোন সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে

**টোকিও, ২ সেপটেম্বর**—চীন এবং আমেরিকার মধ্যে টেলিফোন সংযোগ স্থাপিত হতে চলেছে—তবে পরোক্ষভাবে। ওই 'সারভিস' জাপানের মাধ্যমে 'রিলে' করা হবে। ব্যবস্থাটি হবে আপাতত অস্থায়ীভাবে। এ বিষয়ে চীনের সম্মতি আমেরিকান টে লি ফো ন অ্যানড কোমপানিকে জানানো হয়েছে। খবরটি প্রকাশ করেছেন এক জাপানী টেলিফোন কোমপানি—কোকুসাই দেনশিন দেনওয়া, সংক্ষেপে কে-ডি-ডি।—ইউ পি আই

## আর একটি নতুন রুশ চন্দ্রযান

**মসকো, ২ সেপটেম্বর**—রয়টারের খবর: মসকো টেলিভিশন আজ ঘোষণা করে যে, আর একটি নতুন চন্দ্রযান পাঠানো হয়েছে। এটি লুনা—১৮। এতে কোন মানুষ নেই। এই চন্দ্রযানটি চাঁদে নামবে কিনা ঘোষণায় তা বলা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, চাঁদের আকাশে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান করাই এর উদ্দেশ্য।

# বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শরণার্থীরা হৃত সম্পত্তি ফিরে পাবেন

## — তাজউদ্দিন

**মুজিবনগর, ২ সেপটেম্বর**—বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার পর ভারতে বসবাসকারী সমস্ত শরণার্থীদের সসম্মানে আবার নিজ নিজ বাস্তুভিটায় পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হবে। বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ এই আশ্বাস দেন। শ্রীআমেদ গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, এ সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, পাক জঙ্গীশাহী গণহত্যার কবল থেকে বাঁচার উদ্দেশে যেসব বাঙ্গালী তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের মনে কোন রকম সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা থাকা ঠিক নয়।

শ্রীআমেদ বলেন, ভারতে বসবাসকারী আশী লক্ষ শরণার্থীই বাঙ্গালী জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁদের পক্ষে একথা ভাবা অন্যায় হবে যে, ভবিষ্যতে তাদের কেউ দেখবে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার খুব ভাল করেই জানেন, শরণার্থীদের ফেলে আসা স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ পাক সামরিক জুনটা জোর করে দখল নিয়েছে। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই, শত্রুসেনার কবল মুক্ত হবার সংগে সংগেই শরণার্থীরা তাদের ন্যায্য মালিকানা আবার ফিরে পাবেন।

—পি টি আই

## প্রফুল্ল সেন প্রমুখ আদি কংগ্রেস নেতারা অনশন করবেন

স্টাফ রিপোর্টার

অনশনরত শ্রীমতী আভা মাইতির উপর 'ফ্যাসিসট পদ্ধতিতে আক্রমণে'র প্রতিবাদে আদি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অশোক কৃষ্ণ দত্ত এবং অন্যান্য কর্মিগণ শনিবার সকাল ৯টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য পারক স্ট্রীটের মোড়ে গান্ধীজীর মূর্তির সামনে অনশন সত্যাগ্রহ করবেন। বৃহস্পতিবার ছিল শ্রীমতী মাইতির অনশনের চতুর্থ দিন।

এদিন রাজ্য সভার সদস্য শ্রীদ্বিজেন সেনগুপ্ত, প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার শ্রীনরেন সেন প্রভৃতি অনেকে শ্রীমতী মাইতির সংগে দেখা করে সহানুভূতি জানিয়ে যান।

প্রদেশ কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক কৃষ্ণ দত্ত জানান, সময়াভাবে সমস্ত কর্মীকে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আশা করেন, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ শ্রীমতী মাইতির সমর্থনে এবং ওই কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসবেন। শ্রীদত্ত আরও জানান, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস অফিস দখল এবং শ্রীমতী মাইতির প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য সমস্ত দলের কাছে তিনি আবেদন জানাচ্ছেন।

শ্রীদত্ত জানান, মেদিনীপুরে জেলা

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

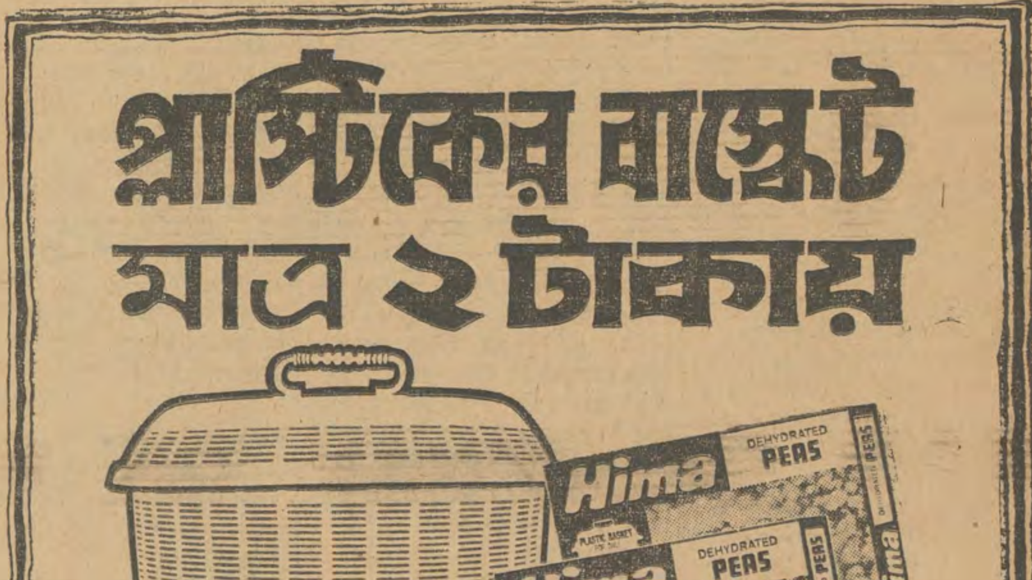

সিনটাস-HMP. 36C-140 BG (A)

# আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল অতিরিক্ত।
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

| | বার্ষিক | ষাণ্মাসিক | ত্রৈমাসিক |
|---|---|---|---|
| কলিকাতা | ৭৭.০০ টাকা | ৩৯.০০ টাকা | ২০ ০০ টাকা |
| সডাক | | | |
| ভারতে | ৯৫.০০ টাকা | ৪৮.০০ টাকা | ২৪.৫০ পয়সা |
| ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে | ১৮৫.০০ টাকা | ৯৩.০০ টাকা | ৪৭.০০ টাকা |
| বিমান ডাকে | | | |
| আসাম | ১১৮.০০ টাকা | ৬০.০০ টাকা | ৩১.০০ টাকা |
| ভারতের অন্যান্য স্থানে | ২৫৯.০০ টাকা | ১৩০.০০ টাকা | ৬৫.৫০ পয়সা |
| রবিবাসরীয় সংখ্যা | | | |
| ভারতে | ১৪.০০ টাকা | ৭.৫০ টাকা | ×××× |
| ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে | ২৯.০০ টাকা | ১৫.০০ টাকা | ×××× |

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।


## কর্মখালি

ট্রাক ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগের জন্য জন্য হেভী ভেহিকল চালাইবার লাইসেন্স ধারী ড্রাইভারদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। **বেতনক্রম:** ১৮০,—৩৫০, টাকা। পদগুলির মেয়াদ আপাতত ছয় (৬) মাস। বয়স, লাইসেন্স নং এবং ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা উল্লেখে দরখাস্ত ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মধ্যে অ্যাডিঃ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ২৪ পরগণা, আলীপুর ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।
৩৪৫১(২)আইপিআর/এ/৭১ (৮৮৭৩)

### যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা—৩২
৩১ আগস্ট ১৯৭১

**নোটিস**

পিওনের বর্তমান শূন্য পদ মূলে যথাসময়ে নিয়োগের জন্য বিবেচনার নিমিত্ত টেম্পোরারি/এক্সট্রা টেম্পোরারি ভিত্তিতে অধস্তন কর্মচারী হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাধারণ কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিয়াছেন কেবল সেই সব ব্যক্তি নিম্নোক্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া এমনভাবে দরখাস্ত পেশ করিবেন যাহাতে উহা ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছে।

১। পুরা নাম
২। স্থায়ী/অস্থায়ী ঠিকানা
৩। বয়স
৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা তৎসহ যথাযথভাবে প্রত্যায়িত সার্টিফিকেটের নকল।
৫। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সময়কাল তৎসহ দলিলগত প্রমাণ।

উপরোক্ত নির্দিষ্ট তারিখের পর প্রাপ্ত দরখাস্ত ও অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

স্বাঃ পি সি ভি মল্লিক
রেজিস্ট্রার
(৮৭৬২)

### পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ
বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁহারা খালাসী পদের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে, ঐ সকল দরখাস্ত সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্যানেলভুক্ত করিবার জন্য পর্ষদের কলিকাতাস্থিত সদর কার্যালয়ে পাঠানো হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ সীমিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতীকরণের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইতেছে না এবং বর্তমানে নতুন কর্মীর প্রয়োজনও হইতেছে না। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী স্থানীয় দরখাস্ত কারীগণের মধ্য হইতেই ঐ প্যানেল অনুযায়ী নির্বাচন সাপেক্ষে নিয়োগ করা হইবে
(৮৭৯১)

সরকারী সাহায্য... মাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের (পোঃ মাদপুর, জেলা মেদিনীপুর) জন্য ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ একজন পিওন নির্ধারিত বেতনে আবশ্যক। স্থানীয় প্রার্থী অগ্রাধিকার পাইবে। সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবার শেষ তাং ১০-৯-৭১।
(৮৬৮৬)

## কর্মখালি

### দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট

বিজ্ঞাপন নং ১/৭১—ডি এন কে। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের সহিত সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য চীফ আডমিনিস্ট্রেটর, দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। পদগুলি সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং এড-হক ভিত্তিতে এই নিয়োগ করা হইবে। পদগুলির ১৫% তপসীলী জাতি ও ৭½% তপসীলী উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এই সকল সম্প্রদায় হইতে যদি প্রার্থী পাওয়া না যায় তবে পদগুলি অসংরক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হইবে। বেতন ছাড়াও নিম্নলিখিত ভাতাগুলি দেওয়া হইবে :

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের হারে দুর্মূল্য ভাতা,

(২) বহালের স্থান অনুসারে বেতনের ১৫% হইতে ৩০% পর্যন্ত প্রজেক্ট ভাতা। ভাতাগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ।

বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতনের কথা বিবেচিত হইবে।

ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ বৎসর এবং ১-১-১৯৬৪ তারিখে বা তাহার পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। সাধারণভাবে, অন্যান্যের ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা মঞ্জুর করা হইবে না।

যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহারা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা ও ওড়িশার কোরাপুট জেলা লইয়া গঠিত প্রজেক্ট এলাকার যে কোন স্থানে বহাল হইতে পারেন।

(ক) নাম, (খ) পিতার নাম, (গ) টেলিগ্রাফের ঠিকানাসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, (ঘ) বয়স/জন্মতারিখ, (ঙ) শিক্ষাগত ও কারিগরী যোগ্যতার বিবরণ, (চ) অভিজ্ঞতার বিবরণ, তৎসহ সময় সময় প্রাপ্ত বেতন ও বেতনক্রম উল্লেখে পূর্বতন ও বর্তমান নিয়োগের বিবরণ এবং ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, শংসাপত্র, পরিচয়পত্র ইত্যাদির প্রত্যায়িত নকলসহ সাধারণ কাগজে দরখাস্ত নিম্নোক্ত শিরোনামে পাঠাইতে হইবে :—

দি সিনিয়র একজিকিউটিভ অফিসার (এ), দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট, পোঃ অঃ কোরাপুট, জেলা - কোরাপুট (ওড়িশা)।

দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। সরকারী বা আধা-সরকারী ডিপার্টমেন্টে চাকরি-নিরত প্রার্থিগণ যথাযথ প্রণালী মারফত দরখাস্ত করিবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য কোন রাহা খরচ নাই।

**পদগুলির নাম :** (ক) **ফার্মাসিস্ট** (জেনারেল সেন্ট্রাল ক্লাস ৩ সার্ভিস নন-গেজেটেড)। বেতনক্রম : ১৩০—৫—১৭৫—যোঃ বাঃ—৬—২০৫...৭—২১২—যোঃ বাঃ—৭—২৪০ টাকা (৩৩টি পদ)। **যোগ্যতাবলী : আবশ্যিক :** (১) ফার্মাসিস্টস কোর্স/ট্রেনিং বা পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট থাকা চাই এবং ১৯৪৮ সালের ফার্মাসি অ্যাক্টের (৩১) ধারার (সি) উপধারা বা (৩২) ধারায় উল্লেখিত যোগ্যতাবলী থাকা চাই। (২) যে কোন ইন্ডিয়ান ফার্মাসি কাউন্সিলের ফার্মাসিস্টস রেজিস্ট্রেশন। **বাঞ্ছনীয় :** (১) মেডিক্যাল স্টোর্স লইয়া কাজকর্ম করার অভিজ্ঞতা, (২) বাংলা ভাষায় জ্ঞান, (৩) ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল। বয়স : ৩৫ বৎসরের কম।

(খ) **নার্স** (জেনারেল সেন্ট্রাল ক্লাস ৩ সার্ভিস নন-গেজেটেড)। বেতনক্রম : ১৫০—৫—১৭৫—৬—২০৫—যোঃ বাঃ—৭—২৪০—৮—২৬৬—যোঃ বাঃ—৮—২৮০, টাকা (১২টি পদ)।

যোগ্যতাবলী **: আবশ্যিক :** (১) ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল। (২) কোন স্বীকৃত সংস্থা (বোর্ড বা কাউন্সিল) হইতে নার্সেস ট্রেনিং কোর্সের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটধারী রেজিস্টার্ড নার্স ও মিডওয়াইফ হইতে হইবে। **বাঞ্ছনীয় :** বাংলা ভাষায় জ্ঞান। বয়স : ৩৫ বৎসরের কম।

(গ) **লেডী হেলথ ভিজিটর** (জেনারেল সেন্ট্রাল ক্লাস ৩ সার্ভিস—ননগেজেটেড)। বেতনক্রম : ১৩০—৫—১৭৫ যোঃ বাঃ—৬—২০৫—৭—২১২, টাকা (৩টি পদ)। যোগ্যতাবলী : আবশ্যিক : (১) ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল। (২) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউশন হইতে লেডী হেলথ ভিজিটরের ডিপ্লোমাধারী এবং মিডউইফারিতে ট্রেনিংসম্পন্ন হইতে হইবে। **বাঞ্ছনীয় :** বাংলা ভাষায় জ্ঞান। বয়স : ৩০ বৎসরের কম।

(ঘ) এক্স রে টেকনিসিয়ান : (জেনারেল সেন্ট্রাল ক্লাস ৩ নন-গেজেটেড নন-মিনিস্টেরিয়াল)।

বেতনক্রম : ২০৫—৭—২৪০—৮—২৮০, টাকা (একটি পদ)।

যোগ্যতাবলী আবশ্যিক : (১) ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিসহ বি-এসসি পাশ, (২) এক্স রে টেকনিসিয়ানের জন্য স্বীকৃত কোর্সের সার্টিফিকেট থাকা চাই।

**বাঞ্ছনীয় :** ৩ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। বয়স : ৩৫ বৎসরের নীচে।

(ঙ) **ল্যাবোরেটরী টেকনিসিয়ান** (জেনারেল সেন্ট্রাল ক্লাস ৩ নন-গেজেটেড)।

বেতনক্রম : ১৫০—৫—১৬০—৮—২৪০—যোঃ বাঃ—৮—২৮০—১০—৩০০, টাকা (একটি পদ)।

যোগ্যতাবলী **আবশ্যিক :** (১) ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল (২) কোন স্বীকৃত শিক্ষায়তন হইতে ল্যাবোরেটরী টেকনিসিয়ানের কোর্স সমাপ্ত করার সার্টিফিকেট।

**বাঞ্ছনীয় :** এই লাইনে ন্যূনপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ৩০ বৎসরের নীচে।
ডিএভিপি৫৯৫(১৯)/৭১ (৮৬৪৮)

**অভিজ্ঞ সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টার চাই।** সত্বর সাক্ষাৎ করুন। সকাল ৭টা হইতে ১০টা। ৩৫/২, বি টি রোড, ব্লক নং ২/১৫, কলিকাতা-২ পোদ্দারবাবু।
(সি ৭৪৭)

**ট্রেডিল মেসিনম্যান চাই।** ১২৯/৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দেখা করুন : রাজেন্দ্র কুমার।
(সি ৫৬১)

## অভিনেতা-অভিনেত্রী

**নির্মীয়মাণ বাংলা ছায়াচিত্রে** অভিনয়েচ্ছু তরুণ-তরুণী সাক্ষাৎ করুন : শ্যামল পিকচার্স, কলিকাতা-১৬, ৪১/এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, ফ্ল্যাট নং ৩ দ্বিতল। সাক্ষাতের সময়—(১টা হইতে ৪টার মধ্যে)।
(সি ৭৪৯)

## অফিস গুদাম দোকান

**দোকান ঘর ভাড়া। উল্টাডাঙ্গা এ পি** সি রোডের সংযোগস্থলে। খোঁজ করুন শ্রীগোপালচন্দ্র মাল, ২৩৪/৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিঃ-৪।
(সি ৫৬৩)

## বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

### দক্ষিণ দমদম পৌরভবন
দমদম, কলিকাতা—২৮

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা পরিচালিত গোরক্ষবাসী রোডস্থিত "অনন্ত দত্ত স্মৃতি ভবনের" প্রেক্ষাগৃহটি স্থানীয় লোকহিতকর সংগঠনগুলিকে নিম্নলিখিত সর্তে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ হইতে ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানাদির জন্য অন্তত ১০ দিন পূর্বে দরখাস্ত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ভাড়ার হার পৌরসভা কর্তৃক ধার্য হইয়াছে :—

প্রতি ৩ ঘণ্টায় (আলো ও পাখা সহ) দৈনিক ৬০, টাকা মাত্র
ঐ ঐ (আলো ও পাখা ব্যতীত) দৈনিক ৫০, টাকা মাত্র
প্রতি বাড়তি ১ ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত ২০, টাকা দিতে হইবে।
সারাদিনের জন্য (আলো ও পাখা সহ) দৈনিক ১২০, টাকা মাত্র
ঐ ঐ (আলো ও পাখা ব্যতীত) দৈনিক ১০০, টাকা মাত্র

প্রতি ক্ষেত্রেই ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ অগ্রিম জামানত হিসাবে পৌরসভা অফিসে জমা দিতে হইবে। প্রেক্ষাগৃহ ভাড়ার অপরাপর সর্তাদির জন্য পৌরসভা অফিসে খোঁজ করিতে হইবে।

স্বাঃ গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাইস চেয়ারম্যান
দক্ষিণ দমদম পৌরসংস্থা
দমদম।
দক্ষিণ দমদম
পৌরভবন।
৩১শে আগস্ট ১৯৭১ সাল।
(৮৮৭১)

## ব্যক্তিগত

ম্যাক্সমূলার ভবন ঘোষণা করছেন, ৬-৯-১৯৭১ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় ৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯ স্থিত ম্যাক্সমূলার ভবনে জি ডব্লিউ পাবস্ত (১৯৩০) নির্মিত জার্মান ভাষায় অনবদ্য পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি (শাদা-কালো) "ওয়েস্ট ফ্রন্ট ১৯১৮" এর প্রদর্শনী হবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘোষণাপত্র। পরিচয় দেবেন ডঃ জি ট্রাপ, এম এম বি-এর ডেঃ ডিরেক্টর। আজ থেকে পাস পাওয়া যাবে।
(৮৬০৫/২)

**শ্রীশ্রীঠাকুর শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের** (৩২/৪, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, বেহালা) কৃপায় আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্রীহরিপদ সিংহ, শিবপুর, হাওড়া। (সি ৭৮২)

## নাম-ঠিকানা পরিবর্তন

**আমি শ্রী দুর্গাপদ সাঁতরা** ১৮ই আগস্ট ডায়মণ্ড হারবার কোর্টে এফিডেভিট করত পান্থ পাদপ সাঁতরা হইলাম।
(সি ৮০৮)

**আমি ফণী ভূষণ ভৌমিক, পিতা দীনেশ** চন্দ্র ভৌমিক ৮/৭/৭০ তাং এফিডেভিট বলে ফণী ভূষণ রায় হলাম। (সি ৭৯৮)

## তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

**লাকসারি বাসে ১৮/৯ জয়দেব** বক্রেশ্বর ময়ূরাক্ষী মাসানজোড় মল্লেশ্বর ললাটেশ্বরী তারাপীঠ নন্দিনী ফুল্লরা নান্নুর শান্তিনিকেতন। ৩০,। ২৫/৯ নেপাল ভ্রমণসহ মুঙ্গের সুলতানগঞ্জ ভাগলপুর জামালপুর ১৩৫,। ২৫/৯ উত্তর ভারতসহ বৃন্দাবন ১৫৫,। লাকসারি বাস ভাড়া পাবেন ৪৭-১৯০১ নতুন তীর্থ, ১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিঃ-১।
(সি ৭৪৩)

## ব্যবসা-বাণিজ্য

**দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ** মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই, হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলিঃ-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩।
(৮৬৪২এ)

## ঔষধ ও চিকিৎসক

**বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোনো প্রকার** দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক। ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭। ফোন : ৩৪-৩৮৫৮।
(৮৭৯৩ এ)

## টাইপরাইটার

**সুলভে সর্বপ্রকারের টাইপ রাইটার** বিক্রয়। ম্যাকসিম মার্ট। ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট। কলি-৯ (১১টা—৭টা)।
(সি ৭৯৪)

### স্কুল কলেজ

### এম এ (ইংলিশ) ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্টস্

ফার্স্ট ক্লাশ নোটস্/ক্লাশ ; পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সেণ্ট জেমস্, ৪৭, গরচা রোড কলি-১৯।
(সি ৯০৩)

### বাগনান কলেজ

পোঃ—বাগনান, জেলা হাওড়া

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর (আর্টস ও কমার্স) ক্লাস সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে আরম্ভ হইবে। পার্ট ওয়ান ছাত্র-ছাত্রীগণকে অবিলম্বে ভর্তি হইবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। বিস্তৃত সংবাদ কলেজ নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাইবে।

—অধ্যক্ষ।
(বি ও ১৬৫৪)

গ্যারাণ্টিড এম এ নোটস/সাজেসান্স-এর জন্য দুপুর ১টা হইতে ৭টার মধ্যে বাসুস টিউটোরিয়াল, ২৩/বি, শিবনারায়ণ দাস লেন, (শ্রীমানি বাজারের বিপরীত দিকে) কলি-৬এ যোগাযোগ করুন।
(৮৫৫৫ এ)

## নীলাম

### নীলাম নোটিস

ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের নির্দেশ অনুযায়ী মেসার্স ইন্ডিয়া অকশন মার্ট কর্তৃক ৮-৯-৭১ তারিখ বেলা ১১টায় কলিকাতার ২৪ সুতারকিন স্ট্রীটে (দ্বিতল) স্টেট বাসে হারানো সম্পত্তি হিসাবে 'প্রাপ্ত জিনিস-পত্র প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইবে। কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যে কোন বা সকল ডাক অগ্রাহ্য করার এবং লটের যেকোন অংশ অথবা সকল লট প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষিত। মালগুলি ৭-৯-৭১ তারিখ অফিস চলা সময়ে নীলামদারের শোরুমে দেখা যাইবে।
(৮৬৪৭)

## নোটিশ

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে
এবং
বিহার লাইমস্টোন অ্যান্ড মিনারেল কোং লিঃ লিকুইডেশনে সম্পর্কে

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ২৮-৬-১৯৭০ তারিখ হইতে ২৭-১২-১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত এবং ২৮-১২-১৯৭০ তারিখ হইতে ২৭-৬-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য লিকুইডেটরদের হিসাব-পত্রের বিবরণী বিবেচনা করার নিমিত্ত ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে ৪ সিনাগগ স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ঠিকানায় যথাক্রমে বেলা ১টা ও বেলা ১-৩০টায় কন্ট্রিবিউটরি ও পাওনাদারদের পরবর্তী বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

সাধারণ প্রক্সির ফরম লিকুইডেটরের অফিসে পাওয়া যাইবে। সভায় যে প্রক্সি ব্যবহার করা হইবে তাহা কন্ট্রিবিউটরিদের ক্ষেত্রে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টার মধ্যে এবং পাওনাদারদের ক্ষেত্রে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টার মধ্যে লিকুইডেটরের নিকট অবশ্য পেশ করিতে হইবে।

রামলক্ষ্মণ প্রসাদ সিংহ
৪, সিনাগগ স্ট্রীট, লিকুইডেটর
কলিকাতা-১,
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (৮৭৬৩)

## কোম্পানী নোটিস

### দি হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

**নোটিশ**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত কার্য নিষ্পন্নের উদ্দেশ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ শনিবার বেলা ১১-৩০টার সময় ৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা ঠিকানাস্থ হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে (৩য় তল) হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারদের সাতাশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে :

১। ১৯৭০ সালের জন্য ডিরেক্টর-বর্গের রিপোর্ট এবং পরীক্ষিত হিসাবপত্র এবং ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে যেরূপ ছিল, সেইমত উদ্বর্তপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করা।
২। লভ্যাংশ ঘোষণা করা।
৩। (ক) শ্রী এস ব্যানার্জীর স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন করা; তিনি পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণ করিতেছেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন।
(খ) পিলিভিটের রাজা রাধারমনের স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন করা; তিনি পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করিতেছেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন।
(গ) শ্রী এস এম ডাহানুকারের স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন করা; তিনি পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করিতেছেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন।
৪। ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য অডিটার নিয়োগ করা এবং তাঁহাদের পারিশ্রমিক ধার্য করা।

অবসরগ্রহণকারী অডিটরস মেসার্স রায় অ্যান্ড রায় পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন।

সোসাইটির শেয়ার রেজিস্টার ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৭১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর (উভয় দিন সমেত) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

বোর্ডের অনুমতানুসারে
এস. বি. দত্ত
ডিরেক্টর
কলিকাতা ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বিঃ দ্রঃ সভায় যোগদান করা ও ভোট দেওয়ার অধিকারী যে কোন সদস্য তাঁহার পরিবর্তে সভায় যোগদান করা ও ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অধিকারী এবং উক্ত প্রতিনিধির সদস্য না হইলেও চলিতে পারে। (৮৬৫৯)

### দি ইণ্ডিয়ান কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ২৫৭ (১-এ) ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ৯ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ঠিকানাস্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় মিঃ জয় কুমার সুরেকা (সুরেকা হাউস, ৭, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬) কোম্পানিতে ডিরেক্টরশিপের জন্য প্রার্থিদের প্রস্তাব করিবেন—এই মর্মে তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানি ২০ আগস্ট ১৯৭১ তারিখের এক নোটিস পাইয়াছেন।

দি ইণ্ডিয়ান কেবল্ কোম্পানি
লিমিটেড পক্ষে
পি কে মুখার্জি
ডিরেক্টর অ্যান্ড সেক্রেটারি
তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৯, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১ (৮৮০৪)

### দীপক ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

**নোটিস**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কোম্পানির সদস্যদের আগামী বার্ষিক সাধারণ সভা ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টায় ১৬, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ স্থিত রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে।

কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ১৯ হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকিবে।
১৬, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
১-৯-৭১

বোর্ডের আদেশানুসারে
দীপক ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
এস আর দাগা
ডিরেক্টর
(৮৭৪৭)

## টেণ্ডার

মূল প্যাক-করা ড্রামে প্রতিটিতে ৫০ কে জি করিয়া ৪০০ কেজি ব্লীচিং পাউডার—স্ট্যাবিলাইজড (৪০% স্ট্যাবিলাইজড ক্লোরিন) সহ সরবরাহের জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ সেরিকালচার, পোঃ অঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ কর্তৃক ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত সীল-করা দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। মেয়াদের কাল উল্লেখিত প্রতি কে জি দরের সঙ্গে বিক্রয়কর, প্যাকিং, ফরওয়ার্ডিং চার্জ ইত্যাদি ধরিয়া দিতে হইবে এবং এফ ও আর বহরমপুর হইতে হইবে। মাল দেখিয়া ও কেমিক্যাল টেস্ট করার পর এবং ওজন পরীক্ষা করিয়া দেখার পর মাল গ্রাহ্য হইবে। যে কোন টেণ্ডার বা দরপত্র গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।
৩৪৩৩(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৩৩)

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যানালস ডিভিঃ, ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রকৃত ও অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদারদের (দলিলগত প্রমাণপত্র দ্বারা যাথার্থ্য ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতে হইবে) নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ : সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইস্টার্ন সার্কেল. ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে। ১৯৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। কাজ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত সময় : জলের লেভেলের নিচের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অনুমোদিত সময় ১৯৭২ সালের বর্ষার পূর্বে ৫ মাস এবং অবশিষ্ট কাজ পরবর্তী কাজের মরশুম পর্যন্ত করা যাইবে এবং ১৯৭৩ সালের ৩০ এপ্রিল মধ্যে শেষ করিতে হইবে। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ—(১) চেঃ ০.০০ হইতে চেঃ ৫৫.০০ পর্যন্ত ক্যালকাটা ক্যানালস সাবডিভিসন অধীন সার্কুলার এবং নিউ কাট ক্যানালস-এর নেভিগেশন সিস্টেম পুনরুদ্ধার সম্পর্কে (ক) সার্কুলার ক্যানালের তীরের লাইনিং ও সংরক্ষণমূলক কাজ এবং (খ) সার্কুলার ক্যানালের তীর বরাবর ৪টি ফায়ার এঞ্জিন প্ল্যাটফরম নির্মাণ; ৬,৬৩,৯০৫, টাকা; ১৩,২৭৮, টাকা। (২) চেঃ ৫৫.০০ হইতে চেঃ ১১৪.০০ পর্যন্ত ক্যালকাটা ক্যানালস সাব-ডিভিশন অধীন সার্কুলার এবং নিউ কাট ক্যানালস-এর নেভিগেশন সিস্টেম পুনরুদ্ধার সম্পর্কে (ক) সার্কুলার ক্যানেলের তীরের লাইনিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ এবং (খ) সার্কুলার ক্যানালের তীর বরাবর ১০টি ফায়ার এঞ্জিন প্ল্যাটফরম নির্মাণ; ৯,২০,১৯০, টাকা; ১৮,৪০৪, টাকা। (৩) চেঃ ১১৪.০০ হইতে চেঃ ১৫৭.০০ পর্যন্ত ক্যালকাটা ক্যানালস সাব-ডিভিশন অধীন সার্কুলার এবং নিউ কাট ক্যানালস-এর নেভিগেশন সিস্টেম পুনরুদ্ধার সম্পর্কে (ক) সার্কুলার ক্যানালের তীরের লাইনিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ; ৬,২৩,৬৯৩, টাকা; ১২,৪৭৪, টাকা। (৪) চেঃ ১৫৭.০০ হইতে চেঃ ২০০.০০ পর্যন্ত ক্যালকাটা ক্যানালস সাব-ডিভিশন অধীন সার্কুলার এবং নিউ কাট ক্যানালস-এর নেভিগেশন সিস্টেম পুনরুদ্ধার সম্পর্কে (ক) সার্কুলার ক্যানেলের তীরের লাইনিং ও সংরক্ষণমূলক কাজ এবং (খ) সার্কুলার ক্যানালের তীর বরাবর ৪টি ফায়ার এঞ্জিন প্ল্যাটফরম নির্মাণ; ৫,৫০,৮৫৩, টাকা; ১১,০১৭, টাকা। (৫) ক্যালকাটা ক্যানালস সাব-ডিভিশন অধীন সার্কুলার এবং নিউ কাট ক্যানালস-এর নেভিগেশন সিস্টেম পুনরুদ্ধার সম্পর্কে (ক) গজনভী ব্রিজ হইতে ভি আই পি ব্রিজ পর্যন্ত নিউ কাট ক্যানালের তীরের লাইনিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ; ৫,৬৫,৫৬০, টাকা; ১১,২১১, টাকা।
৩৪১৩(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৫৬)

"কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের সেণ্টিনারি বিল্ডিং-এ অডিটোরিয়াম—"কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ভেন্টিলেশন অব"-এর জন্য সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল নং ১ (পি ডব্লিউ ডি), ৬, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট (২য় তল), কলিকাতা-১ কর্তৃক সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্রের সীল-করা খামের উপর কাজের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। কাজ শেষ করার সময় দরপত্র গ্রাহ্য হওয়ার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে। দ্রব্যগুলির স্পেসিফিকেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র এবং ড্রইং উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে দেখা যাইবে এবং তথা হইতে উহার কপি পাওয়া যাইবে। অনুমতি লাভের জন্য ইচ্ছুক দরদাতাদিগকে অবশ্যই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার সমর্থনে প্রামাণিক কাগজপত্র সহ লিখিতভাবে সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল নং ১-এর নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। মালমশলা আমদানির জন্য কোন আমদানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে না। অঙ্কে ও কথায় দর উল্লেখ করিতে হইবে। নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করিলে বিক্রয় কর, ডেলিভারি চার্জ ইত্যাদি অতিরিক্ত দেওয়া হইবে না। হ্রাস বৃদ্ধির শর্তযুক্ত কোন দরপত্র গ্রাহ্য হইবে না। সফলকাম ফার্মকে যথাযথ সরকারী ফরমে ঠিকা সম্পাদন করিতে হইবে ও আবশ্যক জামিন জমা দিতে হইবে এবং ঠিকার ফরম ক্রয়ের সময়ে আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। দরপত্র ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন উহার পর প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন দরপত্র গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।
৩৪৫০(২) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৫৯)

চীফ এঞ্জিনীয়ার-২, পি এইচ এঞ্জিনীয়ারিং ডিরেক্টরেট, ১৮এ, ব্রেবোর্ণ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-১ কর্তৃক চন্দননগর জোন সিওয়ারেজ এর জন্য ৪৮" ব্যাস ও ৫৪" ব্যাস সিওয়ার লাইন পাতা ও ম্যানহোল চেম্বার নির্মাণের জন্য টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করার শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় পূর্বে প্রকাশিত মত অপরিবর্তিত থাকিবে।
৩৪১২(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৫৭)

## টেণ্ডার

নিম্নে বর্ণিতমত সেরিকালচার নার্সারিগুলির নিমিত্ত নিকৃষ্ট দ্রব্য যথা খড়, মাটি ইত্যাদি মুক্ত সম্পূর্ণ পচা গোবর সার সরবরাহের জন্য সুপারিনটেন্ডেন্ট অব সেরিকালচার, পোঃ অঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার (প্রত্যেক নার্সারির জন্য পৃথক পৃথকভাবে) আহ্বান করা যাইতেছে। নার্সারির সাইট পর্যন্ত ডেলিভারি খরচ সহ সমস্ত চার্জ ধরিয়া প্রতি ১০০ ঘনফুটের দর দিতে হইবে। গোবর সারের নমুনা এবং উপরোক্ত সুপারিনটেন্ডেন্টের অনুকূলে "রাজস্ব জমা" খাতে বায়না হিসাবে সরবরাহিতব্য মালের মোট মূল্যের ৫% ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার চালানসহ টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে। 'গোবর সার সরবরাহের জন্য টেণ্ডার' কথাগুলি উপরে লিখিত টেণ্ডার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বিকাল ৪টায় খোলা হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে প্রকৃত সরবরাহের পূর্বে একটি চুক্তির বণ্ড সম্পাদন করিতে হইবে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সরবরাহ লওয়া হইবে এবং অর্ডার ইস্যুর তারিখ হইতে ২০ দিনের মধ্যে সরবরাহ শেষ করিতে হইবে। মাপ এবং শূন্য হিসাবে ১২½% বাদ দেওয়ার পর টাকা দেওয়া হইবে। যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। নার্সারির নাম এবং সরবরাহের (শূন্য হিসাবে ১২½% বাদ দেওয়ার পর) আনুমানিক পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ— (১) বহরমপুর সেণ্ট্রাল নার্সারি, পোঃ অঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ (৫,০০০ ঘনফুট) (২) কলিথা সেণ্ট্রাল নার্সারি, পোঃ অঃ কলিথা, জেলা বীরভূম (৩,০০০ ঘনফুট) (৩) বিষ্ণুপুর সেরিকালচারাল নার্সারি, পোঃ অঃ বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া (৪,০০০ ঘনফুট) (৪) ডেবরা সেরিকালচারাল নার্সারি, পোঃ অঃ ডেবরা বাজার, জেলা মেদিনীপুর (২,৫০০ ঘনফুট) (৫) রানাঘাট সেরিকালচারাল নার্সারি, পোঃ অঃ রানাঘাট, জেলা নদীয়া (১,০০০ ঘনফুট) (৬) ভদ্রপুর মালবেরি গার্ডেন, পোঃ অঃ ভদ্রপুর, জেলা বীরভূম (১,০০০ ঘনফুট) (৭) কুমারপুর ক্র্যাফট নার্সারি, পোঃ অঃ কুমারপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ (৪,০০০ ঘনফুট) (৮) সেরিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বহরমপুর (৩,০০০ ঘনফুট)।
৩৪৩৪(৩) আইপিআর/এ/৭১
(৮৭৫৪)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, প্রেসিডেন্সি সার্কেল, পি ডব্লিউ ডি, ব্লক সি (২য় তল), নিউ সেক্রেটারিয়েট, কলিকাতা-১ কর্তৃক কলিকাতার ২৪, গোরাচাঁদ রোডে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে বহুতল বিশিষ্ট মেডিক্যাল ব্লক নির্মাণের জন্য (৪র্থ তল পর্যন্ত ফার্নিস না-করা কাজ সহ ৪র্থ তল পর্যন্ত স্ট্রাকচারাল কাজ ও অতিরিক্ত ৫ম তল নির্মাণ) রোড ও বিল্ডিং কাজের নিমিত্ত তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারগণের (পরিচয়পত্রাদি দেখাইয়া উপরোক্ত অফিসারের পূর্ব-অনুমতি লইয়া) নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)'তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ : ৯,৬০,০০০, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ১৯,২০০, টাকা (একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, সি ই কলেজ কনস্ট্রাকসন ডিভিসন-এর অনুকূলে জমা দিতে হইবে)। উক্ত অফিসারের অফিসে বিশদ বিবরণ দেখা যাইবে। টেণ্ডার ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-১৫টায় উহা খোলা হইবে।
৩৪৩৯(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৬৫)

### কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

স্কিম নং ৭-এম-তে উল্টাডাঙ্গা সিউয়েজ অ্যান্ড স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনে মোটর ও সরঞ্জামসহ পাম্পিং সেট সরবরাহ ও সংস্থাপনের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ১৪-৯-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে বায়না বাবদ ২০,০০০, টাকা অবশ্যই জমা দিতে হইবে। প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫, টাকা আদায় দিলে কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থিত ট্রাস্টের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্র সেই সকল ঠিকাদারকে ইস্যু করা হইবে যাঁহারা তাঁহাদের আর্থিক সংগতি এবং অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া আবেদন করিবেন এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চিফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন।

দুই প্রস্থে টেণ্ডার খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে কাজের নাম লিখিয়া ১৫-৯-৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ডি এন সি বনার্জি
(৭৮২৩) চেয়ারম্যান

## টেণ্ডার

### বোকারো স্টীল লিমিটেড
বোকারো স্টীল সিটি
স্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট

নং স্টো/এ/ডিসপোজ্যাল। স্ক্র্যাপ উড (কেবল ড্রাম এবং বোল্টিং ড্রাম সমেত) এবং অন্যান্য প্যাকিং দ্রব্যাদি আমাদের স্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট হইতে যেখানে যে অবস্থায় আছে নিয়মিতভাবে অপসারণের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

বোকারো স্টীল লিমিটেডের অনুকূলে এবং বোকারো স্টীল সিটিতে প্রদেয় রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার দ্বারা অথবা নগদে ১০, টাকা আদায় দিলে ১-৯-৭১ হইতে ১৫-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিনে চিফ অফ মেটিরিয়েলস, বোকারো স্টীল লিমিটেড, বি এস সিটি-এর অফিসে এবং বা পারচেজ অফিসার, বোকারো স্টীল লিমিটেড, ১ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০-এর অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

১৬-৯-১৯৭১ তারিখ বেলা ১০টা পর্যন্ত উক্ত ঠিকানায় চিফ অফ মেটিরিয়েলসের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং যে সকল ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের সমক্ষে অব্যবহিত পরে খোলা হইবে। কোনোও কারণ না দর্শাইয়া যে কোনো বা সকল টেণ্ডার বাতিল করিবার অধিকার চিফ অফ মেটিরিয়েলস কর্তৃক সংরক্ষিত। স্ক্র্যাপ উডের ক্ষেত্রে বায়না বাবদ ১০০, টাকা এবং প্যাকিং মেটিরিয়েলসের ক্ষেত্রে ৫০, টাকা জমা দিতে হইবে, নচেৎ টেণ্ডার বাতিল করা হইবে।
ডি এ ভি পি—৮৩৭(৬৮)৭১
(৮৫২৭)

২৪ পরগণা জেলার নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যানালস ডিভিঃ, আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডিরেক্টরেট, ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলি-১৬ কর্তৃক আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডিরেক্টরেটের ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/ঐরূপ কাজ সম্পাদনের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য আছে—বাহিরের এরূপ প্রকৃত ঠিকাদারগণের (দলিলগত প্রমাণপত্র দ্বারা যাথার্থ্য ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতে হইবে) নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীল করা পৃথক পৃথক টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। প্রত্যেক কাজ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত সময় : ৬ মাস। টেণ্ডার গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ : সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইস্টার্ন সার্কেল। ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টা পর্যন্ত (প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা মূল্যে) টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে। ১৯৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয় ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ—(১) মগরাহাট ও বারুইপুর থানায় ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে চেঃ ০০.০০ হইতে চেঃ ৪১০.০০ পর্যন্ত রীচ কে এর পি-তে সূর্যপুর ড্রেনেজ (ইনার) খাল খনন; ৩,৭৩,৬২০, টাকা; ৭৪৭২, টাকা। (২) বারুইপুর থানার ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে চেঃ ৪১০-০০ হইতে চেঃ ৫৮২-০০ পর্যন্ত রীচ পি কিউতে সূর্যপুর ড্রেনেজ (আউটার) খাল খনন; ২,৮৭৯৭৫, টাকা; ৫,৭৬০, টাকা। (৩) বারুইপুর থানায় ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে চেঃ ৫৮২.০০ হইতে চেঃ ৬৫৭.০০ পর্যন্ত সূর্যপুর লিংক চ্যানেল খনন; ৫,৮৫,২০০, টাকা; ১১,৭০৪, টাকা। (৪) জয়নগর থানায় ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে চেঃ ৬৫৭.০০ হইতে চেঃ ৭৩২.০০ পর্যন্ত সূর্যপুর লিংক চ্যানেল খনন; ৫.৮৫,২০০, টাকা; ১১,৭০৪, টাকা। (৫) জয়নগর থানায় ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে চেঃ ৭৩২.০০ হইতে চেঃ ৮০২.০০ পর্যন্ত সূর্যপুর লিংক চ্যানেল খনন; ৫,৮৫,২০০, টাকা; ১১,৭০৪, টাকা।
৩৪৪৭(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৬০)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, ১নং রোড কনস্ট্রাকশন সার্কেল, ভবানী ভবন, আলিপুর, কলি-২৭ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে হুগলী জেলায় কামারপুকুরস্থিত ডিপার্টমেণ্টাল স্ট্যাকইয়ার্ডে ২" হইতে ১½" সাইজের পাকুড় স্টোন মেটাল ও ¾" হইতে ½" সাইজের পাকুড় স্টোন চিপস (বাছাইকরা ও অনুমোদিত কোয়ালিটির) সরবরাহের জন্য টেণ্ডার খোলার তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যুর জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় পূর্বে বিজ্ঞাপিত মত অপরিবর্তিত থাকিবে।
৩৪৩৭(২) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৫৮)

## কলিকাতা কর্পোরেশন

### কলিকাতা কর্পোরেশন
টেণ্ডার নোটিস

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। দুই প্রস্থে প্রত্যেক টেণ্ডার অবশ্যই সীলকরা খামে ভরিয়া তদুপরি "......জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেণ্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

| কাজের নাম | অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ | জমা দেয় বায়নার পরিমাণ | টেণ্ডার ফরম সহ স্পেসিফিকেশনের মূল্য | টেণ্ডার খোলার তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১। সেলস-টাক্স অফিসের সামনে বেলেঘাটা রোডে স্টর্ম ড্রেন। | ২৫,০০০, টাকা | ৫০৩, টাকা | ১০, টাকা প্রতি প্রস্থ | ১৫-৯-৭১ |
| ২। ১৯৭২-৭৩ সালে ইলেকট্রোড সরবরাহ ও ডেলিভারী। | ২৫,০০০, টাকা (আনুমানিক) | ৪০০, টাকা | ১০, টাকা প্রতি প্রস্থ | ১৫-৯-৭১ |

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
১-৯-৭১
(৮৭৪৫)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

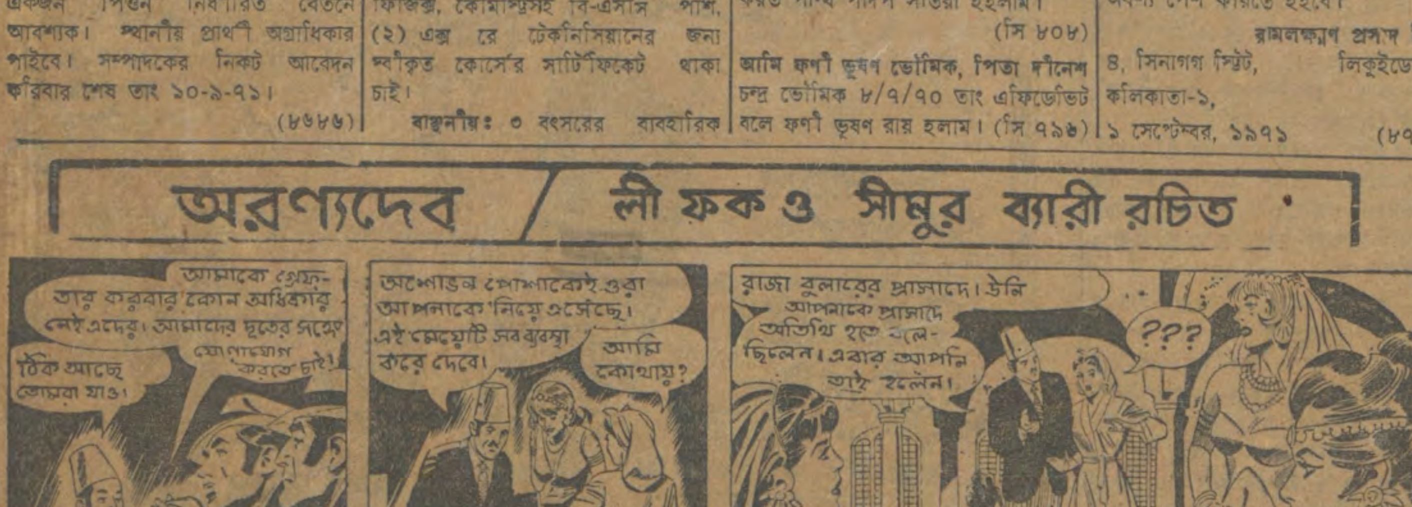

**... পিয়ার্সের পর্বতাভিযান—হিমালয়** ভ্রমণ পিয়ার্সের চারজন সদস্য আগামী শনিবার কুলোঙ্গা (১৬,৫০০ ফুট) ও কুমারি গিরিখাত (১২,৫০০ ফুট) অভিযানে যাত্রা করবেন। শ্রীসুধন কুমার বসু দলটির নেতা। অন্যান্য সদস্য সর্বশ্রী মিহির দাশগুপ্ত, ভোলানাথ বিশ্বাস ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

## বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

শুক্রবার, ৩ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা। স্থান : মহাজাতি সদন। অনুষ্ঠান সূচী : নজরুলগীতি : কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত : গীতা মৈত্র; যাত্রাভিনয় ॥ বিনয়-বাদল-দীনেশ; পরিবেশনায় : নাট্যভারতী।

## ডঃ এস কে ভট্টাচার্য

ডঃ এস কে ভট্টাচার্য গত জুন মাসে স্যানডোজ (ইন্ডিয়া) লিঃ-এর বোর্ডের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগ দেন ১৯৫৯ সনে শিক্ষানবীশ কার্যনির্বাহী হিসাবে। পর-বৎসর কলিকাতা অফিসে ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ডঃ ভট্টাচার্য প্রথম শ্রেণীতে এম এস-সি পাস করার পর দু'বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করেন।

## শুক্রবার সেনট জন অ্যামবুলেনস-এর পতাকা দিবস

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শুক্রবার ৩ সেপটেম্বর সেনট জন অ্যামবুলেনস ব্রিগেডএর পতাকা দিবস। অন্যান্য বারের মত এবারও সেনট জন অ্যামবুলেনস-এর স্বেচ্ছাসেবীগণ রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ করবেন এবং সেই সঙ্গে বিক্রয় হবে কারড ডিস্ক পাঁচ টাকা করে। তবে এবারের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচলিত পোষাকে অনেক জায়গায় দেখা যাবে না। তার বদলে সাদা পোষাকে হাতে সেনট জন অ্যামবুলেনস ও রেডক্রসের প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত ব্যাজ থাকবে। মঙ্গলবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে সেনট জন আমবুলেনস ব্রিগেড (ইন্ডিয়া) নং ২ (পশ্চিমবঙ্গ) জেলার কমিশনার মেজর শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ ওই কথা জানান।

## সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

**সংযুক্ত মহিলা সংসদ :** সাড়ে চারটায় তথ্য কেন্দ্রে বার্ষিক সাধারণ সভা, বক্তা—রাজ্যপাল পত্নী শ্রীমতী ডায়াস। **ইনডিয়ান চেম্বার অব কমার্স :** চারটায় ইনডিয়ান একসচেনজে (১০ তলা) প্রথম ত্রৈমাসিক সাধারণ সভা; সভাপতি—শ্রীসঞ্জয় সেন। **র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন :** সাড়ে চারটায় ভারত সভা হলে বাংলাদেশের সমর্থনে এবং শেখ মুজিবর রহমানের সামরিক আদালতে বিচারের প্রতিবাদে সভা, সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। **মেডিকেল কলেজ এক্স-রে রিক্রিয়েশন ক্লাব :** সাড়ে পাঁচটায় রঙমহলে 'অন্ধ বিহঙ্গ' নাট্যাভিনয়। **বিড়লা আকাদেমী :** সাড়ে ছটায় ১০৮-১০৯ সাদারন অ্যাভিনিউতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচেতনা সমিতির কৃষ্ণ সংকীর্তন ও চিত্র প্রদর্শন। **ভারতীয় জাদুঘর :** সাড়ে পাঁচটায় এলাহাবাদ জাদুঘরের ডিরেকটর ডঃ এস সি কলের বক্তৃতা। **শহীদ যতীশ স্মরণে :** সকাল সাড়ে সাতটায় বালি বিবেকানন্দ সেতুর সামনে স্মৃতি স্তম্ভের পাদদেশে ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সভাপতি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। **রামকৃষ্ণ মিশন (গোলপার্ক) :** সাড়ে ছটায় শিবানন্দ হলে ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখারজির 'শ্রীমদ্ভাগবতম' পাঠ ও বাংলায় ব্যাখ্যা। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ :** সাড়ে সাতটায় ৩৫, সতীশ মুখারজি রোডস্থ (কালীঘাট) শ্রীমঠে সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে ধর্মসভার বিশেষ অধিবেশন। **নিউ প্রভাস অপেরা :** সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'। **ইনসটিটিউট অব ইনজিনিয়ারস :** ছটায় ৮, গোখলে রোডে ডাঃ এ এন বসুর বক্তৃতা। **পঃ বঃ বেকার ইনজিনিয়ার (ডিপলোমা) সমিতি :** স্থগিত জেলা সম্মেলন ৫ সেপটেম্বর মালদায় অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে মালদা জেলার সম্পাদক শ্রীঅরুণ ধরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয় মঠে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আজ শুভাবির্ভাব-তিথি বাসর। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ কর্তৃক রাত্রি সাড়ে ৮টায় ভাষণ।

**আনন্দময়ী দরিদ্র ভাণ্ডার**—গত রবিবার খিদিরপুর আনন্দময়ী দরিদ্র ভাণ্ডারের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সংস্থার কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি—শ্রীমুকুলবিকাশ ঘোষ; সম্পাদক—শ্রীজীবেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সহসম্পাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, অমলকুমার রায়চৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরাখালরঞ্জন ঘোষ। এছাড়া আরও এগার জন কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

## গঙ্গায় বান নিয়ে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজ ৩ সেপটেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে ১০ সেপটেম্বর পর্যন্ত গঙ্গায় দৈনিক দুবার প্রচণ্ড বান আসবে বলে জল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করে বলা হয়েছে বানের সময় বা তারপর আধঘণ্টা যেন তাঁরা স্নানের ঘাটে বা জেটিতে না যান। ওই সময় দেশী নৌকোয় নদী পারাপারও বারন সারেং ও মাঝিরা যেন লনচ ও নৌকো তখন নিরাপদ জায়গায় রাখেন। বান সবচেয়ে ২২·৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে।

সময় হিসাবে বলা হয়েছে ৩ সেপটেম্বর সকাল ৮টা ৮ মিনিটে ও রাত্রি ৮টা ৪৭ মিনিটে, ৪ তারিখ সকাল ৯টা ১০ মিনিটে ও রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিটে, ৫ তারিখ সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে ও রাত্রি ১০টা ২০ মিনিটে, ৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ও রাত্রি ১১টা, ৭ তারিখ সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে ও রাত্রি ১১টা ৩৬ মিনিটে, ৮ তারিখ সকাল ১১টা ৫১ মিনিটে, ৯ তারিখ (ইংরাজি মতে অর্থাৎ রাত্রে) ১২টা ৯ মিনিটে ও বেলা ১২টা ২২ মিনিটে এবং ১০ তারিখ (ইংরাজি মতে) রাত ১২টা ৩৭ মিনিটে ও বেলা ১২টা ৪৭ মিনিটে বান আসতে পারে।

### তিনটি সংস্থার যুক্ত আহ্বান

ইনডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ারকিং জারনালিসটস, অফ ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এমপ্লয়িজ ফেডারেশন ও ফেডারেশন অব পি টি আই এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন জানান, তাঁদের যুক্ত আহ্বানে আগামী ৪ঠা থেকে ১০ সেপটেম্বর সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া মালিকানা বিরোধী সপ্তাহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পালন করা হবে।

## বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের অভিযোগ, দাবি

স্টাফ রিপোরটার

বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্ররা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ছাত্ররা গত ৩০ আগস্ট একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। এ ছাড়া চলতি সপ্তাহে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির তিন জন প্রতিনিধি রাজ্যপাল, স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেকটর এবং শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবি পেশ করবেন।

ছাত্রদের দাবিগুলির মধ্যে অ্যামবুলেনস, বৈদ্যুতিক জেনারেটর, ডিপ একস-রে মেশিন, প্রসূতি ও শিশু বিভাগের জন্য নতুন ভবন, বহির্বিভাগীয় রোগীদের জন্য প্রতীক্ষালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়া বি এম কলেজ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীদুলাল সাহা এক বিবৃতিতে জানান, ১৯৬১ সাল থেকে সরকার এই হাসপাতালের পরিচালনাভার গ্রহণ করলেও আজ পর্যন্ত সরকার তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এই আন্দোলনের পরেও যদি কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি মীমাংসায় তৎপর না হন, তবে ছাত্ররা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ও ও বি নীল জলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সবটুকুই পুরোপুরি মিশে যায়। সাদা কাপড়চোপড় একেবারে নিখুঁত ধবধবে হয়ে ওঠে। সবচেয়ে কম খরচে আপনার শার্ট, শাড়ি ও চাদর ঝলমলে সাদা ক'রে তুলতে হলে এই নীলই চাই! এতে নীলের দাগ হবে না বা হলদে ছোপ পড়বে না।

ও ও বি নীল তৈরী হয় পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় ভারতের সর্বাধুনিক ও বৃহত্তম আলট্রামেরিন ফ্যাক্টরিতে।

তৈরী করেন :
আলট্রামেরিন অ্যাণ্ড পিগমেন্টস লিমিটেড
অম্বাত্তুর, মাদ্রাজ-৫৩

UPL 6546

একমাত্র সেলিং এজেন্টঃ মেসার্স কেরভাইজ ট্রেডিং কোং
৩৮ কাওয়াসজী প্যাটেল স্ট্রীট
ফোর্ট, বম্বে—১

ডিস্ট্রিবিউটরঃ মেসার্স প্যারি অ্যাণ্ড কোং লিঃ
৩২ চৌরঙ্গী
কলিকাতা-১৬

এবার পুজায়

সর্বাধুনিক রেডিমেড পোষাকের সুন্দর আয়োজন! আসুন বেছে নিন আমাদের বাছাই করা ভাণ্ডার থেকে

ভি, রামচন্দ্র

জি-৮, নিউ মার্কেট, কলিকাতা
(শনি ও রবিবার পূর্ণ দিবস খোলা)



রিপোনে ক্রীম

সুরভিত ক্রীম

এ, সি, কেমিক্যালস্-এর তৈরী

(সি ৭৭৫)



ফরাসী দেশের দখিন হাওয়ার সুগন্ধ বয়ে এনেছে

ল্যাভেণ্ডার ডিউ!

অভিজাত সাবান, ট্যাল্‌ক আর ও-ডি-টয়লেট!

সবদিক দিয়েই অপূর্ব এই তিন অভিজাত ল্যাভেণ্ডার ডিউ প্রসাধন—কোমল ফেনায় ভরা ল্যাভেণ্ডার ডিউ সাবান, রেশমের মত মোলায়েম মিহি ট্যাল্‌ক পাউডার আর সুরভি-স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় ক্লান্তি-মুছে-নেওয়া ও-ডি-টয়লেট। তিনটি প্রসাধনই আপনার মন ভোলাবে! তিনটিই ব্যবহার ক'রে দেখুন। দূরদেশী ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের উচ্ছ্বসিত গন্ধে নিজেকে ঘিরে রচনা করুন এক মোহময় পরিবেশ। সাবানের দাম ২ টাকা ৫০ পয়সা, ট্যাল্‌ক ৩ টাকা ৭৫ পয়সা আর ল্যাভেণ্ডার ডিউ ও-ডি-টয়লেট ৯ টাকা ৫০ পয়সা। স্থানীয় কর আলাদা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CLD 5149



এইচ এম ভি রেকর্ড প্লেয়ার

কেনাই সুবিধা!

এইচ এম ভি ফিয়েস্টা

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রেকর্ড প্লেয়ার

মাত্র ৩০০ টাকা

(উৎপাদন শুল্ক সহ, স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

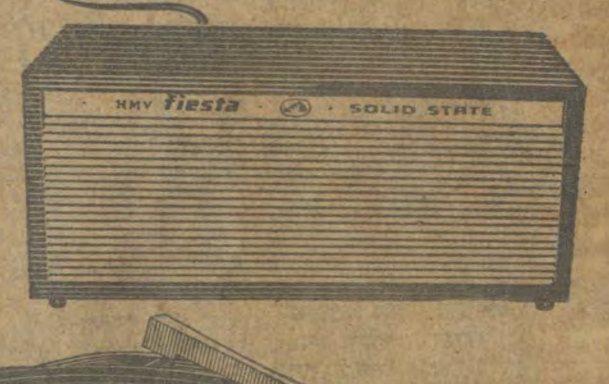


এইচ এম ভি ফিয়েস্টার এমন সুমিষ্ট স্বচ্ছ আওয়াজ যে শুনে আপনি মুগ্ধ হবেন। তার কারণ কি জানেন? এই রেকর্ড প্লেয়ারে আছে সলিড স্টেট অ্যাম্পলিফায়ার, খুব হাল্কা পিক-আপ আর্ম আর আছে আলাদা ক্যাবিনেটে একটি স্পীকার যা খুলে নিয়ে ইচ্ছেমত বসানো যায়। শুধু কি তাই! ফিয়েস্টা হচ্ছে পোর্টেবল—স্বচ্ছন্দে নিয়ে চলাফেরা করা যায়। এসি ও ব্যাটারী দুরকম মডেলই পাবেন।

এইচ এম ভি ক্যালিপ্সো

রেডিওর সঙ্গে লাগিয়ে বাজাবার রেকর্ড প্লেয়ার

মাত্র ১৭৫ টাকা

(উৎপাদন শুল্ক সহ, স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

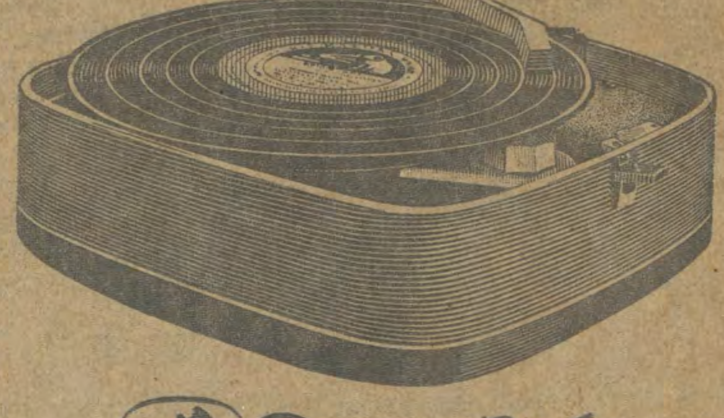

এইচ এম ভি ক্যালিপ্সোর প্লাগটি আপনার রেডিওতে লাগিয়ে দিন। ব্যস্‌, তাহলেই পেয়ে গেলেন রেডিওগ্রাম। হাল্কা পিক-আপ আর্মটি রেকর্ডের গায়ে ছোঁয়ালেই আপনার মনমাতানো সুরে বেজে উঠবে। এসি ও ব্যাটারী দুরকম মডেলই পাওয়া যায়।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস



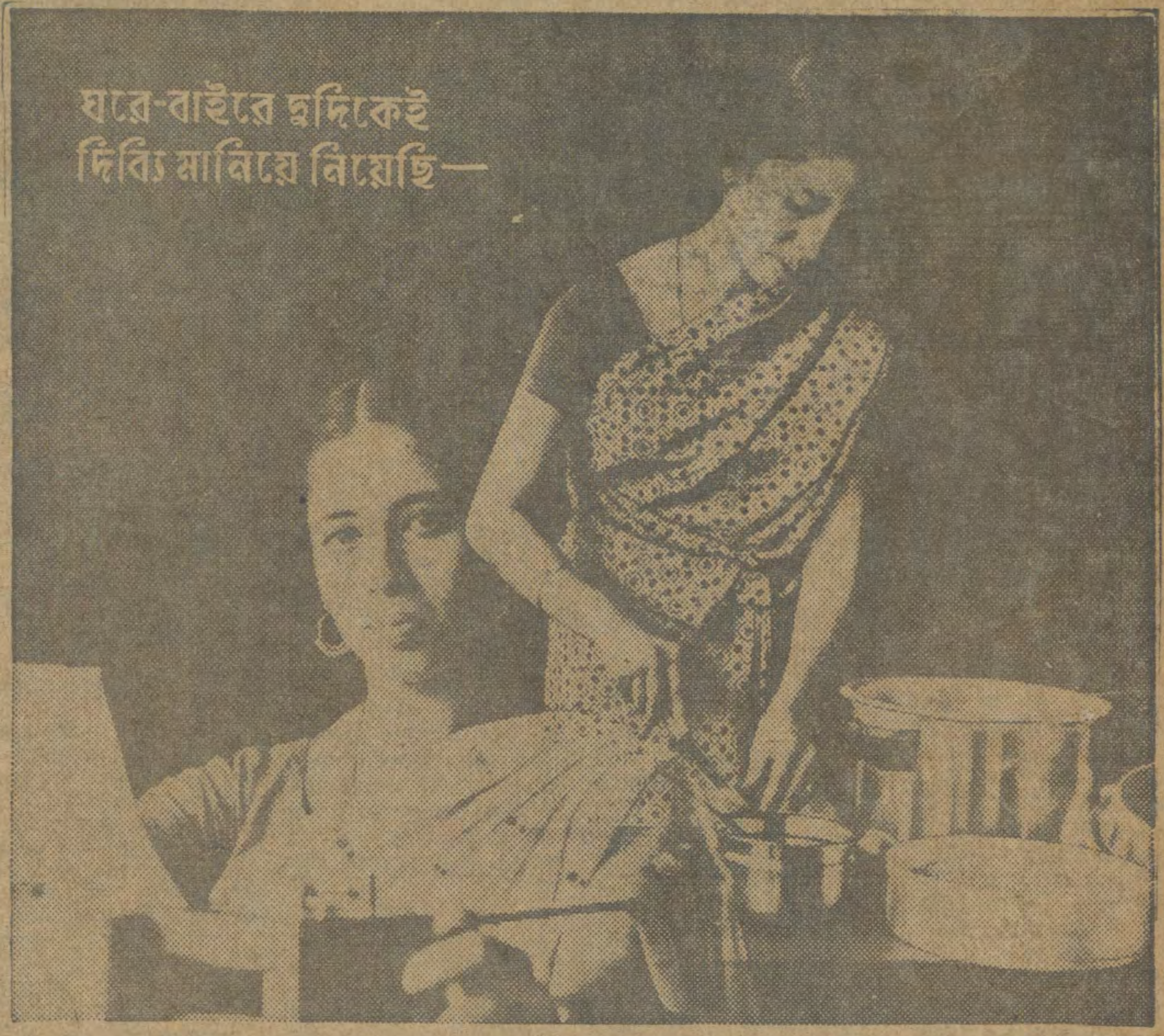


ভাগ্যিস্ প্রেস্টিজ রয়েছে, তাই

প্রেস্টিজ প্রেশার কুকার (বিদেশে রপ্তানীর সময়ে যার নাম প্রীত) আপনার মতো চাকুরে মেয়েদের কথা ভেবেই তৈরী—যাঁরা একাধারে চাকরিবাকরি আবার রান্নাবান্না ও ঘরকন্না সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে চান।

সময় বাঁচাতে হ'লে আপনার চাই প্রেস্টিজ (বা প্রীত)। এমনিতে রান্না সারতে যতটা সময় লাগে এতে তার সিকিভাগ সময়ে খাবার তৈরী হ'য়ে যায়, আর তা'ও একসঙ্গে রকমারি খাবার।

নিখুঁত কাজ পাবেন প্রেস্টিজ ও প্রীত ব্যবহার করলে। এতে জ্বালানি খরচ কমে, রান্নাঘরেও একগাদা বাসনপত্রের দরকার হয় না। প্রেস্টিজে বা প্রীতে রাঁধলে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে সবচেয়ে বেশী।

প্রেস্টিজ ও প্রীত কিনলে সারা জীবনের গ্যারান্টি। এছাড়া কেনার পর দেশের যেকোন জায়গায় সার্ভিসের এবং খুচরো অংশ পাবার সুযোগও পাওয়া যাবে।

একটা প্রেস্টিজ কিনে ফেলুন—একাধারে চাকরিবাকরি ও ঘর-সংসারের হাল ধরুন।

প্রেস্টিজ-প্রীত আপনার সেবায় সবসময় তৈরী।

• বিদেশে রপ্তানীর জন্য নাম—প্রীত।

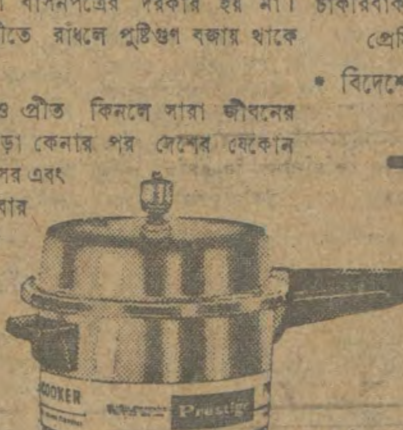


TTP 6173

টি টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর-১৬

পূর্বাঞ্চলের ডিস্ট্রিবিউটর : মেসার্স অ্যালায়েড ডিস্ট্রিবিউটরস
১৭, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
নিম্নঠিকানায় বিক্রয় ও সার্ভিসিং-এর ব্যবস্থা আছে :—

কলকাতা : মেসার্স অ্যালায়েড ডিস্ট্রিবিউটরস, ১৭, পোলক স্ট্রীট; মেসার্স বার্মাবিনো, গড়িয়াহাট রোড; মেসার্স ধর ব্রাদার্স, চাঁদনি চক; মেসার্স মডার্ন মিউজিয়ম, বিধান সরণি; মেসার্স নেপালশংকর, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। এলাহাবাদ : মেসার্স ইউনিভার্সাল ট্রেডার্স কমলা নেহরু রোড। আসানসোল : মেসার্স ঘান্টি ব্রাদার্স জি টি রোড। ভুবনেশ্বর : মেসার্স বার্মা জেনারেল স্টোর্স ওয়েস্টার্ন মার্কেট বিল্ডিং। ধানবাদ : মেসার্স বর্ধমান গোপটলাল অমবানি, রাঠোর ম্যানসন। দুর্গাপুর : মেসার্স বম্বে ভ্যারাইটি স্টোর্স, বেনাচিটি। গৌহাটি : মেসার্স এস জয়ন্তীলাল অ্যান্ড কোং, ফ্যান্সিবাজার· মেসার্স অ্যাসোসিয়েটেড এজেন্সিজ, ফ্যান্সিবাজার। গোরক্ষপুর : মেসার্স নিজয় এজেন্সিজ টাউনহল মার্কেট, মেসার্স গণেশীলাল রামনিবাস, স্টেশন রোড, গোলঘর। জামশেদপুর : মেসার্স কুলজন, হিন্দুস্তান বিল্ডিংস, বিষ্টুপুর। লখনৌ : মেসার্স মল্লিকস, হজরতগঞ্জ; মেসার্স কানাইয়ালাল প্রাগদাস, নাজিরাবাদ। পাটনা : মেসার্স ডি লাল অ্যান্ড সনস, ফ্রেজার রোড। রাঁচি : মেসার্স গুপ্ত স্টোর্স মেন রোড। রাউড়কেলা : মেসার্স ভ্যারাইটি স্টোর্স, মেন রোড। বারাণসী : মেসার্স গিরধরদাস অ্যান্ড সনস, বাঁশ ফাটক। শিলং : মেসার্স গ্রান্ড বাজার, পুলিস বাজার। বালেশ্বর : মেসার্স মনোহরলাল কানাইয়ালাল। বহরমপুর : মেসার্স বড়ুয়া আপ্পালানারাসায়য়া অ্যান্ড পার্টনার, অন্নপূর্ণা মার্কেট। চাস : মেসার্স বম্বে ভ্যারাইটি স্টোর্স, বাইপাস রোড। মুজফ্ফরপুর : মেসার্স ভারত গ্লাস কোং, সরাইয়াগঞ্জ।

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৭৮

**দিনের বাণী**

ভাবনা শক্তিকে আলিঙ্গন ক'রে লোকরাজির জন্ম দিয়েছে, আনন্দময় সত্তা আবার জন্ম দিয়েছে ভগবানকে। অসীম অনন্ত আপন গর্ভে অগণিত আনন্দধারা ধারণ করেছিল বলেই ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব সৃষ্টি হয়েছে। —শ্রীঅরবিন্দ

## প্রশাসন ও জনগণ

প্রধানমন্ত্রী আরও একবার আর্ত উত্তরবঙ্গ এবং বিপন্ন কলিকাতায় মোটামুটি তিন দিন কাটাইয়া ফিরিয়া গেলেন। তিনি কিছু দেখিয়াছেন স্বচক্ষে, কিছু শুনিয়াছেন স্বকর্ণে। যেখানে সময় কম সেখানে দেখার চেয়ে শোনার সুবিধাই বেশী, এবারের সফরও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মনে হয়, প্রধান কথা ছিল এই রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা। তাহার উন্নতি ঘটিয়াছে, না অবনতি? আমলাবর্গ গ্রাফের সাহায্যে নাকি তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, পরিস্থিতি কিছুটা ভালর দিকে। এই দাবি প্রধানমন্ত্রীকে কতটা আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছে জানি না, তবে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান দিয়া সাধারণ নাগরিকেরা এইটুকু বুঝিতে পারে যে, আজিকার পশ্চিম-বাংলার বিচার কী ঘটিতেছে এবং কয়টি, তাহা দিয়া হয় না। কী ঘটিতে পারে বলিয়া সর্বসাধারণের মনে যে অনিশ্চয়তা, অস্বস্তি ও আতঙ্ক তাহা দিয়াই এই রাজ্যের পরিস্থিতিটা পরখ করিতে হইবে।

যেমন, এক দিন খুনের সংখ্যা এক ডজন হইতে আধ ডজনে নামিয়া গেলেই রক্ষা পাইয়াছি বলিয়া নিশ্বাস ফেলা সাজে না। কেননা হলফ করিয়া কে বলিবে আগামীকালের খতিয়ান আবার দেড় ডজনে গিয়া ঠেকিবে না, সন্ত্রাসের রাজ চলিবে না বিশেষ বিশেষ এলাকায়, প্রহরের পর প্রহর জুড়িয়া? যেমন, আজ কোনও লাইনে নিয়মমতো গাড়ি চলিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় না যে, কালও সব ঠিকঠিক চলিবে। অস্তিত্বের নানাক্ষেত্রেই এই অসহায় মানসিকতা বিরাজমান, যাহা নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি।

প্রধানমন্ত্রী কিছু ফুল ও কিছু শাড়ি লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানকার সম্পর্কে তাঁহার যে ধারণা ও স্মৃতি তাহাও কি একই রকম মনোরম ও সমধুর হইবে? ইহা ঠিক তিনি এবার নিজে জনমতের নানা অংশ যাচাই করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। উচ্চপদস্থ অফিসারদের তো বটেই, যুবশক্তিকেও বলিয়াছেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া সঙ্কটের মোকাবিলা করিতে। আজ অবস্থা সেইখানে, যেখানে রাজনীতি বিলাসীদেরও রাজনীতির উপরে না উঠিলে চলিবে না। তাঁহারা উঠিতে পারিবেন কিংবা চাহিবেন কি? আবেদন-নিবেদনে, বৈঠকে-মজলিশে এযাবৎ বিশেষ ফল মেলে নাই। প্রধানমন্ত্রী বেপরোয়া রাজনীতি কাহারা করে তাহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু যাহারা করে, এবং প্রকাশ্যেই করে, তাহাদের সম্পর্কে করণীয়ের বাস্তব পন্থা কী? কোনও কাজ জাতীয়তাবিরোধী বলিয়া ফতোয়া জারি করিলেই সরকারের কর্তব্য ফুরায় না, অথচ এই আমলাশাসিত রাজ্যে বার বার তাহাই ঘটিতেছে। প্রতিকারের চেয়ে নিবারণ ভাল, এই সাধারণ কথাটাও যেন দায়িত্বশীল মহলে অনেকেরই জানা নাই, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রতিকারও ইহাদের সাধ্যে কুলায় না।

জনতার হিম্মত চাই, প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। চাই বইকি, সেই সঙ্গে প্রশাসনেরও কর্মঠ হওয়া চাই। নহিলে বাঁচিবার নূনতম শর্তগুলি বাঁচে না। আজ প্রধান কথা বাঁচা আর বাঁচানো, রাস্তা অনেক, কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে সেই অগ্রাধিকার তাড়াতাড়ি স্থির হইয়া যাক, দৃষ্টিস্পর্শগ্রাহ্য কিছু চোখে ভাসুক, তাহা হইলেই সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ও আশ্বাস খানিকটা ফিরিয়া আসিবে। জনসংখ্যায় এ দেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম শহরকে এই জনজীর্ণ নিরালোক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ফেলিয়া রাখা চলে না। জনতার মধ্য হইতেও উদ্যোগী হাত নিশ্চয়ই উঠিয়া আসিবে, যেমন আসিতেছেও, তবে একটা শর্ত, সরকারের দিক হইতেও একই সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ হস্ত প্রসারিত হওয়া চাই। এই দুইয়ে কিছুতে কেন যে মিলিতে পারিতেছে না! হিংস্র দেওয়াললিপির পাল্টা জবাব হিসাবে ট্রামের গায়ে নিষ্ফলা সদুক্তি লেপিয়া দিলেই কাজ হয় না।

প্রধানমন্ত্রী একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন যাহার মর্মার্থঃ এই বাংলার মাটি এখনও বন্ধ্যা হইয়া যায় নাই। নব নব সৃজন, নব নব রচনার ধারা আজও অব্যাহত। একটা ধ্বংসাত্মক প্রবণতার পাশাপাশি এই প্রবাহ যেন সমান্তর পথে বহিয়া চলিয়াছে। ইহারই মধ্যে এই রাজ্যের আত্মখণ্ডন, ইহারই মধ্যে আবার ইহার বিশিষ্টতা। এই বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কাজটা চারাগাছে সযত্নে জলসিঞ্চনের মতো। কিন্তু সেই হেম-ঝারি একা তো প্রশাসককুলের হাতে নাই, সমাজের যে অংশ সুস্থ, যে অংশ সাহসী, যে অংশ স্বচ্ছ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, ভাবনাশীল ও ভাবিত, সেই বিরাট এবং ইচ্ছুক ভাগকেও সঞ্জীবনী উদ্যোগে সহযোগী করিয়া তোলা চাই।

## রুগ্‌ণ কারখানার কাহিনী

দেশের, বিশেষ করিয়া এ রাজ্যের রুগ্‌ণ কারখানাগুলি লইয়া সরকার দেখিতেছি ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। তাহাদের লইয়া কী যে করিবেন তাঁহারা ভাবিয়া কূল পাইতেছেন না। প্রতিশ্রুতি অবশ্য কেন্দ্রও দিয়াছেন, রাজ্য সরকারও। তাহার মূল কথা হইল যেমন করিয়াই হউক বন্ধ কারখানাগুলির দরজা তাঁহারা খুলিয়া দিবেন। সেগুলি খোলা যে দরকার সে বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু কেমন করিয়া কাজটা করা যায় সে পথ এখনও খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এমন কী এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন, সংবিধান সংশোধন ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। তাহার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। সরকার সেগুলির মালিকানা নিজের হাতে লইতে চান।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং শ্রীমইনুল হক চৌধুরী যখন পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের জন্য যোলো দফা কর্মসূচী পেশ করেন তখন কিন্তু তাঁহারা বন্ধ কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাব করেন নাই। তাঁহারা সেগুলির সমস্যা মিটাইয়া চালু করার সিদ্ধান্তই ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার জন্য সংবিধান-সংশোধনের প্রশ্ন অবান্তর। সরকারের হাতে এখন যে ক্ষমতা আছে তাহাই প্রয়োগ করিয়া রুগ্‌ণ কারখানাগুলিকে আবার সুস্থ করিয়া তোলা যায়। তেমন ব্যবস্থাই মহারাষ্ট্রে হইয়াছে। সে রাজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গও এ সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

তবে রোগ নিরাময় করিতে গেলে আগে - দরকার রোগনির্ণয়। রোগ চিনিতে ভুল করিলে চিকিৎসক কোনও রোগই সারাইতে পারেন না। তা ছাড়া রোগ বহু রকমের। তাবৎ রোগী এক রোগে ভুগিতেছে, এমন হয় কি না সন্দেহ। রুগ্‌ণ কারখানাগুলি সব-কয়টি রোগাক্রান্ত বটে, রোগ কিন্তু সকলের এক নয়, রোগের কারণও বহু। কোথাও কারখানা বন্ধ হইয়াছে অপটু পরিচালনার ফলে। কোথাও-বা শ্রমিক-অশান্তির দরুন। কখনও পুরাতন যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ চালাইতে গিয়া পরিচালকমণ্ডলী ঠেকিয়াছেন, কোথাও তাঁহাদের কাল হইয়াছে বাজারে উন্নত বিকল্প দেখা দেওয়াতে। এক ঔষধ সকলকে খাওয়াইয়া যেমন রোগ সারানো যায় না, তেমনই একই ফর্মুলায় তাবৎ বন্ধ কারখানা খোলা অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তি দূর করা একান্ত দরকার। নহিলে সরকার ভরসা দিলেও শিল্পপতিরা নূতন মূলধন লগ্নী করিবেন না এবং তাহা না করিলে রুগ্‌ণ কারখানাগুলির রোগ সারানো অসম্ভব হইবে। সরকারী খরচাতে দুই-দশ দিনের জন্য কারখানা খোলা হয়তো যায়, কিন্তু তেমন করিয়া সে কারখানাকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে না। পরিচালকদেরও সচেতন হইতে হইবে, পুরাতনের মায়া কাটাইতে না পারিলে তাঁহারা পস্তাইবেন। তবে মালিক ও শ্রমিক মিলিয়া একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ যদি গড়িয়া তুলিতে না পারেন তাহা হইলে বিকল চাকা জোর করিয়া চালাইলেও আবার অচিরে অচল হইয়া পড়িবে।

## প্রেমিকের রীতিনীতি

প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনে যাইবেন। শান্তিক যাত্রা। নিমন্ত্রণ মিলিয়াছে। দিনক্ষণও মোটামুটি ধার্য। কথা ছিল প্রেসিডেন্ট আগামী বছরের প্রথম দিকে এই ঐতিহাসিক অভিযানে বাহির হইবেন। কিন্তু উৎসাহীরা নাকি পরামর্শ দিয়াছেন—শুভস্য শীঘ্রম্, অনর্থক কালহরণ সঙ্গত নহে। সুতরাং প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে। হোয়াইট হাউসে নাকি রীতিমতো ব্যস্ততা। সঙ্গে কে কে যাইবেন, কী কী যাইবে সে-সব ফর্দ তৈয়ারি হইতেছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজেও চুপচাপ বসিয়া নাই। তিনিও নাকি নিজেকে ভ্রমণোপযোগী করিয়া তোলায় ব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট চীন-সম্পর্কে পড়াশুনায় মন দিয়াছেন।

কোনও নূতন দেশে বেড়াইতে যাইবার আগে সাধারণ যাত্রীও সে দেশ সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়া থাকেন। প্রাক-ভ্রমণ অধ্যয়নও অনেকের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, নূতন পোশাক ইত্যাদি আর-পাঁচটা দরকারী জিনিসের মতো। কোথায় সস্তায় থাকা যাইবে, কোথায় কী দেখিবার আছে, পথে কী সমস্যা হইতে পারে, তাহার সহজ মীমাংসাই বা কী—ভ্রমণকারীর অনেক জ্ঞাতব্য। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অবশ্য হিচ-হাইক করিতে বাহির হইতেছেন না, সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে 'হাউ টু ট্রাভেল চায়না উইথ টু ডলারস'-জাতীয় কোনও গাইড-বই লইয়া উপুড় হইয়া পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর কী করিয়া বন্ধু লাভ এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে হয়—সে-বিষয়ক শাস্ত্রাদি তো ইতিমধ্যেই তাঁহার মুখস্থ। নিক্সন যে ডেল কার্নেগির সেরা ছাত্র সে-বিষয়ে সন্দেহ কী!

কথা এই, এত কাজের মধ্যে নিক্সন তবে কী পড়িতেছেন! রাষ্ট্রনেতারা সাধারণত লেখাপড়ার খুব একটা সময় এবং সুযোগ পান না। সে সব কাজ অনেক সময় সচিবদের উপরই ছাড়িয়া দিতে হয়। তবু অনেকে পড়েন, কেউ কেউ লেখেনও। গ্লাডস্টোন মনোযোগী পাঠক ছিলেন, ডিজরেলি মনোযোগী লেখক। চার্চিল একাধারে পাঠক এবং লেখক। য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতায় গান্ধীজী তাঁহার দীর্ঘ পাঠ্য-তালিকা পেশ করিয়াছেন। জওহরলাল এক যায়গায় লিখিয়াছেন তাঁহার ভাল লাগে বার্নার্ড শ'র নাটকের ভূমিকাগুলি! কেহ কেহ অবশ্য সানন্দে ঘোষণা করিয়াছেন—আমার প্রিয়তম লেখক আইয়ান ফ্লেমিং; কাহারও-বা-উডহাউস! নিক্সনের প্রিয় গ্রন্থকার কে আমরা জানি না; এটুকুই শুধু জানা গেল আপাতত তাঁহার প্রিয় পাঠ্য—চীন। সরলমনা পাঠক তাহার পরও হয়তো জানিতে চাহিতে পারেন —কোন্‌ চীন? অবশ্যই প্রেসিডেন্ট ইদানীং যাহাকে বলেন 'পিপলস রিপাবলিক অব চায়না' সেই চীন। প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রেসিডেন্ট নিক্সন সে-চীন বিষয়ে নূতন আর কী জানিতে চাহেন,—সবই নিশ্চয় তাঁহার জানা। হয়তো মুখস্থ। প্রেমিকের মন তবু মানিবে কেন? নিক্সন ইতিমধ্যেই চীনা খাবারের প্রতি তাঁহার দুর্বলতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন রাজকুমারীর টেবিলে ভিনদেশী রাজপুত্রের প্রতিকৃতির মতো এবার তাঁহার টেবিলে এডগার স্নো ব সলসব্যারির কেতাব দেখা গেলে নিশ্চয় সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না যে, চীন সত্যই তাঁহার ধ্যান। প্রেসিডেন্ট নিক্সন অতঃপর পাঠক হিসাবেও খ্যাতি লাভ করিবেন কি না জানি না, কিন্তু প্রেমিক হিসাবে তাঁহার আসন তর্কাতীত।

## যৎকিঞ্চিৎ

হাওড়া পৌর এলাকায় পানীয় জল-সরবরাহে যে নিদারুণ রকমের সংকট দেখা দিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সকালে যদি মাত্র দশ-পনরো মিনিট জল সরবরাহ হয়, আর দুপুরে কলে জল না আসে তাহা হইলে নাগরিকদের কী দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। জলসংকট কলিকাতাতেও বহুদিন হইল চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সে সংকট-মোচনের জন্য কার্যকর উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। হাওড়ার বর্তমান জল-সংকটের কারণ পৌরসভার একজন মুখপাত্রের মতে, শ্রীরামপুরস্থ প্রধান জলসরবরাহ কেন্দ্রের একটি পাইপ ফাটিয়া যাওয়া। সে পাইপ মেরামতের কাজ শীঘ্রই শেষ হইবে। তাহা হইলেই জল-সরবরাহ স্বাভাবিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। যেভাবে ইতিপূর্বে জল-সরবরাহ হইতেছিল পাইপ মেরামত হইলে হয়তো জল-সরবরাহের পরিমাণ সেইরূপ হইবে। কিন্তু তাহাই যে হাওড়া শহরের নাগরিকদের জলের চাহিদা পুরাপুরি মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই হাওড়া পৌরসভা যদি জল-সরবরাহব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগী হন তাহা হইলে নাগরিকরা সত্য-সত্যই উপকৃত হইবেন।

## পারিবারিক পেনসন পরিকল্পনা শিথিল না করার সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ২ সেপটেম্বর—পেনসন পরিকল্পনা সম্বন্ধে উদার নীতি গ্রহণের জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে অর্থ দফতর তা অগ্রাহ্য করেন।

এই দফতর মনে করেন যে, সম্পদ পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে অত বছর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে শিথিলতা দেখালে পরিকল্পনায় কর্মচারীদের পরিবারবর্গের জন্য যে উপকারের ব্যবস্থা আছে তা হ্রাস পাবে। —ইউ এন আই

## টিক্কা খাঁর জমানা শেষ

ঢাকা, ২ সেপটেম্বর—পূর্ববঙ্গের ভূতপূর্ব সামরিক প্রশাসক টিক্কা খাঁ রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে করাচি অভিমুখে আজ যাত্রা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অনুগামীদের শায়েস্তা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে সৈন্যবাহিনীর লোকদের তৎপরতা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে গত মারচ মাসে জেনারেল টিক্কা খাঁকে সেখানকার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। ডঃ আবদুল মোতালেব মালিক এখন তাঁর জায়গায় এসেছেন। প্রাদেশিক গভরনর হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে। —রয়টার

রাজ্য-রাজনীতি / বরুণ সেনগুপ্ত

# প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফর

মাত্র আড়াই দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন। সরকারী ঘোষণামত, তাঁর এবারের পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই প্রবলেম স্টেটের নানা সমস্যা নিজের চোখে দেখা এবং বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এ রাজ্যের পরিস্থিতিটা ব্যক্তিগতভাবে বোঝা।

এই উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে জানি না। এ যাত্রায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের কতটা দেখতে এবং বুঝতে পেরেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কারও পক্ষে তা বলাও সম্ভব নয়। একমাত্র তিনিই তা বলতে পারেন।

তবে, বাইরে থেকে অর্থাৎ তাঁর কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম দেখে সাধারণভাবে ধারণা হয় যে প্রধানমন্ত্রী তেমন কিছু বোঝবার বা দেখার সুযোগ পাননি। তাঁর কর্মসূচী কে বা কারা রচনা করেছিলেন জানি না। কিন্তু যেভাবে কর্মসূচী তৈরী করা হয়েছিল তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হয় কর্মসূচী প্রস্তুতকারকেরা বা প্রস্তুতকারী চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শুধু কয়েকশ মানুষকে দেখুন, তাঁদের দু একটা কথা শুনুন, কয়েক দিস্তা স্মারকপত্র বা মেমোর্যানডাম গ্রহণ করুন, কিছু ভাষণ দিন এবং অবশেষে দিল্লি ফিরে যান—না হয় তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, তিনি কাউকে দেখা মাত্রই তাঁর বক্তব্য বুঝে ফেলবেন এবং কোনও দিকে তাকানো মাত্রই দিব্যনেত্রে সব দেখতে পাবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাঁরা কথা বলতে গিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু অনেকেই সম্পূর্ণ অন্য ধারণা নিয়ে ফিরেছেন। তাঁরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান, বুঝতে চান এবং কথা বলতে চান; কিন্তু কর্মসূচীটা এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে সে সুযোগই তিনি পাননি। প্রোগ্রামের পিঠে প্রোগ্রাম! এক একটা গোষ্ঠীর জন্য পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করে সময়। একদল সামনে হাজির হয়ে কথা শুরু করার আগেই আর এক দলের ডাক। এক দল দু মিনিট বেশি সময় নিয়ে নিলেন তো আর এক দলের পাঁচ মিনিট তিন মিনিটে গিয়ে দাঁড়ায়।

*

কর্মসূচী প্রস্তুতকারকরা বলতে পারেন যত বেশি সম্ভব লোককে প্রধানমন্ত্রীর দর্শন লাভের এবং তাঁর সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ দানই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। তা যদি হয় তাহলে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচীর একটা বড় অংশ সম্পর্কে বলার তেমন কিছুই থাকে না। দলে দলে গিয়ে তাঁর সামনে হাজির হয়েছেন, তাঁর হাতে স্মারকপত্র দিয়েছেন এবং এক আধটা কথা বলে চলে এসেছেন। তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন কি হন নি তা অবশ্য আমি জানি না।

কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন থাকে। বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এবং বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের জন্যও সেই ব্যবস্থা করা হল কেন? এ'রা তো অনেকেই প্রধানমন্ত্রীকে সামনাসামনি দেখেছেন, এ'রা তো অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বহুবার কথা বলেছেন—এদের সঙ্গে পাঁচ বা দশ মিনিট সাক্ষাৎকারের যৌক্তিকতাটা কোথায়? যেমন ধরুন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের সঙ্গে সামান্য পাঁচ বা দশ মিনিটের সাক্ষাৎকারের সার্থকতা কি? অথবা ধরুন, বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। তাঁরা দশ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী আলোচনা করতে পারেন? অথবা শ্রী বি বি ঘোষ। পাঁচ বা সাত মিনিটে শিল্পোন্নয়ন নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কতটা আলোচনা করতে পারেন?

সবচেয়ে বিচিত্র হল রাজ্যের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা। চীফ সেকরেটারি দশ মিনিট। হোম সেকরেটারি পাঁচ মিনিট। কমিশনার অফ পুলিশ পাঁচ মিনিট। আই জি পুলিশ পাঁচ মিনিট। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন দফতরের পাঁচ সাতজন অফিসারের সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে পনেরো মিনিট। পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অ্যাডিশনাল হোম সেকরেটারি পাঁচ মিনিট। পাঠকের সুবিধার্থে আমি প্রধানমন্ত্রীর ছাপানো কর্মসূচীর এই অংশটা তুলে দিচ্ছিঃ বিকাল ২-৪৫ চীফ সেকরেটারি, ২-৫৫ হোম সেকরেটারি, ৩ আই জি, পুলিশ, ৩-৫ কমিশনার অফ পুলিশ, ৩-১০ বি আর গুপ্ত, ৩-১৫ কর্নেল লুথরা, ৩-২৫ এ কে রায়, ৩-৩০ উন্নয়ন বিষয়ে ছয়জন সেকরেটারি ও কমিশনার, ৩-৪৫ চিন্তাবিদরা, ৪ রাজ্যপাল, ৪-১৫ সাংবাদিক বৈঠক।

পাঁচ বা দশ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী কার সঙ্গে কতটুকু আলোচনা করতে পেরেছেন? তাঁরাই বা কতটা জানতে পেরেছেন? আর প্রধানমন্ত্রীই বা কতটুকু বলার সুযোগ পেয়েছেন?

*

পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত জটিল রাজ্য' তার সমস্যার অন্ত নেই। সমস্যাগুলি একটার সঙ্গে আর একটা বিভিন্নভাবে জড়িত। রাজ্যের গোটা পরিস্থিতিটাই অদ্ভুতভাবে জট পাকানো। এই জটের কোথায় কোন্‌ সুত্রে কীভাবে জড়িয়ে সেটা বোঝাও যেমন সহজ নয়, তেমনি এই জট ছাড়ানোও সময় এবং ধৈর্য সাপেক্ষ। এখানে চটপট সমস্যা বোঝাও কঠিন। হুটপাট কিছু করে ফেলাও অসম্ভব।

কেউ যদি ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু কেউ যদি স্রেফ মানুষের ক্ষমতা নিয়ে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই রাজ্যের সমস্যা দেখতে চান, বুঝতে চান, তাহলে তাঁকে এ রাজ্যের জন্য বেশ কিছু সময় দিতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বহু কাজ। গোটা দেশের নানা সমস্যা তাঁকে দেখতে হয়, ভাবতে হয়। "ভরসা করার মত" লোকও তাঁর আশপাশে তেমন নেই। বহু জিনিসই তাঁকে নিজে দেখতে হয়। দলের, রাষ্ট্রের ছোট-বড় নানা বিষয়ে তাঁর সম্মতি ছাড়া সিদ্ধান্ত হয় না। এইটাই এখনকার কর্মপদ্ধতি। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সব সময় ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু তার মধ্যেই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সময় বের করে নিতে হবে। কারণ, প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বহু সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তৃতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের উপরই বাংলাদেশ সমস্যার প্রধান বোঝা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তেই বাংলাদেশ সমস্যা সবচেয়ে প্রকট। চতুর্থত, পশ্চিমবঙ্গ ডুবলে গোটা পূর্বভারত ডুববে। এবং পঞ্চমত, পশ্চিমবঙ্গে এখন নানা বিদেশী শক্তির নানা খেলা অবিরাম চলছে।

প্রধানমন্ত্রী যদি এখনও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটা ভাসাভাসা দেখে ছেড়ে দেন, যদি তাঁর জন্য শুধু দেবী-দর্শন গোছের একটা সফরসূচী তৈরি করে তাঁর মূল্যবান সামান্য সময়টুকুও নষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে কাজের কাজ তেমন কিছুই হতে পারবে না। বিশেষ করে এই কারণে যে, এখন পশ্চিমবঙ্গের অনেক কিছুই প্রধানমন্ত্রীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তিনি যেভাবে দেখবেন এবং বুঝবেন পশ্চিমবঙ্গে বহু ব্যাপারেই এখন সেই রকম সিদ্ধান্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যেখানে আর সময় নষ্ট করলে ভবিষ্যতে কোনও দিন সে অপচয় মেক-আপ করা যাবে না।

## পূর্ব বাংলা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানই একমাত্র পথ

নয়াদিল্লি, ২ সেপটেম্বর—পশ্চিম জারমানির সংসদ এবং সরকার প্রেরিত ভারত সফররত প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ গুয়েনভার রিনসাচ আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বলেন তাঁর সরকার মনে করেন, পূর্ব বাংলা সমস্যার [illegible] পর পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

প্রতিনিধিদলটি সাংবাদিকদের বলেন শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাংলাদেশ সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব।

তাঁরা বলেন, তাঁদের সরকার শেখ মুজিবর রহমানের বিচার সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। কারণ, পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এই বিচারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রতিনিধিগণ বলেন, চ্যানসেলর ব্রানত পাকিস্তানের প্রেসিডেনটকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে পারে এমন কিছু কাজ যেন তিনি না করেন।

পশ্চিম জারমান সরকার মনে করেন, পূর্ব বাংলার একটি রাজনৈতিক সমাধান হওয়া উচিত। এবং সেই সমাধানটিকে শরণার্থী দেশে ফিরে যাবার পূর্ব শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

পূর্ব বাংলার ব্যাপারটিকে 'পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে পশ্চিম জারমান সরকার মনে করেন।

প্রতিনিদিল বলেন, ভারত সরকারও এই মনোভাবই পোষণ করেন। —ইউ এন আই

## অ্যালয় স্টিল প্ল্যানট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যানটের কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন রিফ্রাকটরি বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মীর 'বেআইনী' ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন দারুণ ব্যাহত হয়েছে এ জন্য স্টিল মেলটিং শপে গত ১৩ দিনে কোনও ইসপাত উৎপাদন হয়নি ফলে সকল উৎপাদনই ক্ষতিগ্রস্ত এ পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ ১·২ কোটি টাকা।

ধর্মঘটী কর্মীদের দাবি ঃ কর্মীদের পদোন্নতির জন্য ট্রেড টেসট প্রথা তুলে দেওয়া ও সুপারভাইজার পদে প্রমোশনের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধাও অপসারণ করা। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে প্রথম নিয়ম প্ল্যানটের শুরু থেকেই চালু হয়েছে এবং সকল ইসপাত কারখানায় এই নিয়ম রয়েছে। দ্বিতীয় নিয়মও কর্তৃপক্ষ একা এখন চালু করেন নি। যোগ্যতার সঙ্গে কর্তব্য পালনে ট্রেড টেসট প্রথা ও সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও দুটি আবেদনে কর্মীদের কাছে তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট প্রত্যাহারে রাজি হননি। ফলে প্ল্যানটের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

## ভাগীরথী-হুগলী নদী শাসনে ব্যাপক ব্যবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২ সেপটেম্বর—জাহাজী ও পরিবহণ মন্ত্রক ভাগীরথী-হুগলি নদী শাসনের জন্য বিশদে একটি প্রকল্প রিপোরট তৈরি করছেন। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সাহায্যে হুগলি নদী থেকে যে উপকার পাওয়া যাবে, তা পুরোপুরি আদায়ের জন্য ওই নদী শাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন। এজন্য ১০ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়বে। বিশদ প্রকল্প রিপোরট পাওয়ার আগেই কলকাতা পোরট কমিশনারকে অত্যাবশ্যক ও জরুরি কাজের জন্য ওই খাতে ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং কাজও এগিয়ে চলেছে।

## যুবক খুনের ব্যাপারে ২৪ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোরটার

মহেশতলা থানা এলাকায় দিলীপ সাহা নামে এক যুবকের খুনের ব্যাপারে পুলিশ বৃহস্পতিবার চব্বিশ জনকে গ্রেফতার করে।

প্রকাশ শ্রীসাহা ওই এলাকার একজন নব কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। বুধবার তিনি নিখোঁজ হন। পরে একটি জঙ্গলের মধ্যে বোমা ও পাইপ গানের গুলির আঘাতসহ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সহকর্মীরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে শোক মিছিল বের করলে মিছিলেও বোমা পড়ে। এতে মিছিলেরও বেশ কিছু লোক আহত হয়। জনৈক প্রাক্তন এম এল এর বাড়ির কাছে নাকি ওই ঘটনা ঘটে। এর পর পুলিশ যাদের গ্রেফতার করে তারা সি পি এম সমর্থক বলে প্রকাশ।

**চণ্ডীতলায় যুবক নিহত**

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চণ্ডীতলা এলাকায় পুলিশের গুলিতে এক যুবক নিহত হন। পুলিশ ওই সময় কয়েকজনকে গ্রেফতার করে।

## যাদবপুরে পুলিশের গুলি, একজন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার যাদবপুর থানার চণ্ডীতলায় পুলিশের গুলিতে একজন যুবক নিহত হন। আগের দিন, বুধবার বজবজেও দুজন খুন হন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে যাদবপুর থানার টালিগঞ্জ চণ্ডীতলায় পুলিশের গুলিতে শ্রীতপন মুখারজি (২৪) নিহত হন।

**বজবজে দুটি খুন**

নিহতদের একজন রামকৃষ্ণ সারদাপীঠের সম্পাদক শ্রীনিমাই প্রামাণিক—বয়স ৫০। অপর জন শ্রীসন্ন্যাসী কয়াল—বয়স ৩৫।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাত্রে শ্রী প্রামাণিক বজবজের রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠে একটি সভা করছিলেন। অতর্কিতে একদল যুবক তাঁকে পাইপগান দিয়ে আক্রমণ করে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। প্রকাশ, আক্রমণকারীরা জানলার ফাঁক দিয়ে পাইপগান চালায়। শ্রী প্রামাণিক ছিলেন এই অঞ্চলের একজন সুপরিচিত সমাজকর্মী।

ওই প্রায় একই সময় ঘটনাস্থলের অদূরে শ্রীসন্ন্যাসী কয়াল খুন হন। পুলিশের অনুমান, শ্রী প্রামাণিকের আক্রমণকারীদের হাতেই শ্রী কয়াল খুন হয়েছেন। শ্রী কয়াল একজন ফরওয়ারড ব্লক কর্মী বলে প্রকাশ।

**ছুরিকাহতের সিউড়ি হাসপাতালে মৃত্যু**

সিউড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, প্যাটেলনগর ব্লকের শ্রীঅনিল ঘোষ ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আসার পর বুধবার মারা যান।

**বিদ্যাসাগর কলেজ ডাকঘরে আগুন**

কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় কিশোর বুধবার বিদ্যাসাগর কলেজ ডাকঘরে আগুন দেয় এবং ছোরা দেখিয়ে ডাকঘরের ঘড়ি ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে পালায়।

**রামপুরহাট কলেজে বোমা**

এদিন রামপুরহাট কলেজে সি আর পি-র ওপর বোমা পড়লে কলেজ চৌকিদারের ছেলে আহত হয়।

## বন্যার্ত অঞ্চলের সরকারী কর্মীদের সাত দিনের 'বিশেষ ছুটি'

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা দুর্গত অঞ্চলে যাঁদের বাসাবাড়ি এবং যাঁদের পরিবারবর্গ প্লাবনের ফলে বিপন্ন, সেই সব কর্মচারীকে প্রয়োজনক্ষেত্রে সাত দিনের 'বিশেষ ছুটি' (স্পেশাল লিভ) দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ যাতে তাঁদের পরিবারবর্গের বিপন্নজনদের উদ্ধার, ত্রাণ ও সাহায্যে নিজেদের নিয়োগ করতে পারেন সেইজন্যই রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা করছেন। সম্ভবত আজ শুক্রবারই ওই 'বিশেষ ছুটি'র ব্যাপারে এক সারকুলার রাজ্য ও জেলার বিভাগীয় কর্তাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

আরও প্রকাশ যে মানবিক কারণে এই ছুটি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই 'বিশেষ ছুটি'র যাতে অপব্যবহার না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হবে। কোন অবস্থাতেই দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে ছুটি হচ্ছে সে ছুটির সঙ্গে ওই বিশেষ ছুটি একযোগে নেওয়া চলবে না। ২৪ সেপটেম্বরের মধ্যে যাতে ওই বিশেষ ছুটি শেষ হয় সেরকম উল্লেখ সম্ভবত ওই সারকুলারে থাকবে।

## শরণার্থী সেবায় রামকৃষ্ণ মিশনকে পশ্চিম জারমানির দান

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলাদেশের শরণার্থীদের মধ্যে সেবাকার্যের জন্য পশ্চিম জারমানির পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে পঁচিশ হাজার টাকার চেক ও একখানি ট্রাক দেওয়া হয়েছে।

বুধবার গোল পারকে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে পশ্চিম জারমানির কলকাতাস্থ অস্থায়ী কনসাল জেনারেল ডঃ কে এইচ কুহ্‌নার কাছ থেকে মিশনের স্বামী শুধসত্ত্বানন্দ এই দান গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনসটিটিউটের সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ ও পশ্চিম জারমান কনসাল শ্রী জি হ্যাবেলট উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম জারমানির এই অর্থসাহায্যে আসাম ও জলপাইগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিবিরের শরণার্থীদের মধ্যে বিলির জন্য পোশাক ও কম্বল কেনা হবে। ট্রাকটি আসামে ত্রাণসামগ্রী পরিবহণে ব্যবহৃত হবে।

## সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য ঃ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

### চাকরির নতুন পথ

অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যা দূর করতে হবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা নাকি ৩০ থেকে ৫০ লাখ। বণিকসভায় প্রদত্ত ভাষণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ব্যাপক শিল্পায়ন দ্বারা ১০ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের কথা বলেছিলেন এবং সেজন্য প্রায় ১২০০ কোটি টাকা লগ্নী করতে হবে। অর্থাৎ কল-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের জন্য মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা লগ্নীর প্রয়োজন।

এই পথে পা বাড়ালে এই রাজ্যের লোকেদের চেয়ে রাজ্যের বহিরাগতদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তা না হলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ব্যাহত হওয়ার ধুয়া তুলে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংঘর্ষ বাধিয়ে এই প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেবে। সি এম ডি এ-এর কর্তাব্যক্তি সম্প্রতি এক আলোচনাসভায় বলেছেন, এই রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থানের খুব বেশী সুযোগ নেই। বিশেষ করে শিক্ষিত ও দক্ষ লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

উপরোক্ত আলোচনাসভায় সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন হালদার এই রাজ্যে কায়িকশ্রমনির্ভর কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থায় এখনও কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পল্লীবাংলার কর্মসংস্থানের কয়েকটি পথের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) পশ্চিমবঙ্গে জলাশয় আছে ১৬ লক্ষ একর (নদী, খাল, নালা, সমুদ্র বাদে)। এগুলি চিরকাল অবহেলিত। ফলে এদের অবস্থা প্রায় হাজামজা। এগুলিকে উপযুক্তভাবে সংস্কার করে এগুলিতে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিবিড় চাষ-পদ্ধতিতে মাছের চাষ করা হলে ওই জলাশয়গুলির ওপর ভিত্তি করে ব্যাপক "মৎস্য চাষ-শিল্প" গড়ে তোলা যায়। এই শিল্প-ব্যবস্থায় প্রায় ১৬ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে। তা ছাড়া এর ফলে এই রাজ্যে বার্ষিক ১৬ লক্ষ টন মাছ উৎপন্ন হবে। ফলে রাজ্যের মৎস্য-সংকট সম্পূর্ণ মিটে যাবে।

এই ধরনের ব্যবস্থার আরও একটি সুফল এই যে, রাজ্যের সমস্ত ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কৃষি থেকে সরিয়ে লাভজনক বিকল্প ব্যবস্থায় পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে।

(২) রাজ্যের মধ্যে যত হাজামজা নদী, খাল বা অন্যান্য জলপথ আছে সেগুলিকে গভীর ও চওড়া করে খনন করে সেগুলির ব্যাপক সংস্কারের কাজ করতে হবে। এই রাজ্যের বন্যা নিরন্ত্রণের জন্য "মানসিং তদন্ত কমিটি" ও "রিপু দমন সিং কমিটি"— যে সব সুপারিশ করেছিলেন তাঁদের মূল বক্তব্যও এই রকম। এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে কৃষিসম্পদবিধ্বংসী তাণ্ডব দমন হবে; পল্লী-এলাকার বহু লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তা ছাড়া নদীগর্ভের মাটি দিয়ে নদী-খালের দু' পাড় ধরে রাস্তাঘাট তৈরি হলে যানবাহনভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠবে। —সুদনকুমার মিত্র, কলকাতা-৯।

### একই অঙ্গে

সেই বুধবার বিকেলে বাড়ি ফিরছি। অকুস্থল থানা নোয়াপাড়া, যেখানে নিত্যই বিপ্লবী জল্লাদদের তৎপরতায় কতো হাতের নোয়া খোয়া যায়। বিপ্লবের লাল একদিকে রক্তের লালে ভরিয়ে দেয় শান্তির সাদা দেহলি, অন্যদিকে লাল সিঁদুর মুছিয়ে জড়িয়ে দেয় বিধবার দেহে সাদা থান।

প্রদোষের প্রায়ান্ধকারে দেখি রাস্তার মোড়ে জটলা। দোকান, দুয়ার বন্ধ। আমাকে দেখে একদল ছেলে হাত উঁচু করে ইঙ্গিত করল সাইকেল থেকে নামতে। গা এমনিতেই ছমছম করে। হঠাৎ দেখি একটি ছেলে এক থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গোলাকৃতি কী বস্তু বার করে আমার দিকে আনছে। আমার আত্মা তখন দেহ ছেড়ে চলে গেছে। শুধু দেহটা আমাকে ছাড়তে বাকি। পাড়ায় ঘরে শ্বশুর-ভাসুর-গুরুজন "বৌমা" বলে কাউকে ডাকতে ভয় পান, পাছে বৌমা শব্দ বোমা বলে শোনায়। এহেন পরিস্থিতিতে সেই রহস্য ফাঁস হলো। ওমা এ যে বোমা নয়, দেখি মিষ্টি। ভারতীয় দল খেলায় জিতেছে। তাই পথে পথে গণমিঠাই। কী আবেগের বেগ! ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট। ভারত ছিল ক্রিকেট-পাখির দলে ঝিঁঝিঁ পোকা। তার উন্নতিতে বাংলার আনন্দ। আর আমার আনন্দ! তদবধি বাঁচতে পেরেছি বলে। —তিনকড়ি ভট্টাচার্য, ইছাপুর।

## শনিবার শিক্ষক অশিক্ষকদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, অশিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের অতিরিক্ত সরকারী মহার্ঘ ভাতা বন্ধের প্রতিবাদে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আগামী ৪ সেপটেম্বর, শনিবার মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ জানানো হবে। সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের কাছে এ সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপিও ওইদিন পেশ করা হবে। এর আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তাঁরা এক সমাবেশে যোগ দেবেন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিলা দেবী বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানিয়ে বলেন, এছাড়া 'শিক্ষা বাঁচাও অভিযান' আন্দোলন অনুযায়ী সমিতি আগামী ৩০ সেপটেম্বর শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দাবিতে রাজভবনের সামনে সকাল আটটা থেকে বার ঘণ্টার অবস্থান ধর্মঘট পালন করবেন। ওইদিন রাজ্যপালের কাছে একটি 'দাবি সনদ'ও পেশ করা হবে।

## মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ায় এক শ' জন নিহত

আগরতলা, ২ সেপটেম্বর—মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়েছে, গত সোমবার মহারাজগঞ্জ স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে ফেণী এবং চট্টগ্রামের মাঝে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ট্যাংক-বিধ্বংসী মাইনের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়। এই ট্রেন ধ্বংস হওয়ার ফলে একশ' যাত্রী নিহত হয়েছে। —ইউ এন আই

## নেপালে ভারতীয় নাগরিকদের বিমানের টিকিট ক্রয়ে বাধানিষেধ

কঠমানডু, ২ সেপটেম্বর—ভারতীয় নাগরিকরা অন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের টিকিট আগে নেপালে ভারতীয় টাকায় ক্রয় করতে পারত। এইভাবে টিকিট কেনা হলে ভারত সরকার বিমানের টিকিটের উপর যে সারট্যাকস ধার্য করেছেন তা আদায় করে সম্ভব হত না।

গতকাল নেপালের রিজারভ ব্যাংক এক আদেশে ভারতীয় নাগরিকদের কাছে আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের জন্য ভারতীয় টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রয়ের উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছেন।

## দুর্গাপুরে ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ, ৭ জন ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ২ সেপটেম্বর—কাল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-এর কোকওভেন শাখায় ডাকাতির চেষ্টা পুলিশের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আজ বেলা ১০টা নাগাদ একদল যুবক একটি গাড়ি করে ব্যাঙ্ক এর সামনে এসে নামে। তাদের মধ্যে তিনজন অফিসের মধ্যে ঢুকে যায়। পুলিশ পূর্বাহ্নে খবর পেয়ে সাদ পোষাকে ব্যাঙ্ক-এর ভেতর বাইরে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা রাখে।

পুলিশ এ সম্পর্কে সাতজনকে গ্রেফতার করে এবং গাড়িটি আটক করে বলে জানা যায়।

## অনশনে সুশীল ধাড়ার অবস্থা উদ্বেগজনক

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার অনশনের অষ্ট দিবসে বাংলা কংগ্রেসের (ধাড়াপন্থী) সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ধাড়ার অবস্থা আরও উদ্বেগজনক হয়ে পড়ে। তাঁর ২৮ পাউন্ড ওজন হ্রাস পেয়েছে। রাত্রে তাঁর ঘুম হয়নি।

বুধবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস (আদি) কমিটির সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শ্রী ধাড়াকে দেখে আসেন। তাঁরা শ্রী ধাড়াকে অবিলম্বে অনশন প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সর্বদলীয় ভিত্তিতে তাঁরা খুন ও হিংসার রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে চেষ্টা করবেন।

নাগরিক প্রতিরক্ষা কমিটির পক্ষে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী এবং শ্রীঅরুণ মিত্র শ্রী ধাড়ার নিকট লিখিত এক পত্রে অনশন প্রত্যাহার করে নেবার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তাঁর বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। আই এন টি ইউ সি নেত্রী প্রাক্তন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু বলেন, তাঁর দেহের ওজন এত হ্রাস পাওয়া উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁকে অনশন ত্যাগ করার পরামর্শ দেন।

এদিকে মেদিনীপুর থেকে যে শান্তি পদযাত্রীরা মঙ্গলবার যাত্রা করেছিলেন, বৃহস্পতিবার বেলা পাঁচটায় তাঁরা বাগনান এসে পৌঁছেছেন। বাঁকুড়া থেকে এবং নদীয়া জেলা থেকেও শান্তি পদযাত্রীরা কলকাতা যাত্রা করেছেন। তাঁরা আজ, শুক্রবার এবং শনিবার অনশন শিবিরে এসে পৌঁছবেন।

### ব্যাংক অব ইংল্যান্ড বাট্টার হার কমাল

লনডন, ২ সেপটেমবর—ব্যাংক অব ইংল্যানড বাট্টার হার এক শতাংশ কমিয়ে পাঁচ শতাংশ ধার্য করেছে।

—এ এফ পি

### তির্যক

সুন্দরবনের শাড়ি

## গোয়েন্দারিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

### আদি কংগ্রেস নেতারা অনশন করবেন

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

কংগ্রেস অফিসের সামনে তাঁদের একদল কর্মী শ্রীমতী মাইতির সমর্থনে বৃহস্পতিবার থেকে অনশন শুরু করেছেন।

পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ২৪ পরগণা জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি এবং ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) পক্ষ থেকে শ্রীমতী মাইতিকে আক্রমণের নিন্দা করা হয়।

**মেদিনীপুরে পালটা অনশন**

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদন) সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখার্জী এক বিবৃতিতে জানান যে, শ্রীমতী আভা মাইতির 'অযৌক্তিক অনশনের' এবং ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের অপপ্রচারের প্রতিবাদে মেদিনীপুর কংগ্রেস ভবনে মেদিনীপুর শহর ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের কর্মীরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার ছিল এই অনশনের তৃতীয় দিন।

**আর এক রকমের হিংসাত্মক কার্য**
**—সাদিক আলি**

বিশেষ সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ২ সেপটেমবর**—'অন্য দলের লোকেরা' মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস (আদি) কমিটির সদর দফতর 'বলপূর্বক দখল করে রাখায়' এবং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমতী আভা মাইতি সহ সদর দফতরে 'আইনসংগতভাবে বাসের অধিকারী এমন লোকদের' সেখান থেকে বহিষ্কৃত করায় আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসাদিক আলি তাঁর ভাষায় 'এই ঘটনার নিন্দা করেন।

তিনি এই ঘটনাকে আর এক রকমের 'হিংসাত্মক কার্য' বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, খাঁটি লোকদের এই ব্যাপারে নিন্দা করা উচিত।

শ্রীসাদিক আলি বলেন, ক্ষমতায় আসীন দল যদি আইন নিজের হাতে নেন এবং বিরোধী দলগুলির নেতাদের উপর বলপ্রয়োগ করেন তাহলে যে-কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। মেদিনীপুরে যে অন্যায় করা হয়েছে, শীঘ্রই তার প্রতিকার হবে বলে তিনি আশা করেন।

### আর এম এস মেলগারড, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের আন্দোলন

আর এম এস এমপলয়িজ ইউনিয়ন-এর (মেলগারড এনড ক্লাস ফোর) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আর এম এস মেলগারড ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা তাঁদের সমস্যার প্রতিকারের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেবেন। আগামী ১৩ সেপটেমবর কর্মচারীরা তাঁদের দাবি সনদ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন। দাবি সনদের প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোভাব যাচাই করার পর কর্মচারীরা অসহযোগ আন্দোলনের দিন ঘোষণা করবেন।

### কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের কলকাতা অফিসের ক্ষমতা

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

অভিযোগ সি-এম-ডি-এ কোটি টাকা খরচ করে সেই অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। শহরের আশপাশে বৃষ্টির জল জমে থাকে, তা কেন সরানো হচ্ছে না জনৈক রিপোরটার এইদিন শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ও শ্রী বি আর গুপ্তকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেন। উভয়ই বলেন, বিষয়টি তাঁরা দেখছেন।

সি-এম-ডি-এ তে যাতে আরও কর্মসংস্থান হয় সেদিকেও ওই সেল জোর দেবেন বলে জানা যায়।

**বিস্ফোরক নিয়ে সিদ্ধান্ত**

রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং ওড়িশার এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ীর যোগসাজসে পাঁশুমবঙ্গে বেআইনীভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি হচ্ছে তা বাতে বন্ধ হয় তার জন্যও ওই কেন্দ্রীয় সেল বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন বলেও জানা যায়।

এ সম্পর্কে এদিন মহাকরণে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে গতকাল আমরা এবিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ওই সব রাজ্য থেকে বে-আইনীভাবে আমদানিকৃত লক্ষাধিক টাকার বিস্ফোরক দ্রব্য কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। তিনি বলেন, এ বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সরাসরি উল্লিখিত রাজ্যে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

এদিন এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত জানান, সাধারণত গোয়ালিয়ার, কানপুর, ওড়িশার বহরমপুর এবং বিহারের জামসেদপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বেআইনীভাবে বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ছুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে এই কারবার চলে। এবং সেই কারণে অনেক চেষ্টা করেও প্রতিষ্ঠানের আসল মালিকের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

**কলকাতার উন্নয়ন কাজ দেখতে শ্রীচবন আসছেন**

বহুস্তর কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে সি-এম-ডি-এ সহ অন্যান্য সংস্থা এ পর্যন্ত কোন কোন কাজে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন তা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের মন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আগামী ছয় সেপটেমবর কলকাতায় আসছেন।

### মুজিবর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে চাননি

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

মুজিব ওই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

**ইসলামাবাদে এখন ক্ষমতার লড়াই চলছে**

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলরা এখন তিনটি দলে বিভক্ত। ইয়াহিয়ার দল; প্রাক্তন প্রেসিডেনট আয়ুবের দল আর তৃতীয়টি টিক্কা খাঁর দল। টিক্কা খাঁর সঙ্গে আছেন লেঃ জেঃ পীরজাদা, লেঃ জেঃ রাও ফরম্যান আলী। সম্প্রতি তিন জনকে বাংলা দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

**ডাঃ মালিক আজ কার্যভার গ্রহণ করবেন**

আজ, শুক্রবার অসামরিক গবর্নর হিসাবে চক্ষু চিকিৎসক, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ এ এম মালিক কার্যভার গ্রহণ করছেন। তাঁকে সহায়তা করবেন মারশাল ল' অ্যাডমিনিসট্রেটর লেঃ জেঃ নিয়াজি মিএা। ইনি ইয়াহিয়া গ্রুপের লোক।

**জগন্নাথীর নৈতিক পরাজয়**

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, ডাঃ এ এম মালিককে বাংলা দেশে অসামরিক প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করায় পাক জগন্নাথী নৈতিকভাবে সেখানে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আমেদ বৃহস্পতিবার মুজিবনগরে এই মন্তব্য করেন।

খোন্দকার আমেদ মন্তব্য করেন, এই ধরনের অসামরিক প্রশাসনের নাম করে জগন্নাথীচক্র বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে চাইছে

### কাসটমস হাউসের সামনে গণ-অবস্থান

স্টাফ রিপোরটার

বিভিন্ন দাবিতে কেন্দ্রীয় সীমা শুল্ক বিভাগের কর্মচারিগণ কাসটমস হাউসের সামনে গণ-অবস্থান শুরু করেছেন। গত ৩০ আগসট থেকে ওই অবস্থান শুরু হয়েছে। শেষ হবে ৪ সেপটেমবর। বহু পুরাতন দাবি-দাওয়া আদায় এবং সেই সঙ্গে তাঁদের দাবির প্রতি কর্তৃপক্ষের উপেক্ষার প্রতিবাদে এই অবস্থান বলে বৃহস্পতিবার কাসটমস মিনিসটারিয়াল অফিসারস

### পাকিস্তান নজরুলকে আবার ভাতা দিচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২ সেপটেমবর—আজ ইসলামাবাদে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, কবি নজরুল ইসলামকে নয়াদিল্লির পাক হাইকমিশন মারফতে মাসিক ভাতা দেওয়া আবার শুরু হয়েছে। —ইউ এন আই

### কাঁথি শহরে বন্যার জল কমছে

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

আমরা তো আশা করেছিলাম এটা সারপ্লাস সাবডিভিশান হবেই। অথচ সারাটা মহকুমা এখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, গত বছর এই সেপটেমবরেই ঘাটাল আরামবাগ খানাকুলে আমন ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেচের সুবিধা থাকাতে ভালো বোরো ধানের চাষ হতে পেরেছিল। কিন্তু কাঁথিতে সেচের কোন ব্যবস্থাই নেই, সারা মহকুমায় একমাত্র এগরায় একটি গভীর নলকূপ, কাজেই সব জমিই এক ফসলী। আমন ধান নষ্ট হলে কোন বিকল্পই নেই। তা ছাড়া কাঁথি মহকুমা একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল। ছোটখাটো কোন শিল্প এমনকি নির্ভরযোগ্য কোন কুটির শিল্প নেই।

**'ফলিডল দাও, খেয়ে মরি'**

কাল বিকেলে দুবদা রেসিন অঞ্চল ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম। বছর পঞ্চাশের একটি লোক আমাদের চমকে দিয়েছিল। সমুদ্রের মত উত্তাল তরঙ্গ, প্রচণ্ড স্রোতের টান, মাঝিরা আমাদের নৌকা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বেতাহাটের কাছে রিলিফের আশায় দুঃস্থ মানুষের ভিড়। সকলের দৃষ্টি নৌকার দিকে। যদি কাছে এগিয়ে আসে কিছু গম আটা নিয়ে। হঠাৎ কোমরে ছেঁড়া একটুকরো গামছা জড়ানো একটি লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাঁতরে এসে এ ডি এম শ্রীমণ্ডলের নৌকায় উঠে দু হাতে জাপটে ধরে সে কী কান্না, 'সাহেব রিলিফ চাই না। ফলিডল দাও খেয়ে মরি। বছর বছর বানে চাষ ভেসে গেল। আর ভিক্ষে করে রিলিফ খেয়ে বাঁচতে চাই না। বিষ দাও খেয়ে মরি।' লোকটিকে আর দেখা গেল না। ঢেউয়ের আঘাতে ও প্রচণ্ড স্রোতের টানে আমাদের নৌকা ভেসে চললো।

**কলকাতা-দীঘা বাস আজ থেকে চলবে**

আজ, শুক্রবার থেকে কলকাতা-দীঘা বাস চলাচল শুরু হচ্ছে বলে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

### পুলিশ ডাইরি সিল করার নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

রিপোরট এদিক-ওদিক না করতে পারেন তার জন্যই ওই নির্দেশ।

**শ্রীমালিক অসুস্থ, তদন্তে কিছু অনিশ্চয়তা**

কাশীপুর-বরানগরের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীবিধুভূষণ মালিক তদন্ত করবেন কিনা সে সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়।

বুধবার রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে ওই তদন্তের কী হল জনৈক সাংবাদিক তা জানতে চান। জবাব দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁর পাশে বসা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। শ্রীরায় বলেন, তদন্তের ব্যাপারে শ্রীমালিককে যে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন; ওই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। এরপর শ্রীমালিক কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যা হোক বৃহস্পতিবার দিল্লি ফিরে গিয়েই তিনি (শ্রীরায়) শ্রীমালিকের সঙ্গে আবার কথা বলবেন। তাঁকে যদি শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে। ওই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত হবে।

### স্কুল বোরড কর্মীদের ধর্মঘট মিটল

স্টাফ রিপোরটার

হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার স্কুল বোরড কর্মচারীদের যে লাগাতার ধর্মঘট চলছিল, শুক্রবার থেকে তা স্থগিত রাখার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই জেলাগুলির স্কুল বোরড কর্মচারী সমিতির যৌথ সভায় পুজোর আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন পাওয়ার অসুবিধার কথা চিন্তা করে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল বোরড অফিস কর্মচারী সমিতির পক্ষে হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীভাস্কর মান্না এক বিবৃতিতে জানান। ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের অনুরোধও বিবেচনা করা হয়।

আনন্দ রেকরড সাপলায়ারস অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক শ্রীনিশীথ চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে জানান।

## ইউ টি ইউ সি-র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন ইউ টি ইউ সি। বৃহস্পতিবার ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে শ্রীযতীন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থাকে লিখেছেন: আসুন আমরা অবিলম্বে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করি।

**যতীনবাবু তাঁর চিঠিতে বলেছেন: ঘন ঘন বন্ধ করতে করতে এই অস্ত্রের ধার কমে গিয়েছে, তাই বন্ধ করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চাই।**

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটা কর্মসূচী যতীনবাবু তাঁর চিঠিতেই বলেছেন। তাঁর প্রস্তাব, **যে-সব শিল্পাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী ১৪৪ ধারা রয়েছে এবং তার ফলে শ্রমিক আন্দোলনে ব্যাঘাত ঘটছে, সেখানে বহু শ্রমিককে নিয়ে গিয়ে তা ভাঙ্গা হোক। এবং সেই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার অভিযানে শীর্ষস্থানীয় সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নেতৃত্ব দিন।**

যতীনবাবু তাঁর চিঠিতে একথাও সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বনধের আগে আপনারা এইরকম একটা দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

### বারলিন চুক্তিতে সই স্থগিত

বারলিন, ২ সেপটেমবর—বারলিন সম্পর্কে চতুঃশক্তির চুক্তি আজ সই করা হবে না। এখানে সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আগামীকাল পর্যন্ত এই স্বাক্ষর-অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ দলিলটির জারমান অনুবাদ নিয়ে মতান্তর দেখা দিয়েছে।

২৩ পৃষ্ঠার চুক্তিপত্রটি অনুবাদ করার ব্যাপারে তিনটি পাশ্চাত্য দেশ, রাশিয়া ও দুই জারমানির প্রতিনিধিরা সারারাত কাজ করেন। কিন্তু কয়েকটি অনুচ্ছেদের শব্দের ব্যাপারে দুই জারমানির প্রতিনিধিরা একমত হননি। —এ এফ পি

## পঃ বঙ্গে এক কোটি বন্যা দুর্গত

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

অবস্থা। মুরশিদাবাদ জেলার বার শ' বর্গমাইল অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। নদীয়া জেলার করিমপুর ও তেহট্ট থানা দুটির বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়। ১৯৫৯ সালের তুলনায় এবারের বন্যা আরও ভয়াবহ। জেলার বেশিরভাগ নদীতে জল এখনও বাড়ছে। জগৎখালি বাঁধ তিন জায়গায় ভেঙে যাওয়ায় চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক অংশত জলের তলায় গিয়েছে।

**বীরভূমে তিনজন নিহত**

গত শুক্রবার থেকে প্রবল বৃষ্টির ফলে বীরভূম জেলার বেশির ভাগ নদী ক্ষতি হয়ে বন্যার সৃষ্টি করেছে। এই বন্যায় জেলার নানা স্থানে সাড়ে লক্ষের মত মানুষ দুর্গত হয়ে পড়েছেন। বোলপুর, নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ইলামবাজার, সিউড়ি, দুবরাজপুর, মহম্মদবাজার, ময়ূরেশ্বর, নলহাটি, রামপুরহাট ও মুরারই প্রভৃতি থানার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। জলবন্দীদের উদ্ধারের কাজে সামরিক বাহিনীর চারটি নৌকা নামানো হয়েছে।

সরকারী খবরে জানানো হয়েছে, তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে সতর হাজার কিউসেক বাড়তি জল ছাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের অন্য কয়েকটি বাঁধ থেকেও বাড়তি জল ছাড়া হয়।

বন্যায় বাড়ি ধসে পড়ায় তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। দশ হাজারের মত বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

**মালদহ ও মেদিনীপুরে জল কমছে**

মালদহ ও মেদিনীপুর জেলায় বন্যার জল কমছে। মালদহে মহানন্দা ও গঙ্গার জল নামছে। ইংলিশবাজারে মহানন্দার জল এখন বিপদসীমা থেকে এক ফুট নীচে। বৃহস্পতিবার সাঁকোপাড়া থেকে ট্রাকে করে ত্রাণসামগ্রী পাঠানো শুরু হয়েছে। সাঁকোপাড়া ফরাক্কা থেকে দশ মাইল দূরে। হুগলি ও হাওড়ার বন্যা পরিস্থিতি আগের মতই রয়েছে। বাঁধবারও ডি ভি সি-র দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে এক লক্ষ সাতচল্লিশ কিউসেক বাড়তি জল ছাড়ার ফলে এই দুটি জেলায় দুরবস্থা আরও বেড়ে যায়। পরে অবশ্য এই জল ছাড়ার পরিমাণ আঠারো হাজার কিউসেক কমিয়ে দেওয়া হয়।

**নদীয়ায় ত্রাণকার্যের অগ্রগতি**

নদীয়া জেলার হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, তেহট্ট, করিমপুর, শান্তিপুর, চাপড়া, নবদ্বীপ, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যায় প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। এখনও এখানকার বহু ঘর-ছাড়া মানুষ ত্রাণের অভাবে কাতর।

প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস সম্প্রতি ওই সব অঞ্চল পরিভ্রমণের পর সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণের দাবি জানিয়েছেন। নদীয়া জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুনীল মণ্ডল, ছাত্র পরিষদের জেলা আহ্বায়ক শ্রীকীর্তিক বিশ্বাস, যুব কংগ্রেসের আহ্বায়ক শ্রীশেখরলাল বসু জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে বন্যাত্রাণে গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

**কাটোয়া মহকুমায় জল বাড়ছে**

কাটোয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বুধবার থেকে অজয় গঙ্গা, বাবলা, খাড়ি প্রভৃতি নদীর জল আবার বাড়তে থাকায় নতুন নতুন এলাকায় বন্যা হয়েছে এবং ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে। বহু মাটির ঘর পড়ে গিয়েছে। তাতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। কাটোয়া ও দাঁইহাটে কতকগুলি দালানে ফাটল ধরেছে। কাটোয়া শহরের তিন-চতুর্থাংশ জলমগ্ন। ত্রাণব্যবস্থা অপ্রচুর। এস ডি ও মাত্র ৪০০ ত্রিপল পেয়েছেন।

**নবদ্বীপ শহরে এখনও জল**

নবদ্বীপ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গঙ্গার জল আবার বিপদসীমার উপরে উঠেছে। নবদ্বীপ শহরের প্রায় সমস্ত অঞ্চলই ডুবে আছে। নৌকাই যোগাযোগের একমাত্র উপায়। যাতায়াতের উপায় না থাকায় চিকিৎসকরা জরুরী রোগী দেখতেও যেতে পারছেন না।

**মালদহ শহরে দুর্গতি**

মালদহ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, শহরাঞ্চলে বন্যার জল কমতে শুরু করেছে। তবু শহরবাসীর দুর্গতির অন্ত নেই। মালঞ্চপল্লী, কৃষ্ণপল্লী এখনও 'পরিত্যক্ত' অঞ্চল। সেখানকার বি টি কলেজ হোসটেলের দোতলার ছাদটুকুই শুধু চোখে পড়ে। দুই অঞ্চলেরই এক-তলা দালান ও টালির বাড়িগুলির ছাদ এখনও জলের তলায় নিমজ্জিত।

রামকৃষ্ণপল্লী, সর্বমঙ্গলাপল্লীরও একই হাল। পল্লীগুলির একতলা ও দোতলার ছাদে তাঁবু পড়েছে। কোথাও বুকজল, কোথাও সাঁতার-জল। শহরের দোকানপাটের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র বাহন সামরিক স্পিডবোট ও দেশী নৌকো। সেই একখানি-দুখানি নৌকোর জন্যও বন্যার্তদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্রয়স্থলে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

**কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী বিপন্ন**

কালনা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বুধবার রাত্রে কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানা অন্তর্গত দশদয়ারী বাঁধ ভেঙে গেলে গঙ্গার জল প্রবলবেগে গ্রামাঞ্চলে ঢুকতে শুরু করে। এস ডি ও শ্রীনীতীশ মুখার্জি জানান যে, সমগ্র পূর্বস্থলী থানা এলাকা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। ওই থানা অন্তর্গত প্রায় ৮০।৯০টি গ্রাম ডুবে গিয়েছে। কালনা শহর থেকে ওই অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়কগুলির উপর দিয়ে প্রবল বেগে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। ট্রেন চলাচল ব্যাহত। হাজার হাজার জনবন্দী মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এস ডি ও শ্রী মুখার্জি জেলা শাসকের কাছে সামরিক বাহিনীর নৌকা ও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

এদিকে কালনা শহরেও গঙ্গার জল ঢুকে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। শহরের ৫।৬টি অঞ্চল জলের তলায়। নৌকা চলছে। বৃহস্পতিবার সকালে এক মহিলা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন। শহরের কয়েক সহস্র লোক আশ্রয় হারিয়েছেন।

**ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর ব্লক বিচ্ছিন্ন**

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থেকে শ্রীচন্দ্ররঞ্জন খাঁড়া জানান যে, ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর ব্লকের বহু গ্রাম ডি ভি সি-র জলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এ যাবত সরকারী সাহায্য খুবই অপ্রতুল। মাথা-পিছু সপ্তাহে ২ কেজি গম বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু তাও সকলে পায় না। গম ভাঙ্গা কলগুলি জলের নীচে চলে যাওয়ায় ওই গম ভাঙ্গানোও যায় না। এজন্য গমের পরিবর্তে আটা সরবরাহ করা উচিত।

## উদয়াপুরে ভিড়ের চাপে দশজন নিহত

**জয়পুর, ২ সেপটেমবর**—আজ সকালে উদয়পুরে স্কুটার কেনার নাম তালিকাভুক্ত করার একটি কেন্দ্রে ভিড়ের চাপে দশজন নিহত হন। আহত হয়েছেন চারজন। নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশের সাব-ইনসপেকটর আছেন।

নাম লেখাবার জন্য হাজার হাজার লোক ওই কেন্দ্রের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেকে আগের দিন থেকে সারা রাত ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। লাইন ঠিক রাখার জন্য পুলিশও মোতায়েন ছিল। কিন্তু পেছনের কিছু লোক লাইন ভেঙে ফেলেন এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর আই জি শ্রীসুলতান সিং বিমানে উদয়পুর গিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরকতউল্লা খান এই ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে ১০০০ টাকা করে সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

**মাদরাজে চারজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু**

**মাদরাজ, ২ সেপটেমবর**—আজ কুম্বকোনামের কাছে প্রখ্যাত স্বামীমালাই মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৪ জন স্ত্রীলোক মারা যান।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরকতউল্লা খান এই ৪ জন স্ত্রীলোক মারা যান। মন্দিরটি একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থিত। কুম্ভসংক্রান্তির সময় মন্দিরে কুম্ভ অভিষেকসহ উৎসব হচ্ছিল। এই উৎসবে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সমাগম হয়। —পি টি আই

## পলতায় জলপ্রকল্পের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরে জলবিভ্রাট

স্টাফ রিপোরটার

পলতায় কলকাতা পৌর সংস্থার নয়া জল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরে জলবিভ্রাট শুরু হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে নটায় প্রধানমন্ত্রী একটি জলের ফোয়ারা খুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়তি ছয় কোটি গ্যালনের এই প্রকল্প চালু করেন। ফোয়ারায় হয়ত আধ-দশ গ্যালন জল খরচ হয়; কিন্তু দেড় ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল, বাড়তি ছ' কোটি গ্যালন জল হাওয়া, এমন কি আগেকার দশ কোটি গ্যালন জলেরও হদিশ নেই।

জলবিভ্রাট চলে বিকালেও, বৃহস্পতিবারও। ব্যাপার কি জানতে চাইলে বৃহস্পতিবার রাত্রে পলতা বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের কথা, জল তো ঠিকই দেওয়া হচ্ছে! পৌর কাউনসিলার শ্রীঅশোক বসু (সি পি এম) অভিযোগ করলেন, নতুন প্রকল্পের সাইচ গিয়ারটিই নাকি পুড়ে গিয়েছে, এবং সে খবর গোপন রাখা হয়েছে।

জানতে চাইলাম পৌর কর্মিশনারের কাছে। তিনি সাইচ গিয়ার পুড়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন। তবে বলেন, পুরানো প্রকল্প আর নতুন প্রকল্পের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কাঁদিন কিছুটা জলের গোলমাল হচ্ছে, আরও কয়েকদিন হতে পারে।


## অতি গোপনীয়!

একমাত্র নতুন বিনাকা টপ এমন একটি গোপন সম

## অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূপম ফোন—৩৪-৪৩৯৭
১, ৪, ৭
শচীমার সংসার (২য় সপ্তাহ)

বিনোদিনী বাগুইআটি
১, ৪, ৭
লাল ভুলু

পূর্বাশা ৪৬-২০০২
১, ৪, ৭
লগন

নবীনা আপনিয়া ৪৬-৮০১১
প্রত্যহ ১২, ৩ ৬
গাওয়ার

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর—৩৪০
প্রত্যহ ১, ৪, ৭টা
দুনিয়া ক্যা জানে

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২
১২া ৩া, ৬া
পথে হল দেরী

অলকা ফোন—৬৭-২০১৫
১া, ৪া, ৭া
শচীমার সংসার (২য় সপ্তাহ)

নারায়ণী আপনিয়া
৫৬-৩৩০৮
১, ৪, ৭
জানে আনজানে

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১৯
১, ৩৮, ৬াটা
আপ আয়ে বাহার আয়ী

সুরশ্রী ৩৫-০৪৩৩
১২, ৩, ৬
শচীমার সংসার (২য় সপ্তাহ)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫৫
১২, ৩, ৬
শচীমার সংসার
(২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৩
১া, ৪া, ৭া
শচীমার সংসার

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮
১, ৪, ৭টায়
পুরস্কার

জয়া ৫৭-০৯৩৩ বাতাবি
১, ৪, ৭
দুনিয়া ক্যা জানে

জেম প্রত্যহ—১১-৩০ মিঃ
কাঁহি দিন কাঁহি রাত (রঙীন চিত্র)

মি ন র্ভা প্ল্যা নে টো রি য়া ম
আজ : নূতন সূচী
হিন্দি : বেলা ১২-৩০, ২-৪৫
ও বিকাল ৫-১৫টা
বাংলা : বেলা ১-৩০ ও ৪টা
ইংরাজি : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

আনন্দময় ৫ম সপ্তাহ!
অশোককুমার সুচিত্রা মৃত্যুঞ্জয়ের
অধিকার
জ্যোতি ● এবং অন্যত্র
(২, ৫-১৫ এবং ৮-৩০)
জ্যোতিতে সকাল শো-তে "হামেলো কা দেবতা" দেখুন

প্রভাত প্রত্যহ ২, ৫-১৫, ৮-৩০টা
কলিকাতায় শেষ প্রদর্শনী
রাজ - বৈজয়ন্তী - রাজেন্দ্র
সঙ্গম (রঙীন)

গভীর প্রণয়ে মিলন মধুর

শ্রী : পূরবী : ইন্দিরা
১২, ৩া, ৬া ১২, ৩, ৬, ৯ ৩ ৬ ৯
অশোকা (২য়) মানসী (৩য়) রমা (২য়)
গৌরী (২য়)

বিশ্বরূপা ফোন-৫৫-৩২৬২
শনি ও রবি ২া ও ৬টায়
শেষ অভিনয় আসন্ন
কোথায় পাবো তারে
নাটক ও নির্দেশনা /রাসবিহারী সরকার
জয়শ্রী, সবিতাব্রত, লতা ও কণিকা, দিলীপ

রূপায়ণে : অজিত, নীলিমা, সুব্রতা, গীতা, প্রেমাংশু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী, সুখেন, পঞ্চানন, দীপিকা, কল্পনা, কালিদাস, মেনকা, শৈলেন, করুণ, প্রিয়া, সুশীল, রিন্টু, বঙ্কিম ও সতীন্দ্র
দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু

রঙমহল ফোন: ৫৫-১৬১৯
কাল : ৬টা * পরশু : ২া ও ৬টায়
সহরের সেরা নাটক
উত্তরণ

নান্দীকার ॥ মঙ্গলবার ৬াটায়
অ্যাকাডেমী
অব ফাইন আর্টসে
শের আফগন
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ অ্যাকাডেমীতে টিকিট ১টা—৭টা ॥

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
কাল ৬ পরশু ২া ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় নাটকারের সন্ধানে
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫-৫৫১৮
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
কাল ৬টায় ● রবি ২া ও ৬টা
কাহিনী—সমরেশ বসু সুর—নচিকেতা ঘোষ
সওদাগর
ভূমিকালিপি পূর্ববৎ

শৃঙ্খল পরশু রবিবার ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল
শতাব্দী/বাদল সরকারের
সাগিনা মাহাতো
(গল্প : গৌরকিশোর ঘোষ)
টিকিট : দেবী পুস্তকালয় (হেদুয়া মোড়)

তরুণ মজুমদারের
কুহেলি
রাধা — পূর্ণ — প্রাচী
(২, ৫, ৮) (২া, ৫া, ৮া) (২, ৫, ৮)
রবীন্দ্র—তারকেশ্বর, শো-হাউস—বারুইপুরে, অনুরাধা — দুর্গাপুরে, রূপকথা — হাবড়া, শিবানী—বেগমপুরে, রূপছায়া—বেড়াচাঁপা, রাণাঘাট টকীজ, বাটা সিনেমা ও আমতলা টকীজ

তেলের রাণী
পারুল
দুটি তারা....
এসেন্সের রাজা
মাতোয়ারা
এন্. ব্যানার্জী (পারফিউমার্স)
কলিকাতা-২৯

উত্তেজনাপূর্ণ ৩য় সপ্তাহ!
মোহনকুমারের অনবদ্য প্রেম-গীতিকাব্য

অপেরা
[৩, ৬ ও ৮-৪৫]
পার্বতী ● বর্ণা ● পরামানিক (রানাঘাট)
গোধূলি জি. টি. সিনেমা
(আসানসোল) (জামশেদপুর)
এলফিনস্টোন (পাটনা)

বিশ্বরূপায় আজ সন্ধ্যা ৬টায়
নিউ প্রভাস অপেরার
রাহুমুক্ত রাশিয়া
রচনা ও পরিচালনা—রমেন লাহিড়ী
সুর—হেমাঙ্গ বিশ্বাস : আলো—অজাতশত্রু
টিকিট—৫, ৩, ২, ১,
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

মুক্তাঙ্গনে আরণিকে'র দুটি একাংক
আজ সাতটায়
মনোজ মিত্রের টাপুর টুপুর | শেখর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিধ্বনি
নির্দেশনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।
॥ হলে টিকিট ॥
(সি ৭২২)

রবিবার সকাল দশটা/রঙ্গনা
রা জ র ক্ত
থিয়েটার ওআর্কশপ/হলে টিকিট

মাত্র এক সপ্তাহের জন্য
রূপবাণী ১২া, ৩া, ৬া
জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার
ভারতী ১২া, ৩া, ৬া
রক্তদীপ
অরুণা ১২া, ৩া, ৬া
প্রতিবাদ

পূর্ণশ্রীতে সকাল ১০া
৫-৯-৭১
ভারতী পরিষদের উদ্যোগে
"শেষ উত্তর"-এর পরিবর্তে হইবে
রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত
ছেলে কার
হলে টিকিট
(সি ৫৪৩)

১৭শ জনপ্রিয় সপ্তাহ!
প্রমোদ চক্রবর্তীর
নয়া জমানা
ইস্টম্যানকালার
লোটাস (২া, ৫া, এবং ৮া) অন্যত্র।

নব সাজে নিউ এম্পায়ার
বেলা ১২, ৩, ৬ ও রাত্রি ৮াটায়
৫ম ও শেষ সপ্তাহ! (ইউ)
আদিম যুগের নরনারী ও হিংস্র প্রাণীর বিচিত্র জীবন কাহিনী।
"হোয়েন ডিনোসারস রুলড দি আর্থ"

CUT PIECE
কাটপিস, কাটপিস,
টেরিন টেরিকটন, কটন শার্ট ও প্যান্টের কাপড়, ফিনলের আম্পি, কোম্বিক, লংক্লথ
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬, লুকাস লেন, কলিকাতা-১ ● ফোন ৩৩-৮৭৪১
●
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(শিয়ালদহ), কলিকাতা

মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্ক
ছাপা শাড়ী
মাত্র ৪৩, টাকা
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬ লুকাস লেন
কলিকাতা—১ ● ফোন ৩৩-৮৭৪১
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
ও
(শিয়ালদহ), কলিকাতা

৪র্থ সপ্তাহ!
অজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে

মিনার-বিজলী-ছবিঘর
(প্রত্যহ ২া, ৫া, ৮া)
চিত্রা (আসানসোল) - অরোরা (মেদিনীপুর)
রম্যগীতি (উলুবেড়িয়া) - উত্তরা (কাটোয়া) অন্নপূর্ণা (সোনারপুর) বিচিত্রা (বোলপুর)

॥ সৃজন নিবেদিত ॥
॥শাশ্বতী বাঙলা॥
(নৃত্যনাট্যে বাঙলার সংস্কৃতি)
রবীন্দ্রসদন ৫ সেপ্টেম্বর
রবিবার সন্ধ্যা ৬া
সংগীত নির্দেশনা : সুপ্রেন্দু রায়
রবীন্দ্রসংগীত : বন্দনা সিংহ
রূপায়নে : সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখার্জী বনানী ঘোষ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, স্বপন গুপ্ত, নবীন চৌধুরী ও গীতশ্রী ছবি ব্যানার্জী
নৃত্যপরিকল্পনা : অসিত চট্টোপাধ্যায়
ভাষ্য : প্রদীপ, পার্থ, গৌরী ও চিন্ময়
জীবন ঘোষ
টিকিট : স্টাইলো মেলোডি ও রবীন্দ্র সদনে
(সি ৯৬১)

গান্ধর্বী
প্রযোজিত
তাসের দেশ
রবীন্দ্র সদন
৫ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ১০টা
টিকিট—১০, ৫, ৩, ২,
রবীন্দ্র সদন কাউন্টার ১১টা—৭টা
(সি ৯৬৬)

২য় অভিনন্দিত
সপ্তাহ!
● মনমাতানো পারিবারিক চিত্র ●

রক্সি রূপালী লবার্টি
৩, ৬, ৯ ২া, ৫া, ৮া ১২, ৩, ৬
অজন্তা • নীলা • শৈলশ্রী • চলচ্চিত্রম্ পূর্বাশা • প্রফুল্ল • জয়শ্রী • কাটিনী করোনেশন (রানীগঞ্জ) • বিহার (ঝরিয়া)
ও তৎসহ রবিবার সঃ ১০া রক্সি-তে প্রিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী
ইস্তেকাম

রঞ্জিতমল কাংকারিয়ার নিবেদন
NO MORE CURTAIN CALLS
লীলা
উত্তেজনাকর নৃত্যাড়ম্বর
আজ সন্ধ্যা ৬টায়
এবং
বিজয়দৃপ্ত ইউরোপ সফরের পর কাজবেব ও গোভা মাইকু
— কুচিপুড়ি নৃত্য —
আগামীকাল বেলা ১০-৩০টায়
কলা মন্দিরে
বাংলা দেশের সাহায্যার্থে

মেট্রো
প্রত্যহ ১২-৩০, ৩-৩০ ও ৬-৩০
এবং রবিবার সকাল ১০টায়
২য় রক্ত-হিমকারী সপ্তাহ!
সোনা তাদের পেতেই হবে...
অথবা লড়াই করে মরতে হবে!
চাক কোনর্স — ফ্রাঙ্ক উলফ অভিনীত
এম. জি. এম-এর
"কিল দেম অল অ্যান্ড কাম ব্যাক অ্যালোন" (এ)
সংশোধিত টেকনিকলর

৬ষ্ঠ আনন্দ সপ্তাহ!
অনাটি উপকরণে পরমোপভোগ্য

সোসাইটি ১২, ৩, ৬, ৮৫
বিভা - বিজয়া
রে (ধানবাদ) - জামশেদপুর টকীজ
স্টার (জামশেদপুর) - রতন (রাঁচী)
মিলনশ্রী - ফ্রেন্ডস দীপ্তি
(বিষ্ণুপুর) (ইম্ফল) (জলপাইগুড়ি)

খান্না প্রত্যহ ১া
৪া ও ৭াটায়
মর্মস্পর্শী - আশা পারেখ অভিনীত
আয়ে দিন বাহারকে
(ইস্টম্যান কলর) ● (নূতন প্রিন্ট)
সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

৯ম সং মালা সিনহা - রাজকুমার ও রাজেশ খান্না অভিনীত
অরবিন্দ সেনের অনবদ্য সৃষ্টি
মর্য্যাদা
ওরিয়েন্ট ১২া, ৩া, ৬া
মিলনী (বারুইপুর)

অমৃত মহলের
"মাসজীবী"
বিশ্বরূপা ৬ইসেপ্টেম্বর
সন্ধ্যা ৬টা
নির্দেশনা ও প্রধান চরিত্রে
তরুণকুমার
হলে টিকিট : ৩, ২, ১,
(সি ৯২৯/১)

প্রত্যহ ২-৩০, ৫ ও ৭-৩০টা

গ্রেস

রবীন্দ্র সদনে
৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
টিনের তলোয়ার
রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে
উৎপল দত্ত
১০টা থেকে ৭টা হলে টিকিট
ভারতের রেশ্ট সমিতি

গ্রেস আজ থেকে
বি. আর. চোপরার
"গুমরাহ"
অশোককুমার, সুনীল দত্ত,
মালা সিনহা শশীকলা
প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় প্রদর্শনী

বিশ্বরূপায়
৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
তরুণ অপেরার
আমি সুভাষ
হলে টিকিট—৫৫-৩২৬২

১২শ রেকর্ড সপ্তাহ
রাজেশ খান্না • তনুজা • সুজিৎ নাজ • মেহমুদ
হাতী মেরে সাথী
রাজেশ খান্না — তনুজা
রিগ্যাল — প্রিয়া
১১, ২া, ৫৮, ৯ ২, ৫া, ৮া
মিত্রা — সুচিত্রা
২, ৫া, ৮া (বেহালা)
জয়ন্তী (রিষড়া) ১২শ - কমল (মেটিয়াবুরুজ) - রিজেন্ট (পাটনা) ১১শ
লেখা (মজঃফরপুর) ৩ষ্ঠ - রামকৃষ্ণ (নৈহাটী) ৫ম - গীতাঞ্জলি (রানাঘাট) ৪র্থ
"ইস্তেকাম" প্রিয়াতে বেলা ১১-৩০টায়

জনবহুল ৫ম সপ্তাহ!
— শাশুড়ী-বউ-এর শুকসারী কথা —
বাসু মিত্রের
সাস ভি কভি বহু থী
মহানদেব বর্মণ
ইস্টম্যানকালার
জনতা ● মুনলাইট
(২া, ৫া, ৮া) (২া, ৫৮, ৯)
এবং অন্যান্য

ন্যু ইয়র্ক-এ
পাবেন সেরা সুন্দর
'লিবার্টি'
শার্ট, বুশ শার্ট
● পুজা পর্যন্ত শনি-রবিবার পুরো খোলা ●

NU YORK
DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LTD.
Liberty RETAIL CENTRE
HUMAYAN COURT
LINDSAY STREET, CALCUTTA-16
Progressive/NY-8/71


প্রতি মাসের ১৬ তারিখে
কেওড়াতলায় বৈদ্যুতিক
চুল্লি বন্ধ
স্টাফ রিপোর্টার

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লিটি প্রয়োজনীয় মেরামত ও তদারকির জন্য প্রতি মাসের ১৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের সচিব শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য জানান।

ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটি:

অন্নদা মুন্সী অঙ্কিত পিপারিচুয়াল আর্টের প্রদর্শনী, ইউসিস অডিটোরিয়াম, এস এন ব্যানার্জী রোড, ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা। প্রবেশ দক্ষিণা নেই।

(৪৮৬৯)


টেরিকটন
বুশশার্ট
মাত্র ২২, টাকা
টেরিন প্যান্ট—৪২,
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬, লুকাস লেন,
কলিকাতা—১ ● ফোন ৩৩-৮৭৪১
ও
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(শিয়ালদহ), কলিকাতা।

রবিতীর্থ নিবেদিত
রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ
রবীন্দ্র সদন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৬াটা
নৃত্যনাট্য রূপায়ণ : সুচিত্রা মিত্র
নৃত্য পরিচালনা : রামগোপাল ভট্টাচার্য
আবহসংগীত : দীনেশ চন্দ্র
সংগীত-পরিচালনা : সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরী
আলোকসম্পাত : কণিষ্ক সেন
মঞ্চ ও সাজসজ্জা : সুরেন চক্রবর্তী
WINDSOR
টিকিট : ২৫, ১০, রবীন্দ্র সদনে পাওয়া যাচ্ছে
উইন্ডসর ফিল্টার সিগারেট প্রস্তুতকারকদের সহযোগিতায়

আজ শুভ উদ্বোধন!
প্রেমা এক ভারতের অপরূপা মেয়ে—সুন্দর গা বরিয়া নিল আন-সুখ ছেড়ে!

হিন্দ — বসুশ্রী — নাজ — বীণা — পূর্ণশ্রী
(২, ৫, ৮) (২া, ৫া, ৮া) (১১া, ৩, ৬, ৯) (১২, ৩, ৬) (২া, ৫া, ৮া)
প্যারামাউন্ট — ভবানী — পি-সন — চিত্রপুরী — পুষ্পশ্রী
(২া, ৫া, ৮া) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৯) (১১া, ৩, ৬, ৯) (বেহালা)
কুইন ॥ কল্পনা ॥ পিকাডিলি ॥ মায়াপুরী ॥ নবরূপম ॥ জয়া ॥ সন্ধ্যা ॥ অতীন্দ্র
রজনী ॥ দীপক ॥ শ্রীদুর্গা ॥ চিত্রালয় ॥ রূপকথা (মালদা) ॥ বর্ধমান সিনেমা
বোম্বে সিনেমা
বিঃ দ্রঃ—রবিবার সকাল ১১টায় হিন্দ সিনেমায় অতিরিক্ত শো

কেউই জন্ম-অপরাধী নয়......সময় ও পরিবেশই কেবল মানুষকে এই তথাকথিত দুর্ভাগ্যে নিয়ে যেতে পারে......বর্তমান যুগের পটভূমিকায় শক্তি সামন্তের দারুণ ছবি, যা যৌবনকে মহিমান্বিত করেছে; আর সপরিবারে বার বার দেখবার ও মনে রাখবার এমন ছবি আর হয়নি।
● আজ সাড়ম্বর শুভমুক্তি ●
—ভীড় এড়াতে হলে অগ্রিম টিকিট কাটুন—
লীনা চন্দ্রাভরকর • সন্ধ্যা রায় • বিনোদ খান্না • শাম্মী কাপুর

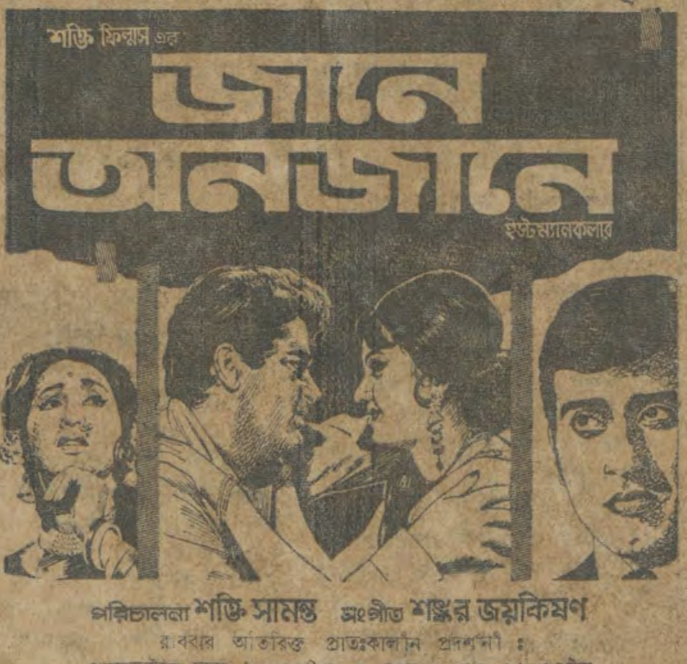


পরিচালনা শক্তি সামন্ত সংগীত শঙ্কর জয়কিষণ
রবিবার অতিরিক্ত প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী :
প্যারাডাইসে বেলা ১০-৩০টায় ও জেম-এ বেলা ১১-৩০টায়
প্রত্যহ ৪টি প্রদর্শনী : গণেশ (১২, ৩, ৬, ৮-৩০) ও আলেয়া (১০-৪৫, ২, ৫, ৮)
প্যারাডাইস — কৃষ্ণা — জেম — গণেশ — দর্পণা — মেনকা
৩, ৬, ৯ ২, ৫া, ৮া ২া, ৫া, ৮া ১২, ৩, ৬, ৮া ২, ৫, ৮ ২, ৫, ৮
ছায়া (২, ৫, ৮) — কালিকা (২া, ৫া, ৮া) — আলেয়া (১০৮, ২, ৫, ৮)
নিউ রয়াল (২া, ৫৮, ৮৮) — শুকতারা (১, ৪, ৭) — মৃণালিনী (১, ৪, ৭)
ইলোরা (২, ৫, ৮) — খাতুনমহল (৩, ৬, ৯) — নবভারত (২, ৫, ৮) — শান্তি (১, ৪, ৭)
শিবানী (১, ৪, ৭) — লিলুয়া সিনেমা (১১, ২, ৫) — নারায়ণী (১, ৪, ৭)
রিজেন্ট (২া, ৫া, ৮া) — ইন্দ্রধনু (২, ৫, ৮) — উদয়ন (১া, ৪া, ৭া)
জ্যোতি (১া, ৪া, ৭া) - রূপালী (১, ৪, ৭) - চম্পা (১, ৪া, ৭া) - শ্রীকৃষ্ণ (২, ৫া, ৮া)
নৈহাটী সিনেমা (১া, ৪া, ৭া) — শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া, ২, ৫, ৯) — রূপকথা (আসানসোল) — রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি) — বিহার (ঝরিয়া) — রিগ্যাল (জামশেদপুর)
মেঘদূত (বের্মো) — আলপনা (বোকারো) — সুরথ (কটক) — অপ্সরা (রাউরকেল্লা)
অশোকা (সম্বলপুর)।

জনাকীর্ণ ২য় সপ্তাহ!
ছেলে-মেয়ে
আত্মীয়পরিজন
সবাই-কে
নিয়ে দেখার
মতো ছবি!

এস. বি. ফিল্মস পরিবেশিত
সুরশ্রী ● রূপম ● রূপায়ণ
(১২, ৩, ৬) (১, ৪, ৭) (১া, ৪া, ৭া)
পদ্মশ্রী (২, ৪৮, ৭া, ২য়) • সুচিত্রা • নেত (২য়) • শ্যামাশ্রী (২য়) • মায়া (২য়)
অলকা (২য়) • বীণা (২য়) • শ্রীরামপুর টকীজ (২য়) • কৈরী (২য়) • কল্যাণী (২য়) • স্বপ্না (চন্দননগর) • মেঘদূত (২য়)

শেষ হাসিখুশী সপ্তাহ
উত্তম • সাবিত্রী • জয়া
ধনি মেয়ে
পরিচালনা • অরবিন্দ মুখার্জি
সঙ্গীত • নচিকেতা ঘোষ
উত্তরা ১২, ৩ ৬টা উজ্জ্বলা ২৮ ৫৮, ৮া
ভবানী (কোচবিহার)

স্টক ক্লিয়ারিং
সেলে একটি
সোফা-কাম-বেড
কিনুন
এবং ২৫% বাঁচান
পাখা, রেডিও, স্টীল আলমারি, সোফা - কাম - বেড প্রভৃতিতে কোম্পানির মূল্যের উপর ২৫% রিডাকশন
কেবলমাত্র যতদিন পর্যন্ত স্টক থাকিবে
ফোন করুন:
২২-৫৬১২, ২২-০৩৬১
Bharat Radio
পি-৩৬, রাধাবাজার স্ট্রীট
(৪র্থ তল), কলিকাতা-১

নবীন সঙ্গিনী
প্রকাশিত হয়েছে
শারদীয়া
সবাই বলছে এ বছরের সেরা শারদীয়া। প্রায় দুডজন রঙীন আলোকচিত্র সহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে হিটলার এবং তার সাঙ্গাতদের নাৎসী বন্দী শিবিরে পৈশাচিক নারী নির্যাতনের ভয়ংকর কাহিনী পড়ুন। ৭খানি রঙীন ফটোপ্লেট এবং ৭ খানি স্কেচসহ মূল্যবান প্রবন্ধ 'প্রসব কালে কখন ফরসেপ ব্যবহার করতে হয়'। এমনি ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ পঁচিশটিরও অধিক সচিত্র যৌন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং দেড়শরও অধিক মনের মত বিরল ছবি। সেই সঙ্গে দুর্বার আকর্ষণ
সমরেশ বসুর
দুরন্ত একখানি তাজা উপন্যাস। বাকী তিনটি উপন্যাস, দুটি বড় গল্প লিখেছেন— সন্তোষকুমার ঘোষ, অবধূত, সুধীরঞ্জন মুখোঃ, নটরাজন এবং চোমং লামা।
প্রত্যেক দম্পতির সংগ্রহ করবার মত একখানি মন-পসন্দ শারদ অর্ঘ্য।
মূল্য ৪·৫০ পয়সা
৪৩৭/বি, রবীন্দ্র সরণী। কলি-৫
(সি ৯৪৫)

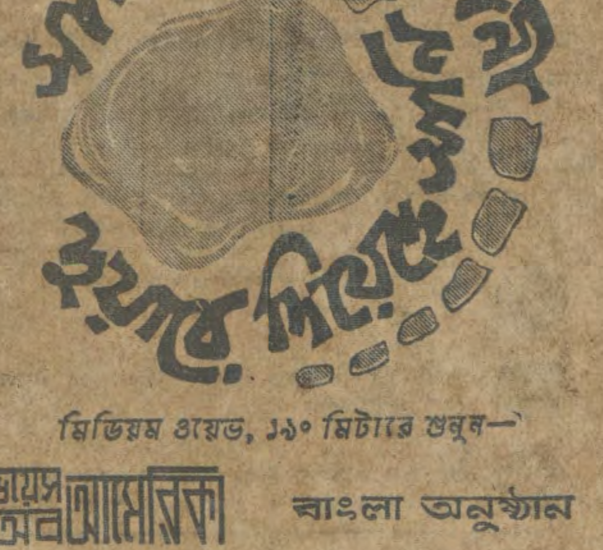


মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—
ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান
প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

| শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড | কিলোসাইকলস |
|---|---|
| ১৯, ২৫ ও ৩১ | ১৫১৩৫, ১১৭৩০ |
| মিডিয়াম-ওয়েভ | ১১৮৭৫ ও ৯৬৪০ |
| ১৯০ মীটার | ১৫৮০ |

## পাকিস্তানে সংবাদপত্রের উপর নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে।

### বাধানিষেধ প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর— প্যাকিস্তানে সংবাদপত্রের উপর বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। রাওয়ালপিনডির একজন সরকারী মুখপাত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে এই খবর দেয় পাক বেতার। —ইউ এন আই


## দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

"বিজ্ঞপ্তি"

সানন্দে জানাইতেছি যে, বহু বাধাবিপত্তি কাটাইয়া দৈনিক বসুমতী আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর, ৭১ আবার প্রকাশিত হইতেছে।

বসুমতীর গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলের কাছে শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি।

পূর্বের ন্যায় তাঁহাদের সহানুভূতি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে আশা করি।

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে
ডাঃ ভূপালচন্দ্র বোস
চেয়ারম্যান

(৮৮৩৫৫)



# কেটে গেছে! চটপট বার্নল লাগান

শীতল আরামদায়ক ওষুধ

শীতল আরামদায়ক বার্নল—পোড়া, কাটা, ছড়া, ফোড়া, ঘা,—এ সবকিছুরই চমৎকার ওষুধ। এ যেমন চট্ করে সারিয়ে তোলে, তেমনি সংক্রমণকে দূরে হটিয়ে রাখে। বার্নলে জ্বালা করে না,—ঠাণ্ডা করে···আরাম দেয়··· স্বাভাবিক ভাবে নতুন চামড়া গজাতে সাহায্য করে।

**বার্নল বিশ্বস্ত ভাবে অসংখ্য পরিবারের সেবা করে আসছে ৪০ বছরেরও ওপর**

বুটস্ পিওর ড্রাগ কোঃ (ইণ্ডিয়া) লিঃ



# মানুষ

## শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল

বাংলা ভাষায় এ ধরনের পত্রিকা একটিও নেই।

**উপন্যাস :** আশাপূর্ণা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু ও ক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায় (রহস্য)। **গল্প :** সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, অমরেন্দ্র দাস ও অজয় দাশগুপ্ত।

**বিচিত্র স্বাদের প্রবন্ধ :** ভারতের প্রাণী প্রজাতি (লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সচিত্র ইতিহাস) প্রণবকুমার লাল্য ॥ তাসের বোর্ড থেকে রেসের মাঠ (পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জুয়া এবং জুয়াড়ীদের রীতি প্রকৃতি) পাঁচু দে ॥ হিপিদের কাছাকাছি (হিপিদের চাঞ্চল্যকর কাহিনী) রঞ্জন মজুমদার ॥ বিচিত্র পৃথিবী বিচিত্র মানুষ (আদিম উপজাতিদের রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রা) বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ॥ আমার সবই মনে আছে (জাতিস্মরদের বিস্ময়কর স্মৃতিকথা) বি গুপ্ত ॥ ওদের ঘর-সংসার (পশুপাখিদের সচিত্র জীবনকথা) মনোজ দাশ ॥

এ ছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ লিখছেন : অহিভূষণ মালিক, প্রলয় সেন, মসউদ আর রহমান, অধীররঞ্জন দে, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সত্যেন সেন প্রভৃতি।

আমার মতে আমার গল্পের চিত্ররূপ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গ্রীণরুমের পেছনে অত্যাশ্চর্য রোমান্স—বিধায়ক ভট্টাচার্য

**সিনেমা থিয়েটার বিষয়ক রচনা :** ঋত্বিককুমার ঘটক, সেবাব্রত গুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসুরায়, উত্তমকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, অরবিন্দ মুখার্জি, রাজেন তরফদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, তনুজা, তাপস ব্যানার্জি ॥ গানের স্বরলিপি : কাজি অনিরুদ্ধ ॥ দাম : ৪.৫০

কার্যালয় : ১১৭/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি ৯১১)



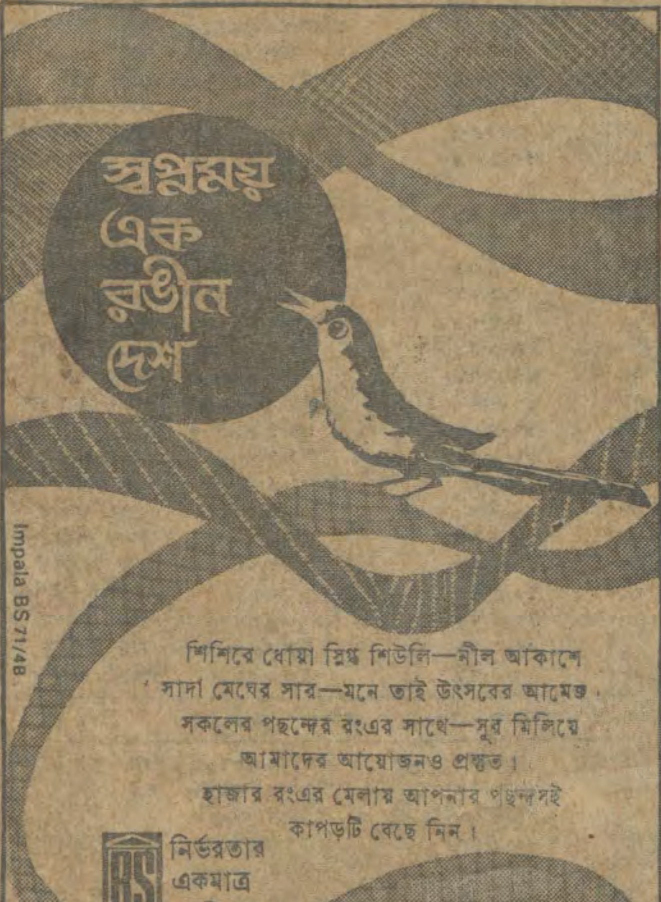


শিশিরে ধোয়া স্নিগ্ধ শিউলি—নীল আকাশে সাদা মেঘের সার—মনে তাই উৎসবের আমেজ। সকলের পছন্দের রংএর সাথে—সুর মিলিয়ে আমাদের আয়োজনও প্রস্তুত। হাজার রংএর মেলায় আপনার পছন্দসই কাপড়টি বেছে নিন।

BS নির্ভরতার একমাত্র প্রতীক

## বৈজনাথ শ্রীলাল

১৯৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, টেলিফোন : ৩৩-৩৭২৭

*পূজোর কেনাকাটার জন্য শনিবার ও রবিবার সমেত দোকান প্রত্যহ রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।


## বিদ্যুৎ-সংকট নিয়ে কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবশ্য এটি নির্ভর করছে কারখানা এবং তার শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধার উপর। সে জন্যই রাজ্য সরকার এখন শিল্প মহলের প্রতিক্রিয়া যাচাই করছেন। যেসব কারখানায় তিন শিফটে কাজ চলছে সেখানে তাই চলবে। কোন অদল-বদলের প্রশ্নই নেই।

### বিদ্যুৎ বন্ধ থেকে ছাড়

তাঁরা অঞ্চল ভিত্তিক সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ না করে গুরুত্ব বিবেচনা করে কোন কোন কলকারখানায় সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রস্তাবও দিয়েছেন। প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, এখন কোন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলেও হাসপাতালকে ছাড় দেওয়া হয়। তেমনি কোন কারখানায় গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য তাকেও ছাড় দেওয়া হবে। যেমন জেসপে—এখন রাউরকেল্লার বিধ্বস্ত ব্লাস্ট ফারনেসের কাজ চলছে। কেন্দ্র এজন্য খুব তাগিদ দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার তাই চান ওই এলাকায় বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও যেন এই কারখানাটি এবং অনুরূপ আরও প্রয়োজনীয় শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

কোন্ শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হবে তাও ঠিক করবেন এই কমিটি। কমিটিতে আছেন রাজ্য সরকারের চিফ ইলেকট্রিকাল ইনসপেকটর; রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাই, দুর্গাপুর প্রজেকট এবং ডি ভি সি-র চিফ ইনজিনিয়ারগণ। কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্য শিল্প-সচিব শ্রী এন কে বিশ্বাস এবং সদস্য সম্পাদক শ্রী এ কে চ্যাটার্জি। শিল্প দফতরের ডাইরেকটর শ্রীউদয়ন চ্যাটার্জিও কমিটির সদস্য।

### সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ

কমিটির নাম 'পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ সরবরাহ সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি'। তাঁদের প্রধান কাজ বিদ্যুৎ সরবরাহ উৎপাদনকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কলকারখানা ও আর যাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে সুষম বণ্টন। যাতে হঠাৎ সরবরাহে ঘাটতি হলেও ক্ষতি কম হয়।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের ওই মুখপাত্র আরও বলেন, দুর্গাপুর, ব্যানডেল প্রভৃতিতে 'গোলমালের' জন্য বর্তমানে সরবরাহে যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে তাতেই মাঝে মাঝে শহরে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকছে। দুর্গাপুরে একটি ইউনিট কয়দিন হল বন্ধ। ব্যানডেলে তিনটির বদলে দুটি ইউনিট চলছে। বুধবারও কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে ৮০ মেগাওয়াট সরবরাহ কম পেয়েছেন। বৃহস্পতিবারও সরবরাহ কমেছে।

## ইনক্যাব রিক্রিয়েশন ক্লাব ব্রিজ

১৯৭০-৭১ মরশুমের অসমাপ্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখা হল। অংশ গ্রহণকারীদের প্রবেশ মূল্য ফেরৎ নিতে সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন।


## শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড ও আনন্দমেলা

১৩৭৮ সাল (১৯৭১)

শারদীয়া সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দমেলা আগামী মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। নিম্নোক্ত হারে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ সহ সম্পূর্ণ মূল্য অর্ডার সহ এই অফিসে অগ্রিম জমা দিলে চাহিদা মত সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ভি. পি. ডাকে অথবা আংশিক মূল্য জমা পেয়ে আমাদের কোন প্রকাশনী সরবরাহ করা হয় না।

রেজিস্ট্রী ডাকখরচ সহ প্রতি সংখ্যার মূল্য :

| | | ভারতে | ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে |
|---|---|---|---|
| আনন্দবাজার পত্রিকা | ... | টাঃ ৭.২০ | টাঃ ৮.৬৫ |
| দেশ | ... | টাঃ ৭.২০ | টাঃ ৮.৬৫ |
| হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড | ... | টাঃ ৪.১৫ | টাঃ ৪.৯৫ |
| আনন্দমেলা | ... | টাঃ ৩.২০ | টাঃ ৩.৯৫ |

সার্কুলেশন ম্যানেজার,
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

## মজবুত! নিরাপদ! সুন্দর!

এই ফিউজ সুইচ ডিজাইন করার একটিই লক্ষ্য—আপনার হাতে একটি সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য সুইচ তুলে দেওয়া। বাড়ীতে, অফিসে ও কারখানায় ব্যবহারের জন্যে এল অ্যাণ্ড টি ফিউজ আদর্শ। ১৬ এম্পিয়ার, ২৪০ ভোল্ট, ৫০ সাইকেলবিশিষ্ট এই ফিউজ সুইচটি রিওআয়্যারেবল অথবা এচ-আর-সি ফিউজের সঙ্গে পাওয়া যায়। টার্মিনালগুলি ক্ল্যাম্প টাইপের, তাই অ্যালুমিনিয়াম তারের পক্ষে উপযুক্ত।

CONTROL POWER WITH L&T Switchgear

লার্সেন অ্যাণ্ড টুব্রো লিমিটেড

পোঃ বক্স ২৭৮, বোম্বাই-১ · পোঃ বক্স ৩২৩, নয়াদিল্লী-১ · পোঃ বক্স ৬১৯, কলিকাতা-১৩ · এল টি পোষ্ট ব্যাগ ৫২৪৭, মাদ্রাজ-২


## দিনপঞ্জিকা

আজ ত্রয়োদশী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র ১৩৭৮ (১২ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক) ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ১২ রজব। ত্রয়োদশী দিবা ঘঃ ৩।৫৪ মিঃ পর্যন্ত। শ্রবণানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘঃ ৪।৪৭ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৩।১০ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৯।২০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ পূর্বে ও পশ্চিমে নাস্তি। মধ্য ও গৌণচান্দ্র ভাদ্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১২ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক) ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ১২ রজব। ত্রয়োদশী দিবা ঘঃ ১।৪১।১২ সেঃ পর্যন্ত। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৩।৩৭।১৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২১।৩৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫০।৫৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিম ও পূর্বে নাস্তি। মধ্য ও গৌণচান্দ্র ভাদ্র (শুক্লপক্ষ)।


# Last day of SALE

## ১২ই সেপ্টেম্বর

কয়েকটি মূল্য তালিকা

- ১০০০ পিস পিওর মুর্শিদাবাদ সিল্ক ছাপা শাড়ী—মাত্র ৪০, (পূর্বমূল্য—৬০,)
- ৩০০ পিস বাঙ্গালোর পিওর সিল্ক শাড়ী—মাত্র ৬০, (পূর্বমূল্য—১০০,)
- ১০০০ পিস টেরিলিন বুশশার্ট—মাত্র ২৫, (পূর্বমূল্য—৪০,)
- ৩০০০ পিস টেরিকটন প্যান্টলেংথ—মাত্র ২৩·২৫ (পূর্বমূল্য—৩২,)
- বোম্বের টেরিলিন প্রিণ্ট শাড়ী—মাত্র ১৭, (পূর্বমূল্য—...)

BOMBAY ... Pavri Agency ... টেরিলিন ও ক... (ছোটদের) টাক... বাদে SALE-এ দেও...

# হরলালকা

- কলেজ স্ট্রীট (YMCA বিল্ডিং)
- ৪৫সি, গ্রে স্ট্রীট
- ৫২/১/১, কলেজ স্ট্রীট


## প্রচুর ভোটাধিক্যে মিশর-সিরিয়া লিবিয়া ফেডারেশন অনুমোদিত

বেইরুট, ২ সেপ্টেম্বর—আরবের ভোটদাতারা মিশর-সিরিয়া-লিবিয়া ফেডারেশন অনুমোদন করেছেন। ৯৮ শতাংশেরও বেশী ভোটদাতা পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

কায়রো রেডিও বলেছে, মিশরে পক্ষে ভোট পড়েছে ৯৯·৯ শতাংশ। —ইউ পি আই


# ওকাসা পুরুষের প্রয়োজন মেটায়

সফল জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন ওকাসায় তা পাওয়া যায়। **ওকাসা** অকাল বার্ধক্য রোধ করে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং সবচেয়ে যেটা জরুরী যৌবনের বল ও বীর্য ফিরিয়ে আনে। সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক আজ বলবর্ধক তথা দ্রুত—স্বাস্থ্যোদ্ধারকারী আধুনিক ট্যাবলেট **ওকাসা** ব্যবহার করেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক পৃথক **ওকাসা** পাওয়া যায়।

**ওকাসা-হার্মো-ফার্মা লিমিটেড, লণ্ডন-বার্লিন-এর তৈরী**

বড় বড় ওষুধের দোকানে পাবেন অথবা সরাসরি যাঁদের কাছ থেকে পাবেন :

OKASA CO. PVT. LTD.
P.O. BOX 396, BOMBAY-1.


## কর্মকুটিরের হস্তশিল্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি

কর্মকুটির আয়োজিত একটি হস্তশিল্প প্রদর্শনী বুধবার আঞ্চলিক নকশা কেন্দ্রে (৯।১২ ওলড কোর্ট হাউস স্ট্রিট) উদ্বোধন হয়। বাটিকের কাজ করা শাড়ি, ব্যাগ, টেবিলের ঢাকনা, সূচিশিল্প এবং মাদুরে বোনা নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদর্শিত হচ্ছে।

কর্মকুটির একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলি থেকে নির্বাচিত মেয়েদের নিয়ে এই কেন্দ্রে হস্তশিল্প শিক্ষা ও তালিম দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল জানান প্রদর্শনী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

## গঙ্গার জোয়ার ভাটা

| | দিবা জোয়ার | রাত্রি আরম্ভ | দিবা ভাটা | রাত্রি আরম্ভ |
|---|---|---|---|---|
| শুক্রবার— | ৯-৩ | ৯-২১ | ১-২৯ | ১-২৪ |


# বিনাকা ভ্যানিশিং ক্রীম

এ এক "মায়াবী" মেকাপ এনে দেয় সুন্দরতর স্বাভাবিক রূপলাবণ্য।

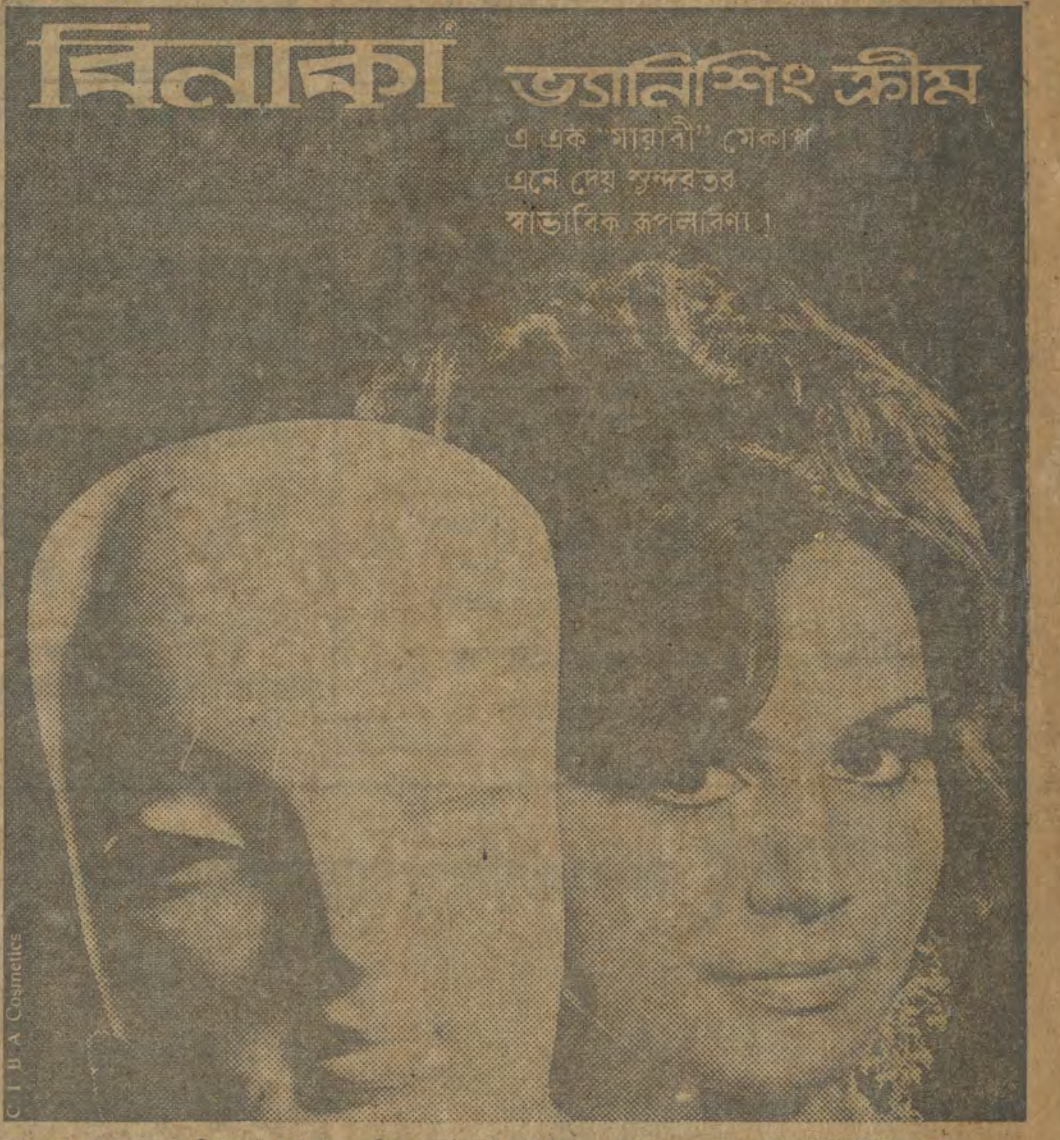


আপনার মুখে, ঘাড়ে আর বিশেষ ক'রে সেসব জায়গায় যেখানে বেশী চকচক করে—সেখানে বেশ আরাম ক'রে ঘষে মাখুন। আপনার মুখের সব চকচকে ভাব আর কালো দাগ ছোপ সরিয়ে নিয়ে যাবে রূপেরই পর্দার আড়ালে। সারা মুখে লেগে থাকবে মসৃণ রূপের স্বাভাবিক মোহময় পরশ। এই ক্রীম আপনার মেকাপ শুকিয়ে যেতে বা নষ্ট হতে দেয় না—আর কোনও তেলতেলে চকচকে ভাব মুখের কাছাকাছি আসতে দেয়না। অদৃশ্য পরশে আপনার রূপকে করে অপরূপ। এই হ'ল "মায়াবী" মেকাপের অদৃশ্য পরশ ভ'রে দেয় স্বাভাবিক রূপলাবণ্যের ডালি

**বিনাকা ভ্যানিশিং ক্রীম**

mcm/cv/16a ben



## নারী! মর্মস্পর্শিনী বিহ্বলকারিণী। উত্যক্তকারিণী অথচ আনন্দদায়িনী। নারী আর তার রকমারি মেজাজে অনুপ্রাণিত করেছে 'মেফ্রিন'

## মেফ্রিন

**মফতলাল গ্রুপ**

AIYARS-M.167 BN

কলকাতায় অনুমোদিত খুচরা দোকান

মহাদেবিয়া অ্যাণ্ড মেটা — ব্রেবোর্ন রোড, কলুটোলা স্কোয়ারের কাছে

মহাদেবিয়া অ্যাণ্ড মেটা — [ গ্লোব সিনেমা বিল্ডিং, চৌরঙ্গী প্লেস ]

গড়িয়াহাট সোসাইটি — গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ

সেল ! সেল !! সেল !!!

পূজার জন্য বিশেষ সুযোগ

মাত্র শুক্রবার, শনিবার ও রবিবারের জন্য

● একজন মাত্র একখানি শাড়ীই পাইবেন ●

খাটাউ সেমিভয়েল প্লেন ও প্রিণ্টেড, নাইলেক্স প্লেন ও প্রিণ্টেড, বাটিক প্রিণ্ট, টেরিভয়েল প্রিণ্টেড, রোবিয়া ভয়েল ২×২ প্রিণ্টেড, নাইলেক্স ব্রোসো, কটন কাজিভরম, প্রিণ্টেড শিফন, টেরিকটন প্রিণ্টেড,

প্রতিটি শাড়ী মাত্র ২৫৲ টাকা

নাইলেক্স ৬৪৪ প্রিণ্টেড, নাইলেক্স ব্রোসো গাঢ় রঙে, টেরিভয়েল, ফুল ভয়েল প্রিণ্টেড ২×২, প্রিণ্টেড সিল্ক শাড়ী, টেরিভয়েল রসগোল্লা গোল্ডেন প্রিণ্টেড, কটন বেনারসী জরি সহ, সিফন প্রেম ও প্রিণ্টেড,

প্রতিটি শাড়ী মাত্র ৩৫৲ টাকা

নাইলেক্স বেনারসী বর্ডার ও নাইলেক্স চুমকী

প্রতিটি শাড়ী মাত্র ৪৫৲ টাকা

স্পেশাল কুপন

এই কুপনটা আমাদের দিলে, আপনি একটি কুপনে একটি শাড়ীতে আরও এক টাকা রিবেট পাবেন। তাই এই কুপন কাগজ থেকে কেটে আনতে ভুলবেন না

NOBLE

৩এ, চৌরঙ্গী মার্কেট, দোকান নং ১২ ও ১৩

প্রতিদিনই রাত ন'টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে

(রক্সী সিনেমার পাশে) কলিকাতা-১৩

প্রতিদিনই রাত ন'টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে



গ্লোব ল্যাম্প

জয়ন্ত ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস ইণ্ডিয়া



খাদিমের রোলেক্স জুতো

সুন্দরই শুধু নয় মজবুতও বটে।

KHADIMS' ROLEX

সর্বত্র পাওয়া যায়



ইউবিআই তে আপনার জমানো টাকা

যথাসম্ভব সঞ্চয় করুন

আর মনে রাখবেন

- আপনার জমানো টাকায় সুদ পাবেন শতকরা চার থেকে সোয়া সাত টাকা পর্যন্ত।
- বছরে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সুদের আয় করের আওতায় পড়ে না।
- দেড় লাখ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের জমানো টাকা সম্পদকর মুক্ত।
- জমানো টাকায় উৎপাদন বাড়ে ও হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-J-71.8



MEI

এয়ার ব্রেক স্টার/ডেল্টা এমএসডিডি/এনটি স্টার্টার

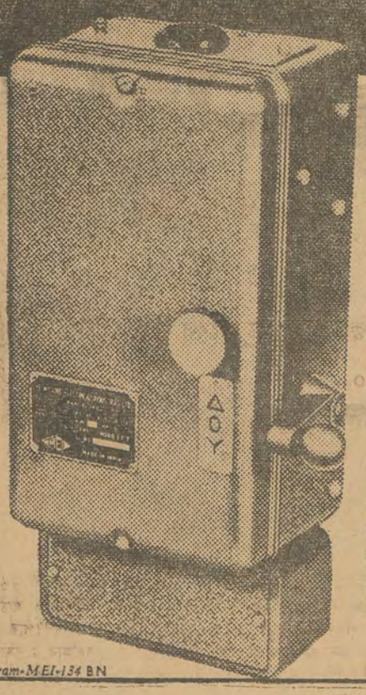

পজিটিভ এসি মোটর সুরক্ষার জন্যে ২০ হর্স পাওয়ার পর্য্যন্ত

নির্মাতা:

দি মাইসোর ইলেক্ট্রিকাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ব্যাঙ্গালোর

সেলস্ ও সার্ভিস:

IAEC

আই.এ.ই.সি. (কলকাতা) প্রাঃ লিঃ,

১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,

(৫ মিশন রো) কলকাতা-১

সহযোগী দপ্তর: বোম্বাই · দিল্লী

মাদ্রাজ · ব্যাঙ্গালোর · হায়দ্রাবাদ।

MEI

safest for everything in electric power control

Dattaram-MEI-134 BN


## 'সুষ্ঠু' ভাবে লীগ সম্পন্ন করতে আরও দুটি চ্যারিটি ম্যাচ চাইই

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রথম ডিভিশন লীগের খেলা শেষ হবে কি হবে না? আই এফ এ গবরনিং বডি জরুরী সভায় তার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে সম্পাদককে এই ক্ষমতা দেন যেন তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে 'সুষ্ঠু' ভাবে খেলা সমাপনের ব্যবস্থা করেন।

'সুষ্ঠুভাবে' শব্দটি এই সভায় ২৮বার উচ্চারিত হয়। সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এই জরুরী সভা ডাকার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ইসটবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা বাংলাদেশ রেড ক্রশের জন্য চ্যারিটি ম্যাচ এবং যদি মোহনবাগান-ইসটবেঙ্গলের সমান পয়েন্ট হয় তাহলে দুই দলের পুনঃ খেলা হসপিটাল বেনিফিটের জন্য চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলবার জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সরকার জানিয়েছেন এ বছর পাঁচটি চ্যারিটি ম্যাচ নির্ধারিত আছে সেই কোটা থেকেই ওই দুটি চ্যারিটি খেলাতে হবে।

শ্রী দত্ত জানান, আই এফ এ যে সকল বছরের জন্য দায়বদ্ধ তাতে বাড়তি দুটি চ্যারিটি ম্যাচ না খেলা হলে খরচ মেটানো সম্ভব নয়। খেলা শেষ করা ও সুষ্ঠুভাবে খেলা শেষ করা এক জিনিস নয়। সুষ্ঠুভাবে খেলা শেষ করা যায় মাঠে আর ওয়াকওভার দিয়ে আই এফ এ অফিসেও অন্যভাবে খেলা শেষ করা সম্ভব।

সভার সকল সদস্যই 'সুষ্ঠু' ভাবে খেলা সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে মত দেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, গত সভার লীগ শেষ করতেই হবে এমন প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ এমন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হল যেজন্য এই সভা ডাকতে হল।

সম্পাদক শ্রী দত্ত বলেন, লীগের খেলা দোসরা সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে পুরদিন তারা প্রহরার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। লীগের খেলা শুরু হলে লীগ শেষ করতেই হবে। দুটি চ্যারিটি ম্যাচ না হলে বড় দুটি খেলা সম্ভব নয় এবং তা সম্ভব না হলে লীগ শুরু করাও সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এই চ্যারিটি দুটির ব্যবস্থা আগে করা দরকার এবং সেজন্যই লীগ সাব কমিটি এই সমস্যা গবরনিং বডির কাছে পেশ করেছে।

আজকের সভার সভাপতি শ্রীখান্না বলেন আজকের সভার উদ্দেশ্য, লীগ যদি বন্ধ থাকে তাহলে সদস্যরা যাতে না ভাবেন বড় ক্লাবের খেলোয়াড়রা অন্যত্র খেলতে গেছে বলেই লীগ বন্ধ হয়েছে। আসল উদ্দেশ দুটি চ্যারিটি ম্যাচের সমস্যাতেই লীগ আটকে যাচ্ছে।

তখন সভা বলেন, সম্পাদক চ্যারিটি দুটির ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথা বলে 'সুষ্ঠু' ভাবে লীগ সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করুন।

### পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়াই হয়নি

স্টাফ রিপোরটার

বড় টিমের খেলা হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক পুলিশ। ২ ও ৩ সেপটেম্বর যথক্রমে মোহনবাগান—বি এন আর এবং ইসটবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার প্রথমটিতে পুলিশ এবং দ্বিতীয়টিতে পুলিশ ও সরকার অনুমতি দেয়নি বলেই খেলা হতে পারল না। বৃহস্পতিবার গবরনিং বডির জরুরি সভায় আই এফ এ সম্পাদকের ওই বক্তব্য সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের জনৈক মুখপাত্র বলেন, 'অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন কেউ অনুমতি চায়; আই এফ এ কোনও অনুমতি চায়নি।'

### আন্তঃ কলেজ সাঁতার

আগামী ৬, ৭ ও ৮ সেপটেম্বর কলেজ স্কোয়ারে আন্তঃ কলেজ সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিদিন বেলা ৪টায় সাঁতার আরম্ভ।

### খিদিরপুর সেমিফাইনালে

গৌহাটি, ২ সেপটেম্বর—বরদলই ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতার খিদিরপুর ক্লাব ৪—০ গোলে জলন্ধরের টেকসটাইল মিলস স্পোরটস ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে।


COMET

কমেট টর্চ

ডজ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

BEEVAS/DC/15



• প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল •

ওয়েস্টার্ন কমিকস্

একটি অভিনব মাসিকপত্রিকা

ছবির পর ছবি সাজিয়ে কাহিনী

বেতাল বা অরণ্যদেবের চেয়েও

লোমহর্ষক অ্যাডভেনচার

● দাম এক টাকা ●

সবপত্রিকা স্টলেই পাওয়া যায়

২০এ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯


(সি ৭৭৯)


PHILIPS ফোন: ৫৫-৯৮০৭

ইলেকট্রো রেডিও এক্সপ্লোরিয়াম

ফিলিপস্ রেডিও বিক্রেতা

৭৬/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(রঙমহল থিয়েটারের পাশে)


(৮৭৪৮)


RAJASTHAN STATE LOTTERIES

FIRST PRIZE Rs.10 LAKHS

TICKET Re. 1/- | 23rd Draw 18-9-1971

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল।

একটি পুরস্কার—৫,০০০৲ টাকা

টিকিট নং A-302238

প্রত্যেকটি ৫০০৲ টাকার ১০টি পুরস্কার

টিকিট নং

B-364574 B-935501
C-950338 C-780106
D-636332 D-992514
E-833203 E-226066
F-304717 F-703422

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০৲ টাকার ৫৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার।

ডিরেক্টর, স্টল সেলিংসে অ্যাণ্ড লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুরে



পূজায় বড়বাজারে

শাড়ীর মেলা —

রাধালয়

২০৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৭


(৮৭৪০এ)


পূজায় প্রিয়জনের বিশিষ্ট উপহার

বিশ্বের সেরা—ফিলিপস্ রেডিও ও ডেনাস ওয়াটার হিটার।

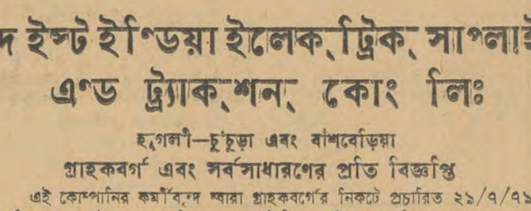

নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তি ও সেবালাভের স্থান—

চাটার্জী ব্রাদার্স

ফিলিপস্ রেডিও ডিলার ও একমাত্র পরিবেশক।

২৬/১, শোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ফোন : ২২-৬৩০৭



সেনিটক্স

— উৎকৃষ্ট মহীশূরের ধূপ ও আগরবাতি —

ডিস্ট্রিবিউটারস

— এক্সেকজ —

২৬-বি ডব্লিউ সি ব্যানার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৬ । ফোন—৫৫-২৫৪১

প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার চাই

CENTIX (AGARBATHI FACTORY)

3792, TILAKNAGAR, MYSORE-1

Phone : 23816.


(সি ৬৭৬)


দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক্‌ সাপ্লাই এণ্ড ট্র্যাক্‌শন্‌ কোং লিঃ

হুগলী—চুঁচুড়া এবং বাঁশবেড়িয়া

গ্রাহকবর্গ এবং সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এই কোম্পানির কর্মীবৃন্দ দ্বারা গ্রাহকবর্গের নিকটে প্রচারিত ২১/৭/৭১ তারিখের এক ইস্তাহার দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। বিগত পঞ্চাশ বৎসর অবধি লাইসেন্সভুক্ত এলাকায় আমরা দক্ষতার সহিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্রাহকবর্গের ও সর্বসাধারণের যথাসাধ্য সন্তোষ বিধান এবং তাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবা করিবার আনন্দ লাভ করিয়াছি। সময় সময় যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা একান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং আমাদের অনিয়ন্ত্রণাধীন কারণপ্রসূত।

সম্প্রতি কর্তৃপক্ষকে ত্রুটিসমূহের বিলম্বিত মেরামত, অনিয়মিত মাসিক বিল প্রদান, নূতন সার্ভিস কনেকশনের কাজে বিলম্ব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মনোযোগদানের অভাব প্রভৃতি অভিযোগাদির সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এই কোম্পানি বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায় নিযুক্ত। বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থই এই সংস্থার সুষ্ঠু ব্যবসা পরিচালনার প্রধান সংগতি। এমত অবস্থায় অবিরত বিদ্যুৎ সরবরাহ, মেরামতাদি কার্যে তৎপরতা এবং নিয়মিত মাসিক বিল প্রদান ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কেননা, ইহার অন্যথা আত্মঘাতীমূলক নীতি নয় কি? এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গ্রাহকবর্গ নিয়মিত মাসিক বিল পাইয়াছেন এবং অন্যান্য ব্যবতীয় কার্যে তাঁহাদের বিশেষ অভিযোগ ছিল না।

গ্রাহকবর্গের এবং কর্মীবৃন্দের স্বার্থে গত ৭/৫/৭০ তারিখে আমাদের স্বীকৃত কর্মীবৃন্দের ইউনিয়নের সহিত এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, যাহার ফলে অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের মধ্যে উচ্চতর নূতন গ্রেড এবং বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়। আমাদের ইউনিয়নের নেতৃবর্গ অন্যান্য স্থানীয় নিয়োগকর্তাদের কাছে আমাদের মজুরি এবং চাকরির শর্তাবলীর কথা সানন্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

আমাদের খুবই আশা ছিল এই চুক্তির পর কাজকর্মে সর্বাত্মক উন্নতিবিধান হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই, উপরন্তু গত এক বৎসর ধরিয়া একের পর এক অর্থহীন এবং অকিঞ্চিৎকর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি এবং বর্তমানে সর্বদিক দিয়াই অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

আমাদের গ্রাহকবর্গ এবং সর্বসাধারণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন কোনও প্রচারে বিভ্রান্ত না হন। আমরা যথাসাধ্য আপনাদের সেবা করিয়া যাইব। আমাদের কর্মীবৃন্দ যদি তাঁহাদের যথাযোগ্য এবং যত্নশীল সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে বিশেষ কোন ত্রুটি হইবে না এবং গ্রাহকবর্গ ও সর্বসাধারণের অভিযোগসমূহের কারণ সত্বর দূরীভূত হইবে—ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। সেইহেতু আমাদের স্বীকৃত ইউনিয়ন ও কর্মীবৃন্দের নিকট গ্রাহকবর্গের স্বার্থে তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিয়াছি।

সাম্প্রতিক যে সমস্ত অসুবিধা গ্রাহকবর্গ এবং সর্বসাধারণ ভোগ করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের ধৈর্য এবং সহানুভূতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রচারক :—

দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্র্যাক্‌শন্‌ কোং লিঃ

হুগলী—চুঁচুড়া এবং বাঁশবেড়িয়া


(সি ৮০২)


জাই এফ এ শীল্ডে দুটি খেলারই নিষ্পত্তি হয়েছে

উয়াড়ি (৩) ক্যালকাটা জিমখানা (০)
(প্রণব আচার্য, শম্ভু মৈত্র, শ্যামসুন্দর দে)

হাওড়া ইউনিয়ন (২) হুগলী জেলা (১)
(স্বপন সেনগুপ্ত, প্রবীর মুখার্জি) (তপন সাহা)

শুক্রবারের ফুটবল খেলা

আই এফ এ শীল্ড—বাটা : পুলিশ (ইসটবেঙ্গল); কুমারটুলি : ২৪ পরগণা (মহঃ স্পোর্টিং)।

বলরামের গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া

ফোন-৩৫-২৯৪৮ কলিকাতা৬



এশিয়া হোটেল

৫পি-১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৯

(বালিগঞ্জ রেল স্টেশন, ট্রাম ও বাস ডিপোর নিকট)

মধ্যবিত্তের উপযোগী শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত (এবং অনিয়ন্ত্রিত)

প্রশস্ত ঘর, প্রতি ঘরের নিজস্ব গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা সহ বাথরুম, লিফট ইত্যাদি।

টেলেক্স: ০২১-৭১৯০ ● ফোন: ৪৬-১৯৪০


## কলিকাতার ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে

কলিকাতার তেইশটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার তালিকা ১-৯-৭১ তারিখে খসড়া আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ খসড়া তালিকা প্রকাশের বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে বিবরণ সংশ্লিষ্ট ই আর ও-এর অফিসে পাওয়া যাইবে। ভোটার হিসাবে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি এবং অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ ভোটার সম্পর্কে আপত্তি স্বয়ং গিয়া অথবা ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট ই আর ও-এর নিকট এমনভাবে পেশ করা (নির্ধারিত ফরম) যাইবে, যাহাতে উহা ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছে। নিম্নে উল্লেখিত তালিকায় প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রের ই আর ও-এর নাম, পদমর্যাদা ও ঠিকানা প্রদর্শিত হইল।

| বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্র ১ | ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার ২ |
|---|---|
| ১২৮—কাশীপুর<br>১২৯—শ্যামপুকুর<br>১৩০—জোড়াবাগান<br>১৩১—জোড়াসাঁকো<br>১৩২—বড়বাজার | জয়েন্ট ডিরেক্টর অব পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ ভবন, ১১এ, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা |
| ১৩৩—বহুবাজার<br>১৩৪—চৌরঙ্গী | ফার্স্ট ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টর, কলিকাতা ৫, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা |
| ১৩৫—কাশীতীর্থ<br>১৩৬—আলিপুর<br>১৩৭—কালীঘাট<br>১৩৮—রাসবিহারী অ্যাভেনিউ<br>১৩৯—টালিগঞ্জ | ডেপুটি ডিরেক্টর অব সার্ভে, পশ্চিমবঙ্গ ৩৫, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ |
| ১৪০—ঢাকুরিয়া<br>১৪১—যাদবপুর<br>১৪২—এণ্টালী<br>১৪৩—তালতলা | ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন, ৫, গভঃ প্লেস নর্থ, কলিকাতা-১ |
| ১৪৫—শিয়ালদহ<br>১৪৬—বিদ্যাসাগর | সেকেণ্ড ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টর, কলিকাতা ৫, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা |
| ১৪৭—বেলেঘাটা সাউথ<br>১৪৭—বেলেঘাটা নর্থ<br>১৪৮—মানিকতলা<br>১৪৯—বড়তলা<br>১৫০—বেলগাছিয়া | কলিকাতার কালেক্টর, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ |

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত—

## পূর্ব রেলওয়ে

### সেল নোটিস

নিম্নলিখিত মালের চালানগুলি—যাহা রেলওয়ে প্রেমিসেসে ডেলিভারী না হইয়া/বেওয়ারীশ/নাম ঠিকানা বিহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা যদি এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখের মধ্য রাত্রি হইতে ১৫ দিন মধ্যে ঐ বাবদ প্রাপ্য সমস্ত পাওনা আদায় দিয়া অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐগুলি নিম্নলিখিত স্থানে, তারিখে ও সময়ে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে। নীলামের সময় বিক্রয়ের শর্তাবলী পাঠ করা হইবে।

স্থান : আসানসোল এন টি পি | তারিখ ২০-৯-৭১ | সময় : বেলা ১১টা

| ক্রঃ নং | খালাসের তারিখ | ওয়াগন নং | দ্রব্য |
|---|---|---|---|
| ১। | ১৬-৯-৬৮ | এস ই-২৮১৬৭ | বোল্ডার |
| ২। | ২-৬-৬৯ | ডব্লিউ আর-৫০১১৭ | স্টোন ব্যালাস্ট |
| ৩। | ২২-৭-৬৯ | এস ই-৪০৪৫২ | মোল্ডিং স্যাণ্ড |
| ৪। | ১৮-৭-৭০ | ই আর-১৪৪৭২ | বক্সাইট |
| ৫। | ২৫-৭-৭০ | সি আর-৫২০৮১ | পি ডব্লিউ মেটিরিয়ালস |
| ৬। | ২৩-৮-৭০ | সি আর-১৩০৫৭ | হিউম পাইপ |
| ৭। | ৬-৯-৭০ | ই আর-৬১৫৬ | চুনের সহিত মিশ্রিত পাথরের কুচি |
| ৮। | ১১-৯-৭০ | সি আর-২৬৭৬৮ | কাগিং স্লিপার |
| ৯। | ২৬-১১-৭০ | ডব্লিউ আর-৬৭২৯৮ | স্টোন ডাস্ট |
| ১০। | ৩-১২-৭০ | এস আর-১৬২৬ | বোল্ডার |
| ১১। | ৩-১২-৭০ | ডব্লিউ আর-২৭০৭৫ | পাইপ স্লিপার (৩৮ পিস) |
| ১২। | ৪-১২-৭০ | ডব্লিউ আর-৫৭৩৬১ | স্টোন |
| ১৩। | ৫-১২-৭০ | ই আর-৫৪৪৬১ | পিট প্রপ |
| ১৪। | ১০-১২-৭০ | এস ই-৪৭৮৯৪ | স্টোন ডাস্ট |
| ১৫। | ১১-১২-৭০ | সি আর-১৫০০৪ | থলে ভর্তি হলদে মাটি |
| ১৬। | ১৩-১২-৭০ | ই আর-৯০৩৫৮ | ফায়ার ব্রিক |
| ১৭। | ১৩-১২-৭০ | এস ই-৩২৫৩৩ | আর/ব্রিক এবং ফায়ার ব্রিক |
| ১৮। | ২৪-১২-৭০ | এস ই-৪১২২০ | স্টোনস রেডিশ মেটিরিয়াল |
| ১৯। | ৩-১-৭১ | সি আর-৬৬৬২০ | স্টোন ডাস্ট |
| ২০। | ৫-১-৭১ | ডব্লিউ আর-৩৪১২৩ | পাইন স্লিপার |
| ২১। | ৬-১-৭১ | সি আর-৫৫৯৩০ | অয়েল ষ্টিটেড স্লিপার |
| ২২। | ১৪-১-৭১ | ই আর-৭৯৩১৩ | স্টোন ব্লাক |
| ২৩। | ২১-১-৭১ | পি ই-২৩৭১১ | ফায়ার ক্লে'র মত |
| ২৪। | ২১-১-৭১ | সি আর-৬৩৯৬০ | স্ক্র্যাপ মোটর বডি পার্টস |
| ২৫। | ৩০-১-৭১ | ডব্লিউ আর-৬৭৫৮১ | পুরাতন সি আই পাইপ ও আয়রণ পোস্ট |
| ২৬। | ২-২-৭১ | এস ই-৭৪১২২ | পুরাতন স্ট্রাকচারাল দ্রব্যাদি |
| ২৭। | ২-৩-৭১ | সি আর-৮৫৮৯১ | বস্তায় লবণ |
| ২৮। | ৩-৩-৭১ | এস ই-৪৬৭৭৩ | সিলিকট বালি |
| ২৯। | ৮-৩-৭১ | সি আর-৪৬১২ | ফায়ার ক্লে |
| ৩০। | ১৬-৩-৭১ | ই আর-৯৭২৭০ | বক্সাইট |
| ৩১। | ২৫-৩-৭১ | সি আর-২৪০০২ | বস্তায় লবণ |
| ৩২। | ১০-৪-৭১ | ই আর-১৪০৭২ | ফায়ার ক্লে'র মত |
| ৩৩। | ১৭-৪-৭১ | এস ই-৩১৩৬৫ | পাথর |
| ৩৪। | ২৮-৪-৭১ | ই আর-৪৯৮৮ | চুনা পাথরের মত |
| ৩৫। | ৭-৫-৭১ | পি ডব্লিউ-৪৭০৬২ | খালি লোহার ড্রাম |
| ৩৬। | ৭-৫-৭১ | সি আর-৭৫৫২৭ | কাঠের স্লিপার |
| ৩৭। | ৯-৫-৭১ | ই আর-১৭০২৬ | টিম্বার কাটিং |
| ৩৮। | ১১-৫-৭১ | ই আর-৪৯১৬৮ | ভাঙা সি আই পাইপ |
| ৩৯। | ১২ ৫-৭১ | এন আর-৮১২ | সি আই পাইপ |
| ৪০। | ১৫-৫-৭১ | এন আর-৯৪২৭ | স্ক্র্যাপ স্লিপার |
| ৪১। | ২৩-৫-৭১ | ই আর-৩৯৩৭৭ | স্টোন বোল্ডার |
| ৪২। | ২৬-৫-৭১ | ই আর-১৬৬৭২ | কার্বিক স্লাব ও বেগ |

স্থান : আসানসোল গুডস | তারিখ : ২১-৯-৭১ | সময় বেলা ২টা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৩। | ১-৮-৬৮ | এস আর-৩০১১৯ | এক পিস সিমেণ্ট স্লাব |
| ৪৪। | ২৬-৮-৬৮ | সি আর-৫৪০১৮ | দুই " " " |
| ৪৫। | ২৬-৮-৬৮ | সি আর-৮২৬১৮ | ৩ " " " |
| ৪৬। | ১-৬-৭০ | এন আর-৫৫৯৫৪ | ৩৯ " পাইপ টিম্বার |
| ৪৭। | ২৭-১২-৭০ | এস ই-৭০৪৪৪ | ২২ " কাঠের কাপা |
| ৪৮। | ২৪-১০-৭০ | ই আর-১০০২১ | ১ পিস স্কোয়ার টিম্বার |
| ৪৯। | ১০ বাণ্ডিল স্টীল স্ট্রিপ ইনডঃ ৭/৩৯৮৭৫৮ তাং ৩-৬-৭০ বান্দা এম ইয়ার্ড হইতে এ এস এন পর্যন্ত। | | |
| ৫০। | ৯ বাণ্ডিল স্টীল স্ট্রিপ ইনডঃ ৬/৩৯৮৬৯৬ তাং ১৬-৫-৭০, বান্দা এম ইয়ার্ড হইতে এ এস এন পর্যন্ত। | | |
| ৫১। | ১০ বাণ্ডিল স্টীল স্ট্রিপ ইনডঃ ৫/৩৯৮৬১০ তাং ৪-৫-৭০, বান্দা এম ইয়ার্ড হইতে আসানসোল পর্যন্ত। | | |

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/আসানসোল

## পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ (বিরাট খেলা)

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল : ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
(৩০শে আগস্ট, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)
একটি প্রথম পুরস্কার ৫০০০, টাকা A-098656
দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০, টাকা
F-178737 A-487159
চল্লিশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০, টাকা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G-204500 | E-036699 | D-489896 | D-649009 | D-111726 |
| A-273009 | I-379045 | A-538917 | D-156867 | C-421020 |
| D-774637 | B-226374 | B-005127 | B-253319 | E-352606 |
| D-159793 | D-508318 | H-218761 | C-318965 | D-092726 |
| C-577471 | H-065271 | C-394176 | B-489753 | E-150395 |
| E-385957 | E-840322 | D-289144 | A-301755 | G-473401 |
| E-206810 | D-030759 | E-280609 | D-448381 | F-054904 |
| D-451122 | G-096797 | D-102891 | D-112072 | E-408392 |

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়।


## পূজায়

অভিনব বেনারসী, সিল্ক, নাইলেক্স, সরমাচুম্‌কী, হিপ্‌প্যারেড, নয়াযামানা ও টাঙ্গাইল শাড়ীর মেলা –

## বিবেকানন্দ বস্ত্রালয়

গড়িয়াহাট জংশন, কলিকাতা—১৯. ফোন : ৪৬-১১৪২

বিঃ দ্রঃ মুর্শিদাবাদ সিল্ক ছাপা শাড়ী—৪২·০০ হইতে

(৮৪৪৯এ)


## পূর্ব রেলওয়ে

কলিকাতা এবং হাওড়ায় সিটি বুকিং অফিসসমূহ হইতে ৩য় শ্রেণীর ৩-টিয়ার এবং ২-টিয়ার স্লীপার কোচের বার্থ ও সীট এবং এ সি এক্সপ্রেস ট্রেনের এ সি চেয়ার কার সীট রিজার্ভেশন

ভ্রমণের জন্য রিজার্ভেশন করা ও টিকিট ক্রয়ের নিমিত্ত ইচ্ছুক যাত্রীদিগকে শিয়ালদহ হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার অসুবিধা ভোগ করা হইতে যাহাতে রেহাই দেওয়া যায় সেজন্য, ভ্রমণার্থী জনসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার প্রত্যেকটি সিটি বুকিং অফিসে নিম্নবর্ণিত মত যাত্রীদের আগম রিজার্ভেশনের জন্য কিছু সংখ্যক স্লীপার, বার্থ ও সীটের কোটার বরাদ্দ করা হইয়াছে :

| সিটি বুকিং অফিসের নাম | | বরাদ্দীকৃত বার্থ ও সীটের মোট সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ৩-টিয়ার ও ২-টিয়ারে বার্থ | সীট | এ সি চেয়ার কার সীট |
| ১। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট | ... | ১৩৬ | ৭৪ | ৫ |
| ২। খিদিরপুর | ... | ৮৮ | ৬৩ | ৫ |
| ৩। সালকিয়া | ... | ৭৫ | ৫৮ | ৪ |
| ৪। বড়বাজার | ... | ২২০ | ৯৯ | ১০ |
| ৫। রসা রোড | ... | ২৩৭ | ১০৪ | ১২ |
| ৬। চৌরঙ্গী | ... | ১৬৩ | ৭৯ | ১২ |
| ৭। ফেয়ারলি প্লেস | ... | ২৩৮ | ১০১ | ২০ |
| ৮। পার্ক স্ট্রীট | ... | ১২৪ | ৬৬ | ১০ |
| ৯। কাশীপুর রোড | ... | ১২৮ | ৬৯ | ৪ |
| ১০। ঘোলসাপুর | ... | ১০০ | ৬০ | ৫ |

(প্রত্যেক সিটি বুকিং অফিসে প্রত্যেক ট্রেনের জন্য যে তৃতীয় শ্রেণীর স্লীপার বার্থ ও সীট বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার সঠিক কোটার বিশদ বিবরণ প্রত্যেক সিটি বুকিং অফিসে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, এমন ভাবে প্রদর্শিত আছে)।

অগ্রিম রিজার্ভেশন নিয়ন্ত্রক স্বাভাবিক বিধানগুলি সিটি বুকিং অফিসগুলিতে প্রযোজ্য হইবে। স্ব স্ব সিটি বুকিং অফিস এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের সুপারভাইজরদের নিকট আরো বিবরণ জানা যাইবে।

স্থানাভাবের জন্য যখন অ্যাকোমোডেশন দেওয়া সম্ভব হইবে না, তখন যাত্রিগণকে তৎক্ষণাৎ 'রিগ্রেট স্লিপ' দাবি করার জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, উহার দ্বারা তাঁহাদের নাম প্রতীক্ষিতদের তালিকায় সংযোজিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিবে। বাতিল করার দরুন যখন অ্যাকোমোডেশন পাওয়া সম্ভব হইবে, সেই সময় প্রতীক্ষিতদের তালিকার পরবর্তী ব্যক্তিকে উহা দেওয়া হইবে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট


## মেটাসিসটক্স

একটি সত্যিকারে সিস্টেমিক কীটনাশক

'থ্রিপস' (Thrips) চোষী পোকা (Jassids) জাব পোকা (Aphids) সাদা মাছি (White flies) মাকড় পোকা (Mites)

খুবই কার্য্যকরীভাবে দমন করে

মেটাসিসটক্স, ফসল তোলার আগের ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োগ করবেন না কারণ ততদিন এটি কার্য্যকরী থাকে। প্রতি বোতলের সঙ্গে দেওয়া নির্দেশাবলী সব সময় অনুসরণ করুন।

মেটাসিসটক্স
সবরকমের শোষক পোকা নির্ভরযোগ্যভাবে দমনের জন্য খুবই কার্য্যকারী

BAYER বায়ারের কর্মসূচীর কীটনাশক

12/662 760


## টেণ্ডার

২৫০০ কুইণ্টাল ডাল (টেণ্ডার ফরমে বিস্তারিতভাবে বর্ণিতমতো) ক্রয়ের নিমিত্ত (আর আর ডিরেক্টরেটে সরবরাহ করিতে হইবে) নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার রেফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ, ১০/এ, অকল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-এর মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে দিতে হইবে। সমস্ত টেণ্ডার, খোলার তারিখ হইতে ৬০ দিনের জন্য গ্রহণার্থ বলবৎ থাকা চাই। পূর্ণ বিবরণসহ টেণ্ডার ফরম পূর্বোক্ত ডিরেক্টরেটের অ্যাকাউণ্টস ব্রাঞ্চ হইতে পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডার খোলার তারিখ ব্যতীত কাজের দিন বেলা ২টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) প্রতি কপি ১, টাকা মূল্যে উহা বিক্রয় করা হইবে। সরকারী আণ্ডারটেকিং ও রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহকে বায়নার টাকা এবং জামীনের টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। অংশত/সম্পূর্ণত যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। টেণ্ডার ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং তাহার অব্যবহিত পরই টেণ্ডারদাতাদিগের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতাদিগকে ১০-৯-৭১ তারিখে বা তাহার কাছাকাছি কোন তারিখে সরবরাহ শুরু করিতে হইতে পারে।

৩৪৪০(৩)আই পি আর।এ।৭১
(৮৭৪৮)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, মেকানিকাল ডিভিঃ নং ২, পি এইচ এঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট, পি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেঃ (৭ম তল), কলিকাতা-১২ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১ (২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং কাজ শেষ করিবার সময় যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) কাশীপুর দমদম ড্রেনেজ স্কীম অধীনে মেন ও ইণ্টারমিডিয়েট স্টেশনার স্ক্রীন চেম্বারের জন্য অটোমেটিক রেকিং ইকুইপমেণ্ট সরবরাহ ও সংস্থাপন; ১,৬১,৪০০ টাকা; ৩২২৮ টাকা; ২ মাস। (২) পাতিপুকুর সিউয়ারেজ স্কীমের জন্য স্ক্রীন চেম্বারের নিমিত্ত অটোমেটিক রেকিং ইকুইপমেণ্ট সরবরাহ ও সংস্থাপন; ৬৩,৩০০ টাকা; ১৫৮৩ টাকা; ২ মাস আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র এবং আবশ্যক পরিচয়পত্রাদি দাখিলক্রমে ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি প্রস্থ ১০ টাকা মূল্যে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত) টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। কাজের নাম উপরে লিখিত টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং তাহার অব্যবহিত পরই খোলা হইবে।

৩৪৩০(২) আই পি আর/এ/৭১
(৮৭৫১)

## কলিকাতা কর্পোরেশন

### কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯৫১ সালের সি এম অ্যাক্টের ৩৭৫ ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির প্রতি—

১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩৭৫ ধারা অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে এবং উহাতে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপূরণ করা হইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্টিলাভ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত ও ঘোষণা করিতেছেন যে, নিম্নে বর্ণিত কমন প্যাসেজটি উক্ত আইনের ৫(৬০) এবং ৩৪৯ ধারার ব্যাখ্যা অনুসারে একটি পাবলিক স্ট্রীট।

বিবরণ

প্ল্যানে প্রদর্শিত মত 'এ বি' চিহ্নিত (ঠিক যেমন অবস্থিত আছে) ৪নং ওয়ার্ডে প্রেমিসেস নং ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬এ, ১৬বি, ১৬সি, ১৬ডি, কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি লেনের মধ্যে প্রসারিত এবং ঐ সব প্রেমিসেসে যাওয়ার কমন প্যাসেজ।

কমিশনার,
কলিকাতা কর্পোরেশন
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
কলিকাতা, ৫ আগস্ট, ১৯৭১
(৮৮৭০)

## রেলওয়ে

### এন, এফ, রেলওয়ে

১৯৭১ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ১০

আনুমানিক ৯,৩৫,০০০, টাকা লিখিত মূল্যে বর্তমান ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজের [৭ × ১২·১৯২ এম (৪০´ ফুট) স্প্যান] উজানে ৯·১৪৪ এম (৩০´ ফুট) ব্যাসের ২২·৮৬ মিটার (৭৫´-০") ওয়েল ফাউণ্ডেশনের উপর ৪ × ৩০·৪৮ এম (১০০´ ফুট) স্প্যান দ্বারা এন এফ রেলওয়ের রাঙ্গিয়া-রাঙ্গাপাড়া নর্থ সেকশনের খান্দিকার এবং গোরেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ৮ আর টি (পুটিমারি) পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং তাহা নিম্নবর্ণিত কর্তৃক ৮-১০-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেইদিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রতি প্রস্থের জন্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিয়া ৭-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিস হইতে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বাহিরের ফার্ম এই টাকা মনি অর্ডারযোগে নিম্নবর্ণিতের নিকট পাঠাইতে পারেন।

স্থায়ী আমানতকারীদিগের ক্ষেত্র ব্যতীত টেণ্ডারের সহিত যথোপযুক্ত আকারে বায়নার টাকা না থাকিলে উহা সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার (ওয়ার্কস)
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও
গৌহাটি-১১ (আসাম)
(৮৮৫০)

## গভাসকারও হাজার রান পূর্ণ করল

**ঊরসটার, ইংল্যানড, ২ সেপটেম্বর**—অধিনায়ক ওয়াড্‌েকারের পর সুনীল গাভাসকারও ইংল্যানড সফরে সহস্র রান পূর্ণ করেছে। ঊরসটারের বিরুদ্ধে গতকাল গাভাসকার ১৮৮ রান করে নট আউট ছিল, আজ এক রান করার সঙ্গে সঙ্গে তার সফরের হাজার রান পুরে যায়। তবে একুশ বছর বয়সী উদীয়মান ক্রিকেটার গাভাসকার ঊরসটারের বিরুদ্ধে দ্বিশত রান করতে পারেনি। ছয় রান যোগ করেই আউট হয়ে যায়। এর অর্থ ছ রানের জন্যই গাভাসকার ডাবল সেনচুরি করতে পারেনি।

**বোম্বাই, ২ সেপ্টেম্বর**—ওভালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এম সি সির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়ের ডকুমেন্টারি চিত্রটি ফিলম ডিভিসন অ.গ.মীকাল থেকে ভারতের সকল রাজ্যের সিনেমায় দেখাবার ব্যবস্থা করেছে।

উল্লেখ্য ওয়েস্ট ইনডিজ সফরেও গাভাসকার সহস্র রান পূর্ণ করেছিল।

ভারতীয় দল গতকাল ২ উইকেটে ৩৬৩ রান করেছিল, আর আধ ঘণ্টায় ২০ রান যোগ করে ৩ উইকেটে ৩৮৩ রান উঠলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ঊরসটার দ্বিতীয় দিনে ইনিংস শুরু করে খেলা শেষ হবার কিছু আগে ২৪৮ রানে সকলে আউট হয়ে যায়। ঊরসটার চাপানের সময় ৫ উইঃ ১৭৯ রান তোলে। কিন্তু চায়ের পর বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মাত্র ৬৯ রান যোগ করে বাকি ৫টি উইকেট চলে যায়।

ভারতীয় দল ১৩৫ রান এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে এবং দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ৩ রান তোলে।


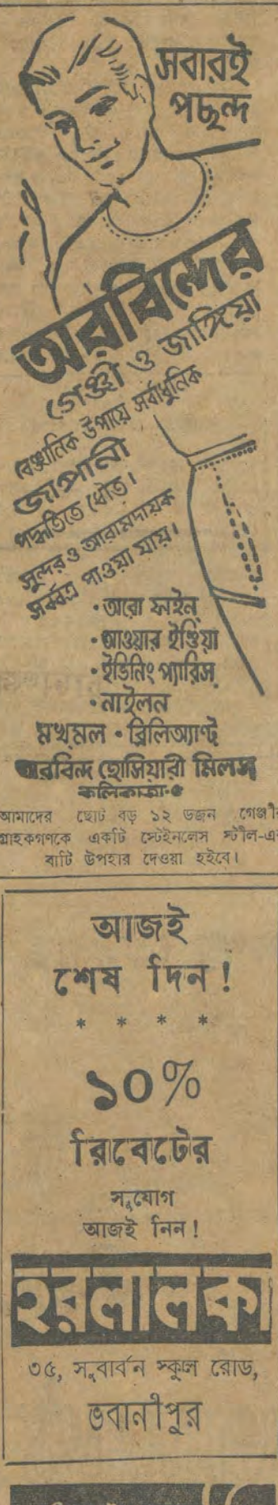


আমাদের ছোট বড় ১২ ডজন গেঞ্জীর গ্রাহকগণকে একটি স্টেইনলেস স্টীল-এর বাটি উপহার দেওয়া হইবে।

আজই শেষ দিন!

* * * *

১০% রিবেটের সুযোগ আজই নিন!

হরলালকা
৩৫, সুবার্বন স্কুল রোড,
ভবানীপুর

গড়িয়াহাটের বৃহত্তম ও আধুনিকতম সর্ব্বভারতীয় বস্ত্র প্রতিষ্ঠান

বেনারসী তাঁত ও সিল্ক আর তার সাথে মিলের কাপড় ও রেডিমেড পোষাক এ'ছাড়াও সার্টিং স্যুটিং ও শয্যাদ্রব্যের বিপুল আয়োজন।

ষ্টার সিল্ক এম্পোরিয়াম

বাসন্তী দেবী কলেজের বিপরীত

GEC দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ভুবনেশ্বর, পাটনা, কানপুর, নিউ দিল্লী, জয়পুর, চণ্ডীগড়, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটোর, সেকেন্দ্রাবাদ, এর্নাকুলাম, বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, জব্বলপুর, কলকাতা।

অনুমোদিত ডিলারগণ : কলকাতা বি আই ই এঞ্জিনীয়ারিং কোং, ২২ সুটারকিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। অ্যাসোসিয়েটেড ষ্টোর্স, ১ চাঁদনি চক স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। দীপক এঞ্জিনীয়ারিং কোং, ৩৭ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা-১। হেরাল্ড কর্পোরেশন, ১ চাঁদনি চক স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। বিজয় মেসিনারি মার্ট, ৫১ এজরা স্ট্রীট, কলকাতা। ২৪ পরগণা : মৃত্যুঞ্জয় কৃষি ভাণ্ডার, হাবড়া (সাব-ডিপো), এগ্রো-ইলেকট্রিকাল পাম্প সার্ভিস, বনগাঁ (সাব-ডিলার)। মেদিনীপুর : পাল অ্যাণ্ড সনস, হেড অফিস : স্কুল বাজার, মেদিনীপুর। জৈন ষ্টোর্স হেড অফিস : খড়্গপুর। হুগলি : এন দাশ অ্যাণ্ড কোং, তারকেশ্বর। বর্ধমান : মেসর্স অ্যাণ্ড কোং, জি টি রোড, বর্ধমান। নদীয়া : পাতিয়া ট্রেডিং কোং, হেড অফিস : কৃষ্ণনগর। মুর্শিদাবাদ : নাগ অ্যাণ্ড কোং, হেড অফিস : বহরমপুর। বীরভূম : টেকনোলজিক্যাল হাউস, শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জংশন-কলি-ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

শারদীয়ায়
বেনারসী
সিল্ক, তাঁত ও পোষাকের আকর্ষনীয় সম্ভারে
শিবানী
১৯৮/৯১ বাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯
(৮৪৫৮ এ)

শারদীয়ায়...
শাড়ী ও পোষাকের নতুনত্বে
বিজয়লক্ষ্মীজ্‌
গড়িয়াহাট . কলি-২৯, (৪৬-৬৫৬০)
(৮৪৩৯এ)


## রবিতীর্থের "বাল্মীকি-প্রতিভা"

রবিতীর্থের প্রযোজনার উচ্চ মান তাঁদের "বাল্মীকি-প্রতিভা" গীতি-নাট্যেও অক্ষুণ্ণ দেখা গেল। গত রবিবার সন্ধ্যায় এটি তাঁরা রবীন্দ্র-সদনে রূপায়িত করেন।

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ - পরিকল্পিত গীতিনাট্যের আঙ্গিকে। সেখানে বিলাতী অপেরার সঙ্গে দেশী যাত্রার গীতাভিনয়-রীতির একটি সুন্দর সমন্বয় লক্ষণীয়।

বাল্মীকির রূপসজ্জায় অমর রায় প্রথমেই আমাদের ১৮৮১ সনের রবীন্দ্র-নাথকে (ওই সাজে) মনে পড়িয়ে দিলেন। শুধু রূপে না, গান এবং অভিনয়েও তিনি আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। গভীর ভাব ও ভক্তিরসের বাগাশ্রয়ী গানগুলি তিনি গেয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে। লক্ষ্মী গুপ্তের (রাত্রিকা) "এ কি এ ঘোর বন", "কী দোষে বাঁধিলে আমায়" গান দুটি মনে রাখার মত। রুনা চট্টোপাধ্যায়ও (লক্ষ্মী) সুন্দর গেয়েছেন। প্রথম দস্যুর ভূমিকায় তুষার ভঞ্জের কৌতুকাভিনয়ে অবশ্যই কিছু আতিশয্য ছিল; ব্যাপারটাকে রসের অধিকন্তু বলা যায়। সে যাই হোক, প্রেক্ষাগৃহকে তিনি মাতিয়ে তো রেখে-ছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন প্রণব দাশগুপ্ত, শরদিন্দু রায়, কমল গুপ্ত।

—সংগীতপ্রিয়


পূজায়
এবার
বিপুল আয়োজন!
গোয়ালিয়র ও দিগজাম মিলের
টেরিন, টেরিকট, উলেন ও টেরিউল
স্যুটিং ও শার্টিং এর এমন বিরাট
আয়োজন এর আগে কখনো
দেখেননি।
এবছর পূজায় উপহার দেবার জন্যে চটকদার বাহারী
জিনিস না কিনে আমাদের মিলের শো-রুমে
এসে আগে দেখে নিন
Horizon
(সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)
ডিগুস স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন : ২৩-০৮৬৬
aam/H/41.71


## ॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

### শচীমা'র সংসার

( মালবিকা চিত্র )

"শচীমার সংসারে" বালক নিমাইকে (শ্রীকৃষ্ণের সাজে) নিয়ে একাধিক অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ছবিতে এই অসাধারণ বালকের মধ্যে দেবতার লক্ষণ স্পষ্ট। যুবক নিমাইকে (অসীমকুমার) কিন্তু বাংলা ছবির রোমান্টিক নায়ক বলে ভ্রম হতে পারে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার (সংহিতা রায়) সঙ্গে তাঁর পূর্বরাগের আভাস দেখানো হয়েছে। এই দাম্পত্য-জীবনের পর্ব ও ছবির অনেকখানি জুড়ে। নিমাই এখানে সাধারণ প্রেমিক; তাঁর কথাবার্তা মামুলি। অতঃপর নিমাইকে তথাকথিত নীচ, অব-হেলিত জাতির নেতা হিসাবে এক ঝলক দেখা গেল। তিনি অস্পৃশ্যদের প্রতি ঝলক দেখা গেল। তিনি অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন। ছবির শেষ অংশে নিমাইকে মহাপ্রভু হিসাবে একরকম চেনা যায়।

মনে হয়, পরিচালক শ্রীভূপেন রায় যেন কিছু বিভ্রান্ত। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুবক গৌরাঙ্গের চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি তাঁর উদ্দেশ্য হত, নতুন কোনও ব্যাখ্যা যদি তিনি দিতেন, সে ক্ষেত্রে বলার কিছুই ছিল না—বরং সেরকম প্রয়াস রসিকমহলে অভিনন্দনই পেত। কিন্তু শুরুতেই তো তিনি অবতার-পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিতা এ-চরিত্রের সেই মর্যাদা তবে সর্বতোভাবে কেন রক্ষা করা হলনা? "শচীমার সংসারে" নিমাইয়ের গার্হস্থ-জীবন যেভাবে দেখানো হয়েছে, তাতে না পাই কোনও বিশিষ্টতা অথবা তাৎপর্য, না সেই যুগের ছাপ। প্রসঙ্গত, নিমাইয়ের বিবাহিত জীবনে লক্ষ্মীপ্রিয়া কেন প্রাধান্য পেলেন, সে-ও এক প্রহেলিকা। এ ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বরং মনে হয় যেন কাব্যের উপেক্ষিতা। নিমাইয়ের জ্ঞান-চর্চা ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপারটি একটি বিচ্ছিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাই পরিচালক যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। অথচ হঠাৎ এক সময়ে বিনা প্রস্তুতিতে তাঁকে অস্পৃশ্যদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা গেল। অবহেলিত মানুষরা সেই দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ—ঘটনাটি যেন একালের! পরিচালক কি চৈতন্যদেবের প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্যের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি? একালের ভিন্ন-রুচি দর্শকদের চাহিদা মেটানোর জন্য কি চিত্তনাট্যকে (অনন্ত চট্টোপাধ্যায়) কিছু আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছে, আর "রসবৈচিত্র্যের" প্রতি মনোযোগী হয়েছেন পরিচালক? প্রচলিত ভক্তি-গীতির পরিবর্তে আধুনিক বাংলা গানের (উপজীব্য সেখানেও যদিও ভক্তিরস) প্রাচুর্যও কি সেই কারণে?

ছবিটিতে ভাবরসের স্পর্শ লেগেছে শেষ পর্যায়ে—গৌরাঙ্গ যখন গয়াধাম থেকে নদীয়ায় ফিরে এসেছেন আধ্যাত্মিক ভাবের জোয়ার নিয়ে। এই অংশের কয়েকটি মুহূর্ত সুরচিত। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মহাপ্রভুর সহচররা যেখানে পথে পথে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করছেন, সেই দৃশ্যপর্যায়টি উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্বে সহজ, পরিচিত ভক্তিগীতি এবং নামগানের ব্যবহারও রসসৃষ্টিতে কার্যকর হয়েছে।

এমনিতে অনেক বিশিষ্ট চরিত্রকে ছবিতে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি—যেমন, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস প্রভৃতি। এঁরা দর্শকদের সুপরিচিত—এটা যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে। কাহিনীর ধারাবিন্যাসে সাধারণভাবে এই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সে যাই হোক, পরিচালক চৈতন্যদেবের লীলাকাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রচনায় আরও যত্ন নিতে পারতেন। "শচীমার সংসারে" যে পারিবারিক নাটকের বিস্তার সেটি যেন শরৎচন্দ্রের ঘরানায় বিন্যস্ত।

নামভূমিকায় সন্ধ্যারানীকেও তাই "বিন্দুর ছেলে"র বিন্দুবাসিনী অথবা ওই জাতীয় কোনও চরিত্র বলে ভুল হতে পারে। তিনি অবশ্য যথেষ্ট আবেগ সহকারে চরিত্রটিতে রূপ দিয়েছেন। ছবির শেষাংশে অসীমকুমার নিমাই-চরিত্রে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুররচনা চমৎকার। তবে গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত গানকে অগ্রাধিকার দিতে পারতেন। গানগুলি অবশ্য সুগীত। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন বলা যায়।

### অন্য মাটি অন্য রং

( রামকৃষ্ণ পিকচারস )

অন্ধকার জগতের বাসিন্দা কি আলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে না? পাপের পথকে যে একবার আশ্রয় করেছে, শুভ আর কল্যাণের ভূমিতে ফিরে আসার পথ কি তার বন্ধ? "অন্য মাটি অন্য রং" (কাহিনী স্বর্গত রাখালদাস নাহা রচিত) ছবির নাটক ওই প্রশ্নকে ঘিরে গড়ে উঠেছে।

ছবির প্রধান চরিত্র ফণী (অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়) তার জীবনের বেশ কিছু অংশ ধরে ছিল নানা অপরাধকর্মে লিপ্ত। চৌর্য, প্রতারণা, নারীহরণ ইত্যাদি। সে অপরাধী-দলের সরদার গজাননের (জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়) প্রধান সহকারী। গজাননেরই নির্দেশমত গ্রামের মেয়ে সর্বাণীকে (শিবানী বসু) হরণ করবার ভার ওর উপর পড়েছিল। সর্বাণীর সান্নিধ্যে আসার পর ফণীর চিত্তে পরি-বর্তন দেখা গেল। যে সর্বাণী ওকে বিশ্বাস করেছে, ভালবেসেছে, তাকে ফণী ঠকাবে কেমন করে? সর্বাণীর ভালবাসা ওর মনেও সাড়া জাগাল—সেই সঙ্গে নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

বাধা এসেছে গজাননের কাছ থেকে। গজানন ওকে বলেছে, সৎ জীবনে অথবা প্রেমে ওর অধিকার নেই। বার বার গজানন ফণীর নতুন কর্মপ্রচেষ্টায় কালো ছায়া ফেলেছে। তার অন্যায় কর্মে ফণীকে জড়িয়ে দিয়েছে। শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে অবশেষে অশুভেরই পরাজয়। কিন্তু ফণী তখন নিজেকে পুলিসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে। কারণ, সে বুঝেছিল, তার পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত দরকার।

"অন্য মাটি অন্য রং"-এর বিষয়-বস্তুর মধ্যে সামাজিক তাৎপর্য আছে, মানবিক আবেদনও। দুঃখের বিষয়, চিত্র-নাট্যের গঠনে শৃংখলার অভাব। গল্পের শাখা-প্রশাখা বিস্তর, ঘটনার উপস্থাপনা প্রায়শ কেমন যেন অসংলগ্ন। নাট্য ঘাত-প্রতিঘাতগুলিও সরলীকৃত।

পরিচালক শ্রীরামপ্রসাদ চক্রবর্তী ছবির বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু অতি-নাটকীয় আবেগ-দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, সংঘাত-দৃশ্যেরও। কিন্তু যথা-যথ প্রস্তুতির অভাবে রসসৃষ্টি হয়নি।

দুনিয়া ক্যা জানে : ভারতী

অভিনয় সম্পর্কেও বিশেষ কিছু বলার নেই। অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্য চরিত্রে বেমানান মনে হয়েছে। শিবানী বসুর অভিনয়ে আন্তরিকতার স্পর্শটুকু অবশ্যই অনুভব করা যায়, তবে চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার মত উপাদান তিনি পাননি। অনুপকুমার ও সুমিতা সান্যাল অপর এক প্রণয়ী-যুগলের ভূমিকায় দর্শকের মনে কিছু ছাপ রেখেছেন। আর বিচ্ছিন্নভাবে ভাল অভিনয় করেছেন গীতা দে, জহর রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়।

## বিসমিল্লার শানাই

গত রবিবারের বর্ষা অনেক কিছু ভাসিয়ে দিয়েছিল, মিয়া বিসমিল্লা খাঁ-সাহেবের শানাই-অনুষ্ঠানের কিন্তু ক্ষতি করতে পারেনি। বরং সেদিন সকালে যাঁরা রবীন্দ্র সদনে উপস্থিত ছিলেন, খাঁ-সাহেবের শানাই ক্ষণকালের জন্য তাঁদেরই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে—অন্য লোকে। তিনি বাজিয়েছিলেন অসাধারণ। "সবরং" সংস্থা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

বিসমিল্লা খাঁ মিয়া-কী টোড়ী রাগে প্রথমে আলাপ, পরে গৎ বাজান। গতের অংশে যেন গুর্জরী টোড়ীর আমেজ অনুভব করা যাচ্ছিল। টোড়ীর পর তিনি বাজালেন জৌনপুরী। তাঁর বাজনায় রাগ-মূর্তি তো ফুটলেই, সেই সঙ্গে যন্ত্রটি কত যে গভীর ভাবের কথা, আর্তির কথা বলল তার ইয়ত্তা নেই। কখনও শুনলাম নিবেদন-সমর্পণের সুর, কখনও বা করুণ মিনতির। শুনলাম আর যেন উন্নীতও হলাম—দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা থেকে, কিছুক্ষণের জন্য।

—সংগীতপ্রিয়

### "আমি সুভাষ"

প্রসঙ্গে—দেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রাণপুরুষ নেতাজী সমগ্র দেশকে যে পথে চালিত করেছিলেন, দেশকে স্বাধীন করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন আর তার জন্যে তিনি যে সংগ্রাম করেছিলেন তাকেই তুলে ধরেছেন তরুণ অপেরা তাঁদের সাম্প্রতিক "আমি সুভাষ" নাটকে। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ ও মহত্ত্ব নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন — নাট্যকার-পরিচালক-শ্রীঅমর ঘোষ। আর সেই সঙ্গে নাম ভূমিকায় স্বনামখ্যাত অভিনেতা শান্তিগোপাল অপূর্ব অভিনয়ে তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

### বিদেশী ছবি

এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন বিদেশী ছবি "সেরেংগেটি"।

কিছুকাল আগে টাঙ্গানিকা এবং পূর্ব আফ্রিকার বন্য জীবজন্তুর এক আদম-সুমারি করা হয়। সেই আদম-সুমারির চলচ্চিত্র-প্রতিবেদন এই আশ্চর্য ছবি "নো রুম ফর ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস্" যাঁরা তুলেছিলেন, এ-ছবিটিও তাঁরাই নির্মাণ করেছেন।


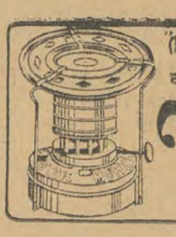
মোহন ২৩৩ আজ ঘরে ঘরে
ব্যবহার মজবুত • গঠন সুন্দর
মোহন ২৩৩
সর্বোৎকৃষ্ট দামেও কম
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

পূজায় হিন্দুস্থানের নতুন রেকর্ড

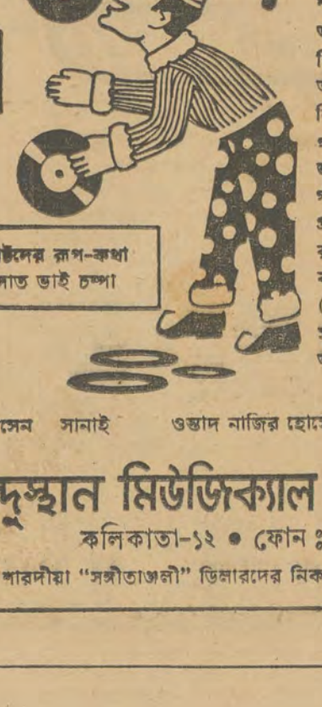

লং প্লে রেকর্ড
পূর্ণ দাস (বাউল)
বাউল
এক্সটেণ্ডেড প্লে রেকর্ড
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান্
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
শচীন দেব বর্মণ
আধুনিক
অমর পাল
পল্লীগীতি
সমবেত কণ্ঠের গান
রবীন্দ্র সঙ্গীত
দেবব্রত বিশ্বাস
রবীন্দ্র সঙ্গীত
রেণুকা দাসগুপ্তা
অতুলপ্রসাদের গান
শ্রীমতী রাধারাণী
মাথুর (পালা কীর্তন)
সট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড
হীরালাল সরখেল
ভক্তিমূলক
অংশুমান রায়
পল্লীগীতি (ঝুমুর)
কবি মজুমদার
আধুনিক
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
দেহতত্ত্ব ও শ্যামাসঙ্গীত
ওস্তাদ আলী হোসেন সানাই
ওস্তাদ নাজির হোসেন সানাই

ছোটদের রূপ-কথা
সাত ভাই চম্পা

ওপারের শিল্পীর কণ্ঠের গান
মহম্মদ আব্দুল জব্বর
দেশাত্মবোধক
মকসদ আলি খাঁন
পল্লীগীতি (লালন ফকির)
ওপারের শিল্পীর ওপারের গান
দীপেন মুখোপাধ্যায়
দেশাত্মবোধক
অংশুমান রায় ও করবী মাঝ
দেশাত্মবোধক
রবি ঘোষ ও ছোট্টা দত্ত
কৌতুকনাট্য
সুপ্রভা সরকার
নজরুল গীতি
শ্যামলী বসু
আধুনিক
নিতাই গোস্বামী
আধুনিক
বিদ্যুৎ বসু
গীটার
অভিজিৎ নাথ
গীটার (ফিল্ম)
প্রসূন দাসগুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গীত
কবি অতুলপ্রসাদ সেন
(স্ব কণ্ঠে) অতুলপ্রসাদ গীতি
সুপ্রীতি ঘোষ
অতুলপ্রসাদের গান

H.M.P. LTD. HINDUSTHAN PRODUCTS MADE IN INDIA
হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ লিঃ
কলিকাতা-১২ • ফোন : ২৪-১৪২২
হিন্দুস্থানের শারদীয়া "সঙ্গীতাঞ্জলী" ডিলারদের নিকট পাওয়া যায়।

কাপড় কেনবার সময় বৈশিষ্ট্যের এই ছাপ দেখে নেবেন

Finlay's "গিনী" টিকিট
আর
FINLAY'S SOVEREIGN QUALITY
এ ছাপ কেবল
ফিন্‌লে গ্রুপ অফ মিল্‌স্-এর
(ফিন্‌লে মিল্‌স্ লিঃ/গোল্ড মোহর মিল্‌স্ লিঃ)
সেরা কাপড়েই থাকে

সর্বত্র সম্ভ্রান্ত লোকেরা "গিনী" টিকিট বহু যুগ ধরে চিনে এসেছেন।
উৎকর্ষতার এই প্রতীক কেবল ফিন্‌লে গ্রুপ অফ মিল্‌স্-এর সেরা কাপড়েই পাবেন। মনে রাখবেন,
কাপড় কেনবার সময় ফিন্‌লের সেরা কাপড়ের উৎকর্ষতার ছাপ দেখে নেওয়া চাই!

| ধুতি | কেমব্রিক | লন ও | মলমল | 'টেরিন'/ | প্রিণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাচ্চা হীরা | ও | মেদাপোলম | গোল্ডেন ব্রোচ | কটন | জামার কাপড় |
| ব্রেসলেট | লংক্লথ | শাহজাদা | এক-৭৪ | শার্টিং | 'টেরিন'/কটন |
| ইন্দ্রধনুষ/ | ৩৫৬ | প্ল্যাটিনাম | হাই সোসাইটি | সুটিং | শাড়ি |
| রয়াল হোস্ট | শোয়েট পুষ্পা | ৭৮৭ | | শাড়ি | |
| অরুণোদয় | ১৬১ | ৫৮০ | | | |
| | ৪৫৪ | রুবিয়া | মিলের পাড়ওয়ালা শাড়ি | | |
| | সিলভার ডিউ | | | | |
| | মর্নিং ডিউ | | | | |
| | পরমহংস | | | | |

অরগ্যাণ্ডি

মনের মত কাপড় কিনতে হলে—ফিন্‌লে


আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার